

ধম্মপদ

মূল ও বঙ্গানুবাদ

THE DHAMMAPADA

Text with Bengali Translation

By

Pandita Dharmadhar Mahasthavir,

Tatwabhusan, Abhidhamma, Vinaya, Sutta-Visharad.

BAUDDHA DHARMANKUR SABHA

CALCUTTA

Buddha Era 2498—A.D. 1954.

প্রকাশক—
শ্রীশান্তরক্ষিত স্থবির
বৌদ্ধ ধর্মাসুর সভা,
১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

(২২০০)

প্রাপ্তিস্থান :—

- (১) ধর্মাসুর বুক এজেন্সী
১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
- (২) কবিরাজ শ্রীমনমোহন বড়ুয়া কবিতৃষণ
সম্পাদক, বৌদ্ধ সমিতি, পূর্ব ধর্মপুর
পোঃ আঃ ধর্মপুর
চট্টগ্রাম, পূঃ পাকিস্তান।

একটাকা।

মুদ্রাকর—
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস,
৭, ওয়েলিংটন কোয়ার,
কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

বিনাজুরী শ্মশান বিহার-প্রতিষ্ঠাতা, আমরণ শ্মশানবাসী
পুত-চরিত্র আচার-নিষ্ঠ প্রিয়-ভাষী সাধক
বিচিত্র ‘ধর্মকথিক’ ৩গিরীশচন্দ্র
মহাস্থবির, পরমারাধ্য-উপাধ্যায়
মহোদয়ের পুণ্য-স্মৃতির
উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	পাঁচ	১৪। বুদ্ধবগ্গো (বুদ্ধ)	৬৭
নিবেদন	দশ	১৫। স্থখ " (স্থখ)	৭৩
১। ষমকবগ্গো (যুগ্মগাথা) ১	১৬। পিয় " (প্রিয়)	৭৭	
২। অপ্রমাদ " (অপ্রমাদ) ২	১৭। কোধ " (ক্রোধ)	৮১	
৩। চিত্ত " (চিত্ত) ১৪	১৮। মল " (অপবিত্রতা) ৮৫		
৪। পুপ্প " (পুপ্প) ১৮	১৯। ধম্মট্ট " (ধাম্মিক) ৯৩		
৫। বাল " (অজ্ঞ) ২৩	২০। মগ্গ " (মার্গ) ৯৮		
৬। পণ্ডিত " (পণ্ডিত) ২৯	২১। পক্কিণক " (প্রকীর্ত্ত) ১০৪		
৭। অহরন্ত " (অর্হৎ) ৩৪	২২। নিরয় " (নিরয়) ১১০		
৮। সহস্স " (সহস্র) ৩৭	২৩। নাগ " (নাগ) ১১৪		
৯। পাপ " (পাপ) ৪৩	২৪। তণ্হা " (তৃষ্ণা) ১২০		
১০। দণ্ড " (দণ্ড) ৪৮	২৫। ভিকখু " (ভিক্ষু) ১৩১		
১১। জরা " (বার্ধক্য) ৫৫	২৬। ব্রাহ্মণ " (ব্রাহ্মণ) ১৩৮		
১২। অন্ত " (নিজ) ৫৯	২৭। শব্দার্থ "	১৫২	
১৩। লোক " (জগত) ৬৩	২৮। গাথাসূচী	১৭৮	

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিত

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গীতার যে স্থান, পালি সাহিত্যে ধম্মপদের সেই স্থান। এই দুই গ্রন্থেই ভারতীয় ধর্মজীবনের সংহততম ও উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে। গীতা মূলতঃ ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের আদর্শ আসলে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন; ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ বলে গণ্য হলেও এই গ্রন্থের নীতি ও বাণী আজ সর্বমানবেরই গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাণীই সংকলিত হয়েছে, এই হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। তেমনি বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধম্মপদ গ্রন্থখানি বুদ্ধবাণীরই সংগ্রহ। কিন্তু গীতা ও ধম্মপদের ধর্মবাণীগুলি আমরা যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব সেই ভাষায় ও ভঙ্গিতেই উপদেশ দিয়েছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে একথা সত্য যে, এই দুই গ্রন্থে ভারতবর্ষেরই শাস্ত্রত বাণী সংকলিত হয়েছে। এই বিশেষ মর্যাদার প্রভাবেই এই দুই গ্রন্থ আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে

ছয়

ওসব ভাষাতেই সমভাবে আদৃত ও অনূদিত হচ্ছে। অথচ যে ধম্মপদ আজ পৃথিবীতে ভারতীয় আদর্শের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়তা করেছে, সেই ধম্মপদ ভারতবর্ষেই এক সময়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক কালে অবশ্য ধম্মপদ ভারতবর্ষে নূতন করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে শুরু করেছে, কিন্তু গীতার সহিত সমকক্ষতা লাভের আশা এখনও বহু দূরবর্তী। অথচ এক সময়ে এশিয়ার চিত্তবিজয়-অভিযানে ধম্মপদ গীতাকে বহু পরিমাণেই অতিক্রম করে গিয়েছিল। অধুনা পূর্ব কালে গীতা ভারতবর্ষের বাইরে খুব বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। অথচ ধম্মপদ এক কালে সিংহল-ব্রহ্ম-শ্রাম এবং চীন-তিব্বত-ভূকিস্থান প্রভৃতি এশিয়ার বহু দেশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী কালে যে কারণে বৌদ্ধধর্ম তার উৎপত্তি-ভূমিতে মহিমাভ্রষ্ট হয়েছিল, সে কারণেই ধম্মপদের প্রভাবও সেখানে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

আধুনিক কালে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার ফলে ধম্মপদ গ্রন্থখানির প্রকৃতি ও প্রভাবের ইতিহাস বহু পরিমাণেই জানা গিয়েছে। সকলেই জানে যে, গীতা পুস্তকখানি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশমাত্র। ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধ ত্রিপিটকেরই

সাত

অঙ্গবিশেষ। পালি সূত্রপিটকের পাঁচটি নিকায় বা অংশ; তার পঞ্চমটির নাম খুদ্দক নিকায়। খুদ্দক নিকায় ষোলটি পুস্তকের সমষ্টি; তার দ্বিতীয় পুস্তকখানিরই নাম ধম্মপদ। ধম্মপদও ক্ষুদ্র, বোধ করি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থ। অথচ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আজ বিশ্বমানবের চিত্তকে গভীরভাবে ও নিবিড়ভাবে অধিকার করেছে। কত ভাষায় যে তার অনুবাদ হয়েছে বলা যায় না। প্রাচীন কালেও এই গ্রন্থখানি বহু ভাষাকে আশ্রয় করে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এই তিনটি ভারতীয় ভাষাতেই ধম্মপদ সুপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র পালি সাহিত্যেই ধম্মপদ গ্রন্থখানি আবহমানকাল সুরক্ষিত আছে। তাই তার পালি রূপটাই সুপরিচিত হয়েছে। কিন্তু এক সময়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদের প্রভাবও কম ছিল না। কিছুকাল পূর্বে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। সংস্কৃত ধম্মপদের নাম ‘উদানবর্গ’। এই উদানবর্গ একাধিকবার চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ধম্মপদ গ্রন্থের এইসব বিভিন্নরূপের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে শ্রীপ্রভাত-

আট

কুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘ধম্মপদ ও উদানবর্গ’ প্রবন্ধে (হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ১৯৩১)। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী-প্রণীত ‘বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য’ পুস্তকেও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ধম্মপদের সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট পরিচয় আছে। বর্তমান ভূমিকা-লেখকের ‘ধম্মপদ-পরিচয়’ গ্রন্থে ধম্মপদের রচনাকাল তথা তার ভারতীয় প্রকৃতি, প্রভাব ও গৌরবের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

স্ব্থের বিষয় দীর্ঘকালীন বিশ্বস্তির পরে ধম্মপদ আজ আবার আমাদের নবোদ্বুদ্ধ চিত্তে আপনার স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভের উপক্রম করছে। এই প্রতিষ্ঠাদানে যারা অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের পর থেকে বাংলাদেশে ধম্মপদ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আলোচনা মত্ত হলেও স্থির গতিতে বেড়ে চলেছে। ফলে গীতার ত্রায় ধম্মপদেরও বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ধর্মাস্কুর বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির-সম্পাদিত ধম্মপদের সুলভ ও সুবহ সংস্করণটি সাদরে অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

নয়

বাংলা ভাষায় ধর্মপদের এমন সুপরিপাটি ও স্বল্পায়তন সংস্করণ আর আছে কিনা জানি না। মূল পালি পাঠের সঙ্গে বিতর্ক-ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্য-বর্জিত সহজ সরল অথচ মূল্যবান অনুবাদ স্বাক্ষরে বইখানি পণ্ডিত-অপণ্ডিত-নির্বিশেষে সব রকম আগ্রহী পাঠকেরই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য হবার উপযোগী হয়েছে। প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে ভারতীয় সাহিত্য থেকে সানুবাদ সদৃশ উক্তি উদ্ধৃত করাতে এবং পরিশেষে দুর্লভ শব্দের অর্থ দেওয়াতে বইখানির উপযোগিতা বহু পরিমাণে বেড়েছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের ফলে শ্লোকগুলির অর্থ গ্রহণ ও তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে পাঠকের খুবই সহায়তা হবে। আশা করি এই সংস্করণটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে এবং বাঙালির হৃদয়ে ধর্মপদের মহৎ বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রতম পথিকৃতের কাজ করবে।

বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন.

প্রবোধচন্দ্র সেন

নিবেদন

ধম্মপদ কৰুণাময় বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাণী। নানা ঘটনা উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই উপদেশাবলী প্রদত্ত হইয়াছিল। মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের এমন কোনও সমস্যা নাই যাহার সমাধান ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে না। গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে প্রায়শঃই ইহা প্রতীত হইবে যেন আড়াই হাজার বৎসরের পূৰ্ব্ব-সীমায় উপবিষ্ট সেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা পুরুষ আমাদেরই অন্তরের গোপন ভাব, আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি, আমাদের সাধনমার্গের বাধা-বিপত্তি বিদ্রুমসমূহ আবিষ্কার করিয়া সেগুলি মোচন করিবার উপায় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ, মানব মনের চিরন্তন রসস্তগুলির উদ্ঘাটন ও উহাদেহে স্থিতিস্থিত সমাধান ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। মানব প্রকৃতি দেশকাল-নিরপেক্ষ। অতীতেও ধম্মপদ মানুষের পক্ষে ষে রূপ আত্মশুদ্ধি ও সত্যো-পলব্ধির সহায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে বর্তমানেও ইহা সেইরূপই বিবেচিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপই হইবে।

এগার

ধম্মপদের প্রতিটি যুক্তি অকাট্য। উপমাগুলি যথাযথ এবং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন হইতে আহৃত, স্মরণীয় অনায়াসবোধ্য। কোন দুর্লভ দার্শনিকতত্ত্ব ইহাতে স্থান পায় নাই। সেকারণে ইহা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। যাহার উপদেশ্যতা সম্রাট অশোককে মুগ্ধ ও আমূল পরিবর্তিত করিয়াছিল সে মাধুর্যে কোটি কোটি মানব-হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিবে ইহাতে আশ্চর্য কি? শান্তি-সন্ধানী জন-সমাজের জগ্নু আজিও ইহা অপরিহার্য।

অভিষ্মত

‘যদি একটি মাত্র পুস্তককে কেহ সারা জীবনের সাথী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিশ্বের গ্রন্থাগারে ধম্মপদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম পুস্তক পাওয়া অসম্ভব।’

—ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়াণ কৃত ধম্মপদ-ভূমিকা

‘এশিয়া মহাদেশে যদি কোন অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হয়ে থাকে তবে সেটি হচ্ছে এই ধম্মপদ। ভারতের ঋষি মনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে অতীন্দ্রিয় মহাজীবন গড়ে তুলেছিলেন সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে যে উদ্দীপনার সঞ্চান্ন

বার

করেছে তার ইয়ত্তা নেই। দু-হাজার বছরের রোমক ও খ্রীষ্টান সংস্কৃতির পরে আজিও সেই বাণী কোপেন হেগেন থেকে কেম্ব্রিজ এবং শিকাগো থেকে সেন্টপিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাদ) পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।”

—অধ্যাপক—A. J. Edmunds অনুদিত ধ্মপদ ভূমিকা
‘ধ্মপদে রহস্ত বা তত্ত্ব-বিচারের কোন স্থান নাই। তার ফলে এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অনন্তসাধারণ বিশিষ্টতা পেয়েছে। তত্ত্ব-বিচারের পরিবর্তে এটিতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ যা আত্মপ্রত্যয় ও জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

—‘The Buddha’s way of Virtue (1912) ভূমিকা ১৬
‘বৌদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মহৎ ও কাব্যময় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ধ্মপদের সুভাসিত সংগ্রহের মধ্যে।’
—History of Sanskrit Literature P. 370

রচনাকাল

সিদ্ধিলাভের পর হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ জনসাধারণের হিতের জন্তু বিভিন্ন ধর্মপিপাসুদের মধ্যে যে

তের

অমৃতবাণী বর্ষণ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এই ধম্মপদ। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলাধিপতি মহানামের রাজত্বকালে (৪১০-৩২) মগধের আচার্য বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় ইহার অর্থকথা রচনা করেন। ধম্মপদের ইহাই একমাত্র প্রমাণ্য ভাষ্য। গ্রন্থকার ইহাতে মূল গাথার অনেক পাঠান্তরের উল্লেখ করেন। যে সকল হস্তলিখিত পুস্তকে এই পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয় সে প্রতিলিপিগুলি সিংহলরাজ বটগামিনীর সময়ে (খৃঃ পূঃ ৮৮-৭৬) লিপিবদ্ধ হয়। খৃঃ পূঃ ৩য় শতকের পূর্বার্ধে সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র কর্তৃক মাগধী ভাষা হইতে ঐ ভাষ্য সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। ‘যা তম্বপাণিমুহি দীপভাষায় সত্ত্বিতা’ তাহাই উত্তর কালে বুদ্ধঘোষের অর্থকথা রচনার উপজীব্য হয়।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর রচিত ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহাতে ধম্মপদের উল্লেখ আছে। এবং অভিধম্ম পিটকের ‘কথাবন্ধু’ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে রচিত। ধম্মপদের অনেক গাথা ইহাতে পাওয়া যায়, স্তত্রাং ধম্মপদ এ দুই গ্রন্থের পূর্ববর্তী।

দীপবংশ ও মহাবংশে দেখা যায় সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক

চৌদ্দ

(খু: পু: ২৭২-৩২) শ্রামণের নিগ্রোধের (উপগুপ্তের) মুখে ধম্মপদের ‘অপ্সমাদ বগ্গ’ শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং অশোকের পূর্বেও ধম্মপদ বর্তমান ছিল।

মহাসাঙ্ঘিকদের রচিত ‘মহাবস্তু’ অনেক স্থানে ধম্মপদ বুদ্ধভাষিত বলা হইয়াছে, [যথোক্তং ভগবতা ধর্ম্মপদেষু]। তাঁহার উপদেশ হইতে চয়ন করিয়া প্রথম সঙ্কীতিতে (খু: পু: ৪৮৫ অব্দে) ধম্মপদ সংকলিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্কীতিতে অনুমোদিত হয়।

অভিযান

যে জনকল্যাণ-প্রেরণা ধম্মপদকে উত্তর প্রাচীর হিমালয় ও সমুদ্র-বেষ্টিত ভারতসীমা লঙ্ঘনে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ইহাকে অনুদিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে। যাহা ভারতের কোন গ্রন্থের পক্ষে তখন সম্ভব হয় নাই। পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই তিন প্রাচীন সমৃদ্ধ ভাষায় ধম্মপদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পালি ॥ অপ্সমাদো অমতপদং পমাদো মচ্ছুনো পদং,
অপ্সমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

পনের

প্রাকৃত ॥ অপ্রমহ্ অমৃতপদ প্রমহ্ মুচুনো পদ,
অপ্রমত ন মীয়তি যে প্রমত যধ মূতু ।

সংস্কৃত ॥ অপ্রমাদো হুমৃতপদং প্রমাদো মৃত্যুনঃ পদম্,
অপ্রমত্তা ন ত্রিয়ন্তে যে প্রমত্তাঃ সদা মৃত্যুতঃ ।

সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য ধর্ম্মত্রাত যীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ধম্মপদের এক সংস্করণ সম্পাদন করেন। ইহার ১৬ বর্গ পালি ধম্মপদের অঙ্করূপ। কনিষ্কের সময়ে অস্থিষ্ঠিত ৪র্থ মহাসভায় সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে ইহা অঙ্কমোদিত ও গৃহীত হয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃতেও ধম্মপদের একাধিক সংস্করণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সংকলিত সংস্কৃত ‘উদানবর্গ’ মূলতঃ সর্বাশ্তিবাদ সম্প্রদায়ের ধম্মপদ।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের কোন আচার্য্য কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় ধম্মপদ অনূদিত হয়। মধ্য-এশিয়ার খোটান অঞ্চলে গোশ্বঙ্গ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খরোষ্ঠী লিপিতে এই ধম্মপদের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা গান্ধার জনপদের (রাওলপিণ্ডি অঞ্চলের) তৎকালীন প্রচলিত প্রাকৃত, স্থানীয় অশোক শিলালিপির সহিত সম্পর্কিত। পণ্ডিতদের মতে ইহাই অধুনা প্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয়

মোল

পাণ্ডুলিপি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর বড়ুয়া ও মিঃ মিত্রের সম্পাদনায় (১৯২১) ইহা প্রকাশিত হয়।

মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধম্মপদের একটি খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। লিপি উত্তর-গুপ্তযুগের (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর) ব্রাহ্মী। পণ্ডিতদের অনুমান— এই বিশেষ সংস্করণটিই পরবর্ত্তী কালে (৮০৭-৪২) পণ্ডিত বিজ্ঞাপ্রভাকর তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

নেপালেও ধম্মপদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তথাকার বৌদ্ধ আচার্য্য অবলোকিত সিংহ ৩৬শ বর্গ ও ২৬৮৪ শ্লোকযুক্ত সংস্কৃত ভাষায় “ধর্মসমুচ্চয়” নামে এক গ্রন্থ সংকলন করেন। ডক্টর বড়ুয়া বলেন, ‘ইহা ধম্মপদের সর্বশেষ ও বৃহত্তর সংস্করণ।’

Indian Culture, Vol III, No. 2, Page 368.

২২^{তম} খ্রীষ্টাব্দে চীনা ভাষায় ধম্মপদের প্রথম অনুবাদ হয়। এ ভাষায় ধম্মপদের বহু অনুবাদ বিদ্যমান। ‘ধর্মসংগ্রহ মহার্য্য গাথা’ নামে দশম শতাব্দীর শেষে (৯৮০-১০০১) ধম্মপদের শেষ অনুবাদ হয়।

৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমণ সঙ্ঘভদ্র কাবুল হইতে সংস্কৃত

সতের

ধম্মপদের এক পাণ্ডুলিপি চীনে লইয়া যান। ইহাতে মূল ধম্মপদের সহিত আরও ৭টি বর্গ যুক্ত হয়।

ধম্মপদের মাধ্যমে প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-অভিযান চলিয়াছে। বস্তুতঃ বুদ্ধবাণীই এশিয়া খণ্ডের অগ্ৰাণু দেশকে ভারতের সহিত ঐক্যমূর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছে। অধ্যাপক সেন মহাশয় বলেন :—“আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিচারে ধম্মপদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো গ্রন্থেরই তুলনা হয় না। গীতা উপনিষদ কোনো কালেই ধম্মপদের ন্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করতে পারে নি।...বস্তুতঃ এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অগ্ৰ কোনো গ্রন্থের দ্বারাই তা হয়নি। এই হিসাবে ধম্মপদকেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়।”

ধম্মপদ-পরিচয় (৪০ পৃঃ)

প্রাকৃত ধম্মপদের সম্পাদকগণ বলেন, “ধম্মপদ সাহিত্যের খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত বারশো বছর ব্যাপী ঐতিহ্য আছে, তা ছাড়া তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে, কেননা এই ধম্মপদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্মের মহদ্বাণী এশিয়ার বিভিন্ন জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।”

আঠার

পুনরভ্যুদয়

উত্থান পতন জগতের ধর্ম। কোনও বস্তু চিরকাল সমান থাকে না। ধর্মপদ সম্বন্ধেও সে নীতি অপরিহার্য। ইহা ভারতীয় সভ্যতাকে প্রভূত সমৃদ্ধ করিল এবং সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে আপনার করিয়া লইল, তথাপি ষাদশ শতাব্দীর পর হইতে নানা বিপর্যয়ে ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ধর্মপদও ভুলিতে বসিল।

আধুনিক যুগে (১৮৫৫) ডেনমার্কবাসী ডক্টর ফম্বোল ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তৎপর বান্‌ফ, গগার্লি, উফম, ওয়েবার প্রভৃতি মনীষীরা ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ধর্মপদের প্রচার বৃদ্ধি করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফার্নান্দ ছ ধর্মপদ ফরাসী ভাষায় ও রেভারেণ্ড বীল চীনা ভাষা থেকে ইংরাজীতে রূপান্তরিত করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলারের (১৮৮৯) অনুবাদ প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থ শ্রেণীতে প্রকাশিত হয়। এইরূপে পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহ ধর্মপদের দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে।

১৮৯৮ অব্দে বুদ্ধঘোষের টীকা সমেত ধর্মপদ কলিকাতা

উনিশ

বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ অব্দে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বসু ধর্মপদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। বর্তমান কালে ইহাই ভারতীয় ভাষায় প্রথম ধর্মপদ। কপিল-আশ্রম হইতে স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় পুনর্ব্বার ইহার সংস্কৃত পদ্য ও বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রাহুল সঙ্কতায়ণ (১৯২১) হিন্দী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ভারতের অনেক ভাষায় ধর্মপদের অনুবাদ হইয়াছে।

আধুনিক লাতিন, জার্মান, ইংরেজী, ফরাসী, ডেনমার্ক, ইতালী, রুশ প্রভৃতি উন্নত ভাষার ছায়া মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, সংস্কৃত, নেপালী, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় ইহার অনেক সংস্করণ হইয়াছে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্রাম, কম্বোডিয়া তিব্বত, চীন, জাপান, প্রভৃতি দেশে ধর্মপদের অসংখ্য সংস্করণ বিদ্যমান।

ভারতীয় পাঠকদের পক্ষে সংস্কৃত অপেক্ষা পালি ধর্মপদ সহজবোধ্য। সংস্কৃতজ্ঞদের পক্ষে আরও সহজ। বাংলা ভাষীদেরও ইহা দুর্বোধ্য নহে, উদাহরণেই প্রমাণিত হইবে :—

ন হি বেৱেন বেৱানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,

অবেৱেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো। পালি

বিশ

ন হি বৈরেন বৈরানি শাম্যন্তীহ কদাচন,
অবৈরেন চ শাম্যন্তি এ ধর্মঃ সনাতনঃ । সংস্কৃত
“বৈরিতা বৈরিতা শাস্ত নাহি করে কদাচন ;
অবৈরিতা শাস্ত করে” ; এই ধর্ম সনাতন ।

বীরেন্দ্রলাল মুংসুদ্দি কৃত পদ্মানুবাদ

ধর্মপদ ও গীতা

“আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যেরূপ সমাদর করি বৌদ্ধগণ
ধর্মপদ গ্রন্থের তদ্রূপ সমাদর করিয়া থাকেন ।”

—ডক্টর সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ (ধর্মপদ ভূমিকা)

ধর্মপদ বৌদ্ধগ্রন্থ না হলে এদেশে তা গীতার চেয়ে কম আদর
পেত বলে মনে হয় না ।”

—ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ৬৬

‘বৌদ্ধধর্মে ধর্মপদ যে স্থান অধিকার করিয়াছে, হিন্দুধর্মে গীতাও
সেই স্থান পাইয়াছে । ধর্মপদ যেমন প্রত্যেক বৌদ্ধগৃহে পঠিত
হয়, গীতাও তদ্রূপ বহু হিন্দুগৃহে পঠিত হয় । ইহাদের মধ্যে
ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ।.....গীতার ব্রহ্মনির্বাণের অর্থ ব্রাহ্মী-
স্থিতি, বৌদ্ধ নির্বাণের মত শূন্য নহে, সূতরাং বৌদ্ধগণই যে

একুশ

গীতা হইতে ‘নিৰ্বাণ’ শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন, এই মতই অধিকতর সমীচীন মনে হয়।……‘যোগক্ষেম’ শব্দটি প্রাচীন। সম্ভবতঃ উপনিষদ ও গীতা হইতে উহা ধম্মপদে গৃহীত।”

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত গীতা ভূমিকা।

বুদ্ধই সর্বপ্রথম নিৰ্বাণ শব্দ মুক্তি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তৎপূর্বে ইহা দীপ-নিৰ্বাণে ব্যবহৃত হইত—মুক্তি অর্থে নহে। আৰ্যমুক্তির সহিত ইহা ভাব সামঞ্জস্যহীন। দীপনিৰ্বাণ দীপস্থিতি নহে, তৈল, সলিতা প্রভৃতি কারণদ্রব্যের সমবায়ে যে দীপশিখা উৎপন্ন হইয়া বিद्यমান থাকিত, ইন্ধন বা কারণের অভাবে সেই ক্ষুদ্রাশির অহুৎপত্তিই দীপনিৰ্বাণ। স্মৃতিরাং অহুৎপাদের স্থিতি অবাস্তব কল্পনা। জীব-নিৰ্বাণ সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। কার্য-কারণের যে বিচ্ছিন্ন প্রবাহ জীবরূপে চলিয়াছে, অবিद्या, তৃষ্ণা, কর্ম প্রভৃতি কারণের নিরোধে কার্যরূপ জীবন-প্রবাহের অহুৎপত্তিই জীব-নিৰ্বাণ, জীবস্থিতি নহে। নিৰ্বাণের নামান্তর ‘অহুৎপাদ নিরোধ’। বৌদ্ধ মুক্তির সহিত নিৰ্বাণের ভাবসাম্য বিद्यমান। যাহা আৰ্যমুক্তির ছোটক নহে। ধম্মপদের জনপ্রিয় ও মুক্তিবাচক নিৰ্বাণ শব্দ পরবর্তী কালে

বাইশ

সঙ্গতিহীন হইলেও গীতাকার ব্রহ্মনির্বাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

যোগক্ষেম শব্দ ধম্মপদের ভ্রায় গীতায়ও পরিদৃষ্ট হয়—
“যাহারা অল্প চিন্তা না করিয়া আমাকে উপাসনা করেন সেই সকল
নিত্য যোগযুক্তগণের যোগ ও ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও
প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) আমি বহন করি।’ গীতা, ৯।২২

“যাহারা নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী ও সতত (শমথ-বিদর্শন)
ধ্যানপরায়ণ; সেই সকল সুধীরাই অমৃতের যোগক্ষেম (যোগমুক্তি)
নির্বাণ অধিগত হন।” ধম্মপদ, ২।৩

উভয় গ্রন্থে নিজস্ব নীতি ও আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে। গীতা
বলে উপাসকের যোগক্ষেম শ্রীকৃষ্ণই বহন করেন, পরতন্ত্রতা ও
মুখাপেক্ষিতা ইহার আদর্শ। কিন্তু ধম্মপদ ঘোষণা করে অধ্যবসায়
ও সাধনা প্রভাবে সাধক নিজেই নিজের মুক্তি অর্জন করেন।
আত্মনিষ্ঠা ও পুরুষকার ইহার আদর্শ। অপরে অধ্যয়ন করিয়া
নিজের জ্ঞান আহরণ যেমন অসম্ভব, একের মুক্তিও সেইরূপ
অপরে আহরণ করিতে পারে না। ‘পচ্ছত্তং বেদিতকো
বিঞ্ঞাহি’ মুক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞগণের স্বয়ং উপলব্ধির বিষয়। যোগক্ষেম

তেইশ

শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও উভয় গ্রন্থ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমুখী। এ সকল আলোচনায় প্রমাণিত হয় ধম্মপদের যোগক্ষেম মৌলিক।

উক্ত লরিনসারের মতে গীতা বুদ্ধের জন্মের অনেক পরে এমন কি বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবেরও অনেক পরে রচিত। সুতরাং উভয় গ্রন্থের মধ্যে কে উত্তমর্ণ তাহা সহজে অসম্ভব।

গীতা ও ভাগবতে অবতার-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। লৌকিক অবতারবাদে বৈদিক ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্বের বিরোধ রহিয়াছে। যেখানে যে ছিল না সেখানে তার আগমন—উপর হইতে নীচে আগমন—সাকার কিংবা নিরাকারই হউন সর্বব্যাপির পক্ষে অবতরণের স্থান ও প্রয়োজন নাই। আচার্য শঙ্করের মতে ‘গীতাশাস্ত্র বেদার্থসার সংগ্রহ’। সুতরাং উহা বেদানুকূল হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার তাই গীতা ভগবদুক্তিরূপে বর্ণিত, এই বিশ্বাস বেদবিরুদ্ধ।’

‘গীতা পদ্মনাভ নামক ঋষির রচিত। পদ্মনাভের যৌগিক অর্থ বিষ্ণু বটে, কিন্তু গীতা বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত নহে।’ (ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন)

মহাভারতের ১৬শ অধ্যায়ে, অমুগীতাতে উল্লেখ আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গীতার উপদেশ বিস্মৃত হওয়ায় অর্জুন যখন

চব্বিশ

পুনরায় শুনিতে চাহেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, “যোগস্থ হইয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম এখন তাহা মনে হইবে কেন?” যাহা শ্রোতা বিস্মৃত, বক্তা পুনর্বার বলিতে অসমর্থ; তাহাই সঙ্ঘ অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিলেন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট! তবে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া এই সকল তত্ত্বের উদ্ভব হইল কেন? পুরাতন ত্রিপিটক ও বাইবেলে দেখা যায় উপদেশটা কিছু বলিতে যাইয়া আরম্ভ করেন “এতদ্বোচ ভগবা”—Thus said the Lord অর্থাৎ ভগবান এরূপ বলিয়াছেন। ইহা উপদেশ দিবার তদানীন্তন একটা প্রণালী; সম্ভবতঃ গীতায়ও তাহা অনুসৃত হইয়াছে।

গীতা ও ভাগবত উভয়ের অবতারবাদ পরস্পর সঙ্গতিহীন। “সম্ভবামি যুগে যুগে” (গীতা ৪।৮) অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত এক ঈশ্বরই যুগে যুগে অবতরণ করেন। আর ভাগবতের “অবতারাঃ হসংখ্যেয়াঃ” অবতারেরা অসংখ্য।

বহুমন্ত্রেয় অবতারতত্ত্বে, অবতার পূর্ণব্রহ্ম বা ঈশ্বর নহেন; সর্বাঙ্গহীন মানুষ। সুতরাং মানুষের জায় অবতারও অসংখ্য।

‘ভাগবতের সার কথা কৃষ্ণতত্ত্ব। স্বর্গীয় নীলমণি গোস্বামীর আধ্যাত্মিক ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অন্ততঃ ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র কলঙ্কমুক্ত নহে।’

পঁচিশ

রাসলীলা শ্রবণ করিয়া সন্দেহান্দোলিত পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন,—যিনি ধর্মের স্থাপিয়তা—

‘স কথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা,

প্রতীপমাচরষক্ষণ, পরদারাভিমর্ষণম্ ? ভাগবত, ১০।৩৩.২১

তিনি ধর্মের কর্তা, বক্তা ও রক্ষিতা হইয়াও পরদারাভিমর্ষণরূপ
াহিত কর্ম করিলেন কেন ? শুকদেব দুই যুক্তিধারা এই কার্ষ
সমর্থন করিলেন, (১) তেজীয়ায় ব্যক্তিদের কোন অপকর্মে দোষ
হয় না, ‘তেজীয়াসাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভুজোঃ যথা’ ১০।৩৩।৩০ ;
(২) তিনিই তো গোপীগণের স্বামীদিগের অন্তর্যামী পুরুষ, ক্রীড়ার
জন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়াছেন বৈ’ত নয় তবে আর
কি দোষ হইল ?’

গীতা এই যুক্তি সমর্থন করে না। প্রধান ব্যক্তির যে যে
আচরণ করেন অন্য লোকে তাহাই অনুকরণ করে।

‘যদ্যচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।’ (গীতা ৩।২১)

যিনি ধর্মসংস্থাপক ও ধর্মজগতের আদর্শ, জনসাধারণ তাঁহার
অনুসরণ করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। এই সকল কৈফিয়ৎ
জায়ালায়ে নিরপরাধ প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত কি না সুধীগণের
বিবেচ্য।

ছাব্বিশ

“অতএব অবতারবাদ সমর্থন করা নিতান্তই অজ্ঞান-কল্পনা মাত্র। তাহা মানবসমাজকে বিনাশের পথে লইয়া যায়।”

(ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন)

বাসুদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ জাতকেও উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—

“যং যং কামী কাময়তি অপি চণ্ডালিকামপি,
সন্বেহি সদিসো হোতি নথি কামে অসদিসো ।
অথি জংবাবতী নাগ মাতা দিবিস্স রাজ্জিনো,
সা ভরিয়া বাসুদেবস্স কণ্হস্স মহিষী পিয়া ।”

(জাতক ষষ্ঠ খণ্ড, ৪২১, ফসবোল সংস্করণ)

কামী গান্ধুষ যেই যেই জীর কামনা করে—চণ্ডালিকা হইলেও সে তাহার প্রতি মুগ্ধ হয়। কামভোগে উচ্চ-নীচ ভেদ নাই, সকলেই সমান। শিবি রাজার মাতার নাম জংবাবতী, তিনি ছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণের প্রিয়া ভাৰ্গা ও অগ্রমহিষী।

টীকাকার বলেন, ‘একদিন মহারাজ কৃষ্ণ স্বীয় উদ্ভানের পথে এক সুন্দরী তন্বী, অবিবাহিতা চণ্ডালতরুণীকে দেখিতে পান, তাহাকে তিনি পাটরাণী করিয়া লন। তখন কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন না, আয়পরায়ণ রাজা ছিলেন, জাতিভেদ মানিতেন না।

সাতাশ

তৎপরে ‘নিদ্দেশে’ বাসুদেব ও তৎপন্থী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। পাণিনির—‘বাসুদেবাজুর্নভ্যাং বুন’ ৪।৩।২৮ সূত্রে ঐ সম্প্রদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। উহারা বিশেষ চিহ্নধারণ করিয়া বাসুদেবের মূর্তিসহ দ্বারে দ্বারে ঘুরিত এবং উদরনির্বাহ করিত। মহারাষ্ট্রের পুনাতি জিলায় বাসুদেবা নামক লোক-দিগকে দেখিলে ঐ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয়। উহারা মাথায় ময়ূর পাখার উঁচু টুপি এবং দেহে লম্বা চোগান পরে আর প্রাতঃকালে বাসুদেবের নামে ভিক্ষা করে।

বাসুদেব ছিলেন গুপ্তরাজাদের কুলদেবতা। শকদের পতনের পর যেমন মহাদেব লিঙ্গরূপে রূপান্তরিত হন, তেমনি গুপ্তদের অবনতির সময়ে বাসুদেব হইলেন ব্যভিচারী গোপাল। রাজাদের বিলাসিতা যত বাড়িয়াছে বাসুদেবও তত বিলাসী হইয়াছেন।’ (ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর অহিংসা)।

ক্ষেত্রবিশেষে রক্তমাংসের মানুষ বুদ্ধিবলে আপনাকে ভগবানের অবতার, অংশ, কিংবা সম্পর্কিত করিয়া স্বীয় দুর্বলতা আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও অন্ধ ভক্তের হাতে পড়িয়া তথাকথিত ভগবানের শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধর্মপদ অবতারবাদ মানে না।

আঠাশ

ডক্টর অটো সাহেবের মতে গীতার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধবিষয়ক আখ্যায়িকা-অংশই মহাভারতের প্রকৃত অংশ। উহার শ্লোক সংখ্যা ১২৮ এর অনধিক। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশগুলি পৃথক পৃথক গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপে প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যেই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সুতরাং এইগুলি প্রসিদ্ধ।

গার্বে ও হপকিন্স-এর মতে অনেক লেখক বিভিন্ন শতাব্দীতে গীতায় স্ব স্ব রচনা সংযোগ করিয়াছেন। বার্ণেটের ধারণা যে গীতাকারের যত্নে বিভিন্ন ধর্মমতের সুসামঞ্জস্য হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে গীতার পাণ্ডুলিপিতে শ্লোকসংখ্যার বৈষম্য এই সকল উক্তি সমর্থন করে। ৭০টি মাত্র শ্লোকের গীতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাথিয়াবার গুপ্তাল স্টেটে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দের হস্তলিখিত যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে প্রচলিত গীতা হইতে ২১টি অতিরিক্ত শ্লোক ও ২৫০টি পাঠান্তর দেখা যায়। মাদ্রাজের ধর্মমণ্ডলের মুদ্রিত গীতায় প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক বাদ দিয়া মহাভারতের উদ্যোগ, অনুশাসন ও শান্তি পর্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যথেষ্টভাবে গ্রহণপূর্বক ৭৪৫ শ্লোকসংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। একাদশ শতকে বিখ্যাত

উনত্রিশ

মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বেকরী স্বীয় গ্রন্থে গীতার যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রচলিত গীতায় তাহা নাই। সম্রাট আকবরের সময়ে গীতার যে ফার্সী অনুবাদ হয় উহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪০। বর্তমানে অনেক পণ্ডিত ৭৪৫ সংখ্যাই সমর্থন করেন। শঙ্করাচার্যের সময় পর্যন্ত ইহাতে শ্লোক ছিল ৭০০।

ধর্মপদ মোট ৪২৩টি গাথায় সম্পূর্ণ। এবং এই গাথাগুলি এক এক ঘটনা বা কাহিনীর সহিত সংযুক্ত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঘটনা সম্পর্কে একাধিক গাথাও উক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য মোট একোনত্রিশত (২৯৯টি) কাহিনী পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় ৪৫৫-৫২৮ পর্যন্ত গুপ্তযুগ। ঐ সময় ভারতকাব্য মহাভারতে পরিণতি লাভ করে। উহার অনেক স্থানে হুণদের উল্লেখ আছে। স্কন্দগুপ্ত হুণদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউএনচাঙ'এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হুণদের আক্রমণ ও ধ্বংসাবশেষের সন্ধান দেয়। এই সময় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গুপ্তরাজ বালাদিত্যের সময় (৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) যুদ্ধের প্ররোচনা দানের নিমিত্ত গীতার প্রথমাংশ রচিত ও মহাভারতে সংযুক্ত হয়। (ভাঃ সঃ অঃ ১২৭) সহস্র বৎসরের

ত্রিশ

প্রচলিত বৌদ্ধসভ্যতার প্রতিক্রিয়ারূপেই গীতার সৃষ্টি। একক কোন মতের পক্ষে হয়ত টিকিয়া থাকা তখন সম্ভব ছিল না সেই কারণে সাংখ্য, যোগ, বেদ, উপনিষদ, সঙ্গণ, নিগূর্ণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও গ্রন্থের শ্লোকাবলী একত্র সংগৃহীত হয়।

পণ্ডিতেরা বলেন গীতার ‘এবং প্রবর্তিতং চক্রম্’ ৩।১৬ বৌদ্ধ ধর্ম-চক্রের প্রভাব সূচনা করে। ‘গীতাসুপনিষৎসু’ উক্তি দ্বারা ইহা প্রতি-স্মৃতির সঙ্গে রচিত বলিয়া যদি কেহ প্রাচীনত্বের দাবী করে, তাহা যুক্তিসহ নহে। সম্রাট আকবরের সময়ে রচিত দশ সূত্র সমন্বিত ‘আল্লোপনিষদ’ নামের দ্রুণ প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে না। বস্তুতঃ শুধু প্রাচীনত্বের দ্বারা কোন গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় না।

ধর্মপদের ১২।৪ গাথার সহিত গীতার ৫।৬ শ্লোকের সামঞ্জস্য দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, ‘ইহা ধর্মপদ বাণীরই বিস্তার মাত্র। আত্মশরণ গীতার মূলনীতি নহে। কারণ, প্রথমতঃ আত্মশরণ নীতি ও ভক্তি পরম্পরের অনুকূল বা পরিপূরক নয় এবং গীতাধর্ম যে আসলে ভক্তির ধর্ম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণকথিত ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’। (গীতা ১৮।৬৬) বুদ্ধ কথিত ‘অন্তদীপা অন্তসরণা

একত্রিশ

অনঞ-এ-সরণা বিহরথ । (পরিনিব্বান সূত্র) এই দুই নীতি যে সম্পূর্ণরূপেই পরস্পর-বিরোধী একথা বলারও অপেক্ষা রাখে না । পক্ষান্তরে আত্মশরণ ও উত্থান যে বৌদ্ধধর্মের অগ্রতম প্রধান নীতি তাতে সন্দেহ নাই ! (ধম্মপদ পরিচয় ২৭ পৃঃ) স্ববিরোধী হইলেও গীতায় এই নীতি সর্গোরবে বিরাজমান ।

ধম্মপদের ৭৮ গাথায় ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত থেরের নিকট পুরুষোত্তম আদর্শ-বর্ণিত হইয়াছে । ৬৩ গাথায় ছন্ন থেরকে তথাবিধ পুরুষোত্তম ভজনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । গীতার ১৫শ অধ্যায়েও পুরুষোত্তম যোগ এবং ১৫।১৮, ১৯ শ্লোকে পুরুষোত্তম-আদর্শ ও ভজনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে । উত্তর-কালে উহাই গীতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ।

ধম্মপদ ২০।৪ গাথার স্মরণীয় রূপে গীতাব ১৮।৬৬ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে ধম্মপদ আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়াছে । গীতার শিক্ষা বিপরীত । বুদ্ধগণ ভববন্ধন হইতে মুক্তির স্থায় আবিষ্কৃত পথ শিক্ষা দেন মাত্র । মুক্তিকামীকেই তজ্জগৎ উত্তম করিতে হয় । আপন মুক্তি আপনার হাতে, কাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষায় কিংবা মধ্যস্থতায় প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নহে । ইহা কত বড় আত্মনির্ভরতা ও আশ্বাসের বাণী ।

বত্রিশ

যোগক্ষেম বহনের জায় সর্বপাপমুক্তির আশ্বাসও অনর্থক। যদি শরণাগত ভক্তের পাপমুক্তি ভগবানের দ্বারা সম্ভব হইত তবে ‘অশ্বখামা হত ইতি গজঃ’ এই মিথ্যার দরুন ভক্ত যুধিষ্ঠিরকে নরক-দর্শন করিতে হইত না। বস্তুতঃ পাপের পরিণাম ও পুণ্যের পুরস্কার, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, বন্ধন ও মুক্তি ধর্মপদের ১২।৫,৯ গাথানুসারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। একে অপরকে শুদ্ধ বা মুক্ত করিতে পারে না।

গীতা কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রেরণা দানের নিমিত্ত কেবল অর্জুনকেই বলা হইয়াছে। ধর্মপদ প্রশান্ত হৃদয়ে জীব-কল্যাণ প্রেরণায় বহুজনকে উপদিষ্ট। যুদ্ধ ধ্বংসের পথ, যুদ্ধ দ্বারা প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রোহিনী নদীর জলের জন্ত শাক্য ও কোলিয়ার সংগ্রাম ও কাশী রাজ্যের জন্ত মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত কোশলরাজ প্রসেনজিতের অহুতাপ প্রশমনের জন্ত ধর্মপদের ১৫।১, ২, ৩ ও ৫ গাথা বর্ণিত। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই ধর্মপদের সনাতন নীতি।

ধর্মপদের প্রভাব

ধর্মপদ বিশ্ব-সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছে, তেমনি ভারতের অনেক ধর্মমত ও সাহিত্য ইহা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে।

তেত্রিশ

ইহার অপ্রমাদ নীতি মহাভারতে ও গ্রী: পূ: প্রথম শতকের খোদিত বেশনগরের গরুড়স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ ভাগবত সম্প্রদায়ের মূলনীতি। এই অসুমান সর্বৈব সত্য নহে। ইহারা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি। ঐতিহাসিকদের বিচারেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত। ডক্টর বদুয়া বলেন—

“অপ্রমাদই হল ভগবান বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি বা মূলনীতি। তাঁর মতে এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে।”

—Asoka and his Inscriptions. pp. 27. 250.

ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন—

“প্রত্যেকের নির্বাণ লাভের জন্য উত্তম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষবাণী।”

—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯৩৪) পৃ: ৪৯

পণ্ডিতেরা বলেন “স্বাধিকার বা স্বকর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই অপ্রমাদ।” অপ্রমত্ততার জন্য সদাজাগ্রত উত্থান ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকারের প্রয়োজন। তাই ধর্মপদে অপ্রমাদের সঙ্গে এই দুই নীতির প্রতিও জোর দেওয়া হইয়াছে। আত্মনিষ্ঠা ব্যতীত.

চৌত্রিশ

উখান ও অপ্রমাদ সম্ভব নহে। ভাগবতেরা কিন্তু ভগবন্নিষ্ঠ—
আত্মনিষ্ঠ নহেন। ঐ নীতির সহিত অপ্রমাদ সামঞ্জস্যহীন।
মহাভারতের ভাগবত নীতি :—

“জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃতির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃতিঃ,
ত্বয়া হ্রষীকেশ, হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।”

ধর্ম জানি তাতে আমার প্রবৃতি নাই, অধর্ম জানি তাতেও
আমার নিবৃতি নাই, হে হ্রষীকেশ ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যাহাতে
নিযুক্ত কর, আমি তাহাই করি।

এই নীতিতে স্বাধিকার বা পুরুষকারের প্রকৃত মূল্য কতটুকু
তাহা জ্ঞানীদের বিবেচ্য। অথচ ঐ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ
গীতায় অপ্রমাদের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

ধর্মপদের অপ্রমাদ নীতিই সম্রাট অশোককে বৌদ্ধ ধর্মের
প্রতি অনুরাগিত করে, সারা জীবন তিনি এই নীতির অনুসরণ
ও প্রচার করায় তখন ইহা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং
এই নীতি অপর সম্প্রদায় গ্রহণ করিবেন, ইহাও অযৌক্তিক
নহে।

ধর্মপদের গাথার সহিত মহাভারত, মনুসংহিতা, হিতোপদেশ
পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য যথাস্থানে উল্লিখিত

পঁয়ত্রিশ

হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডক্টর ৮সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ বলেন—
হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত বচনসমূহের ঐক্যের কারণ নির্দেশ
করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—পালি ভাষার
বচনগুলিই মূল, সংস্কৃতে ঐ সকল বচন কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত
হইয়াছে, অথবা উহাদের অনুকরণে সংস্কৃতে অনেক শ্লোক প্রস্তুত
হইয়াছে।” (ধম্মপদ ভূমিকা ৮০)

অধ্যাপক ভাগবত মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদসহ ধম্মপদের
পকেট সংস্করণ দেখিয়াই বাংলা ভাষায় এইরূপ সংস্করণের
প্রয়োজন অনুভব করি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত
হয়। কয়েকবার মুদ্রণের প্রয়াস করিয়াও তুল প্রমাদ পরিলক্ষিত
হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। ইতিমধ্যে ধম্মপদের
কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। কিন্তু এ সংস্করণের অভাব পূর্ণ হয়
নাই। আমাদের দুর্বলতার বিষয় অবগত হইয়া অধ্যাপক সেন
মহাশয় বলেন—“সর্বাঙ্গ সুন্দর করিবার নিমিত্ত পনের বৎসর
অপেক্ষা করার চেয়ে বার আনা সুন্দরেই তখন ইহা বাহির হওয়া
উচিত ছিল, এ ভাবে রাখিলে হয়ত আর বাহির হইবে না।”
সত্যই ইতিমধ্যে জীবনের যে বিপর্যয় গিয়াছে হয়ত মুদ্রণের
সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হইত; তাঁহার পরামর্শ, উৎসাহ ও প্ররোচ

ছত্রিশ

দর্শনে সক্রিয় সাহায্যই ইহার মুদ্রণ সম্ভব হইল। অমুগ্রহপূর্বক ভূমিকা লিখিয়া তিনি ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন; তজ্জন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মাস্কুর সভার সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ কুম্ভম বড়ুয়া বি, এ, ও আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শান্ত-রক্ষিত স্ববির ইহার মুদ্রণের উপযোগী প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছে। জগজ্জ্যোতির প্রচার-সচিব শ্রীমান জ্ঞানানন্দ ভিক্ষুর সহায়তা মুদ্রণ কার্য ত্বরান্বিত করিয়াছে, তজ্জন্ত তাদের প্রতি ধন্যবাদ। ধর্মপদের অমুবাদে যাহারা অগ্রণী তাঁহাদের ঋণ অনস্বীকার্য।

ধর্মপদ মানব মাত্রেয়ই নিত্য পাঠ্য। বৌদ্ধ উপাসকগণ প্রাতে সন্ধ্যায় ইহার কয়েক বর্গ অধ্যয়ন না করিয়া অমল্লজল গ্রহণ করেন না। সাধারণের ব্যবহার-সৌকর্য্যে ইহা অনূদিত হইল। ইহা কোন মৌলিকত্বের দাবী রাখে না। কেবল ক্ষুদ্র কলেবরে ধর্মপ্রাণ নরনারীর নিকট স্থান পাইবার প্রত্যাশা করে।

১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
১৪।৪।৫৪

ধর্মসাধার মহাস্থবির
উপাধ্যায়
নালন্দা বিজ্ঞানভবন

নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ম ।

সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার ।

১ সমকবঙ্গো

- ১ মনোপুৰ্ব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পছট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্খমস্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং ।১

মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত । যদি কেহ দোষযুক্ত মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে শকটবাহীর [বলদের] পদাঙ্গুগামী চক্রের দ্বারা দুঃখ তাহার অনুসরণ করে ।

- ২ মনোপুৰ্ব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসল্লেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমস্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী ।২

মন ধর্মসমূহের অগ্রণী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনের

দ্বারা গঠিত। যদি কেহ প্রসন্ন মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে অবিচ্ছিন্না ছায়ার গায় স্তম্ভ তাহার অমুগামী হয়।

৭ ‘অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে’,
যে চ তং উপনয়হন্তি, বেরং তেসং ন সম্মতি ৷৩

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল কিংবা আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল,—যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে তাহাদের শত্রুতার উপশম হয় না।

৪ ‘অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে’,
যে চ তং ন উপনয়হন্তি, বেরং তেসূপসম্মতি ৷৪

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল, আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল,—যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে না তাহাদের শত্রুতার উপশম হয়।

৫ নহি বেরেন বেরানি সম্মত্তী’ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ৷৫

জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয় ; ইহাই সনাতন ধর্ম।

৬ পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,
যে চ তথ বিজানন্তি, ততো সন্মন্তি মেধগা ।৬

আমরা এখানে [কলহে] নষ্ট হইতেছি অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ মৃত্যুর
দিকে যাইতেছি, [কলহপ্রিয়] লোকেরা ইহা বুঝে না ; যাহারা
ইহা উপলব্ধি করে তাহাদের কলহ প্রশমিত হয় ।

৭ সুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং,
ভোজনম্‌হি চ অমত্তঞ্ঞং কুসীতং হীনবীরিয়ং,
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্ষং'ব দুব্বলং ।৭

যে [দেহের বাহু] শোভাদর্শী, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত,
ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন, আলস্যপরায়ণ ও হীনবীর্য, বায়ুবিধ্বস্ত
দুর্বল বৃক্ষের তায় মার [রিপুগণ] তাহাকেই অভিভূত করে ।

৮ অসুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিয়েসু স্‌সংবৃতং,
ভোজনম্‌হি চ মত্তঞ্ঞং, সদ্ধং, আরদ্ধবীরিয়ং,
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং'ব পব্বতং ।৮

যিনি [বাহু] শোভা দর্শনে বিরত [অন্তর্ভ ভাবনায় রত]
ইন্দ্রিয়সমূহে, সংযত, ভোজনে মাত্রা রাখেন, শ্রদ্ধাবান্ ও

আরকুবীর্ধ, বায়ুতে অবিচলিত শিলাময় পর্বতের স্থায় মার তাঁহাকে
কখনও অভিভূত করিতে পারে না ।

৯ অনিক্কসাবো কাসাং যো বখং পরিদহেস্‌সতি,
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি ।৯

যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে,
অথচ সত্য ও দমগুণ-বিহীন, সে প্রকৃতপক্ষে গৈরিক বস্ত্রের
অনুপযুক্ত ।

১০ যো চ বস্ত্তকসাবস্‌স সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন, স বে কাসাবমরহতি ।১০

যিনি কলুষযুক্ত, শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যপরায়ণ,
তিনিই গৈরিক বস্ত্র ধারণের যোগ্য ।

১১ অসারে সারমতিনো, সারে চাসারদস্‌সিনো,
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি, মিচ্ছাসংকপ্পগোচরা ।১১

যাহারা অসারকে সার এবং সারবস্ত্তকে অসার মনে করে,
সেই মিথ্যাকল্পনাবিলাসীরা প্রকৃত সারবস্ত্ত লাভ করিতে
পারে না ।

১২ সারঞ্চ সারতো ঐহা, অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি, সম্মাসংকপ্পগোচরা ।১২

যাঁহারা সারবস্তুকে সার এবং অসারবস্তুকে অসাররূপে
জানেন, সেই সম্যকসংকল্পগোচর ব্যক্তির প্রকৃত সারবস্তু লাভ
করিতে সমর্থ হন ।

১৩ যথা'গারং দুচ্ছন্নং, বুট্ঠি সমতিবিজ্জ্বতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্জ্বতি ।১৩

দুঃখাচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে, তেমনি সাধনা-
বিহীন চিত্তে কামরাগ প্রবেশ করে ।

১৪ যথা'গারং সুচ্ছন্নং, বুট্ঠি ন সমতিবিজ্জ্বতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্জ্বতি ।১৪

সু-আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে না, তেমনি
সাধনাপূত চিত্তে বিষয়বাসনা প্রবেশ করে না ।

১৫ ইধ সোচতি, পেচ্চ সোচতি,
পাপকারী উভয়থ সোচতি ;

সো সোচতি, সো বিহঞ্ঞতি,

দিস্বা কস্মকিলিট্ঠমত্তনো ।১৫

পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অল্পশোচনা করে, সে স্বীয় মন্দ কর্ম দেখিয়া অল্পতপ্ত ও মর্মাহত হয় ।

১৬ ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি,

কতপুঞ্ঞো উভয়থ মোদতি ;

সো মোদতি, সো পমোদতি

দিস্বা কস্মবিসুদ্ধিমত্তনো ।১৬

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয়লোকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন । স্বীয় কর্মশুদ্ধি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন ।

১৭ ইধ তপ্পতি, পেচ্চ তপ্পতি,

পাপকারী উভয়থ তপ্পতি,

পাপং মে কতং'তি তপ্পতি,

ভিয়ো তপ্পতি ছুগ্গতিং গতো ।১৭

পাপী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই মনস্তাপ ভোগ

করে। আমার দ্বারা পাপকর্ম করা হইয়াছে, এই ভাবিয়া সে
অমৃতপ্ত হয় এবং দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর সন্তপ্ত হয়।

১৮ ইধ নন্দতি, পেচ্চ নন্দতি,

কতপুঞ্ঞো উভয়থ নন্দতি ;

পুঞ্ঞং মে কতন্তি নন্দতি,

ভিয়ো নন্দতি সুগ্গতিং গতো। ১৮

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই আনন্দিত
হন। আমার দ্বারা পুণ্য করা হইয়াছে, ইহা স্বরণ করিয়া তিনি
আনন্দিত হন এবং সুগতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ
করেন।

১৯ বহুংপি চে সহিতং ভাসমানো

ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো,

গোপো'ব গাবো গণয়ং পরেসং

ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি। ১৯

রাখুল যেমন পরের গাভী গণনা করিয়াই গোরসের
অধিকারী হয় না, সেইরূপ যে প্রমত্ত ব্যক্তি বহু সাহিত্য

(ধর্মগ্রন্থ) আবৃত্তি করে অথচ স্বয়ং তদনুরূপ আচরণ করে না
সেও তেমনি শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না।

২০ অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসমানো

ধম্মসু হোতি অনুধম্মচারী,

রাগং চ দোসং চ পহায মোহং,

সম্মপ্পজানো সুবিমুক্তচিত্তো

অনুপাদিয়ানো ইধ বা ছরং বা,

স ভাগবা সামঞ্ঞসু হোতি।২০

যিনি অল্পমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াও ধর্মানুরূপ জীবন গঠন করেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিহারপূর্বক প্রজ্ঞাবান্ ও বিমুক্তচিত্ত হইয়া ঐহিক বা পারত্রিক কিছুতেই আকৃষ্ট হন না, তিনিই প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী।

তুলনীয় :—

স্বল্পমপ্যশু ধর্মশু জায়তে মহতো ভয়াং । গীতা ২।৪০

এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে জাগ করে।

২ অপ্পমাদবগ্গো

১ অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীয়ত্তি, যে পমত্তা যথামতা ।২১

অপ্রমাদ অমৃত, লাভের উপায়, প্রমাদ মৃত্যুর পথ, অপ্রমত্ত
ব্যক্তির অমর আর যাহারা প্রমত্ত তাহারা মৃতসদৃশ ।

তুলনীয় :—

১ প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি

তথাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি । মহাভারত, উদ্যোগ ৪১।৪

২ অপ্পমাদো খো একো ধম্মো । কোসল-সংযুত ২।৭৮
অপ্রমাদই একমাত্র ধর্ম ।

৩ অপ্পমাদেন সম্পাদেথ ।—মহাপরিনিব্বানসুত্ত ।

অপ্রমাদের দ্বারা (স্বকর্তব্য) সম্পাদন কর ।

৪ খুদকা চ মহাৎপা চ ইমং পকমেয়্যু ।

—ক্ষুদ্র গিরিলিপি অশোকামুশাসন,

ক্ষুদ্র-মহৎ সকলেই পরাক্রম (অপ্রমাদ) সহকারে কাজ
করুক ।

২ এতং বিসেসতো ঐহা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা,
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা ।২২

অপ্রমত্ততার এই বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতগণ আর্যদের
আচরিত ধর্মে রত থাকেন এবং অপ্রমাদে প্রমোদিত হন ।

৩ তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্লহপরাঙ্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্ষেমং অনুত্তরং ।২৩

যাহারা ধ্যানপরায়ণ, সতত উদ্যোগী ও নিত্য দৃঢ়পরাক্রমশালী,
সেই ধীর ব্যক্তিগণ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন ।

তুলনীয় :—

অনন্তাশ্চিস্তয়ন্তো মাং জনাঃ পর্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাবিস্কৃতানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

—গীতা ৯।২২

যাহারা অনন্তচিস্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করেন, সেই
নিত্যাবিস্কৃতদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি ।

৪ উট্ঠানবতো সতিমতো সূচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো,
সঞ্জতস্স চ ধম্মজীবিনো

অপ্পমত্তস্স যসো'ভিবড্ঢতি ।২৪

যিনি উত্তমশীল, স্মৃতিমান্, পবিত্রকৰ্মা ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য সম্পাদন করেন এবং যিনি সংযত ও ধর্মতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তির যশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৫ উট্ঠানেন'প্পমাদেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ

দীপং কয়িরাত্থ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি । ২৫

উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা মেধাবী নিজের জ্ঞান এমন দীপ বা প্রতিষ্ঠা গঠন করিতে সমর্থ হন, যাহাকে সংসারশ্রোত বিধ্বস্ত করিতে পারে না।

তুলনীয় :—

তিনি অমৃতপদানি স্নুঅমুঠিতানি

নয়ংতি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ ।

—বেসনগর গরুড়স্তম্ভলিপি [খৃ-পূ ১ম শতাব্দী]

দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃতপদ স্নুঅমুঠিত হইলে স্বর্গ লাভ হয়।

৬ পমাদমল্পুয়ুজ্জন্তি বালা ছুম্মেধিনো জনা,

অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং'ব রকুখতি । ২৬

অজ্ঞ ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রমাদে অমুরক্ত হয়, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ত্রায় সম্বন্ধে রক্ষা করেন।

৭ মা পমাদমমুযুঞ্জেথ, মা কামরতিসম্বং ;
অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো

পপ্পোতি বিপুলং সুখং ।২৭

কখনও প্রমাদের অনুসরণ করিও না, কাম ও রতি সম্বোগে অমুরক্ত হইও না। যিনি অপ্রমত্তভাবে ধ্যান করেন তিনি পরম সুখের অধিকারী হন।

৮ পমাদং অপ্পমাদেন যদা হুদতি পণ্ডিতো,
পঞ্ঞাপাসাদমারুয্হ অসোকো সোকিনিং পজ্জং,
পব্বতট্টঠো'ব ভুম্মট্টে, ধীরো বালে অবেক্খতি ।২৮

পণ্ডিত লোক অপ্রমাদের দ্বারা যখন প্রমাদকে অপনোদন করেন, তখন পর্বতারুঢ় ব্যক্তি যেমন ভূমিস্থ জনগণকে অবলোকন করেন, তদ্রূপ তিনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া স্বয়ং শোকরহিত হইয়া শোকসন্তপ্ত জনসাধারণকে অবলোকন করেন।

৯ অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো

অবলসসং'ব সীঘসসো হিহা যাতি সুমেধসো । ২৯

প্রমত্তদের মধ্যে যিনি অপ্রমত্ত, নিদ্রিতদের মধ্যে যিনি নিত্যজাগ্রত, দুর্বল অশ্বকে অতিক্রমকারী দ্রুতগামী অশ্বের তায় সেই মেধাবী ব্যক্তি প্রমত্তগণকে অতিক্রম করিয়া (ধর্মপথে) অগ্রসর হন ।

তুলনীয় :—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্তাং জাগর্তি সংযমী ।—গীতা ২।৬৯
যাহা সকলের পক্ষে নিশাকাল অর্থাৎ সুপ্তির সময়, তখনই সংযমী জাগরুক থাকেন ।

১০ অপ্পমাদেন মঘবা দেবানাং সেট্ঠতং গতো,

অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা । ৩০

মঘবা (ইন্দ্র) অপ্রমাদের দ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন । পণ্ডিতেরা অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন ; প্রমাদ সর্বদা নিন্দার্হ ।

১১ অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা

সঞ্ণেজ্জনাং অণুং থুলং ডহং অগ্গী'ব গচ্ছতি । ৩১

যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত তথা প্রমাদে ভয়দর্শী, তিনি
স্থূল-সূক্ষ্ম বন্ধন (সংযোজন) সমূহ অগ্নির ত্রায় দগ্ধ করিতে
করিতে অগ্রসর হন।

১২ অপ্পমাদরতো ভিক্ষু পমাদে ভয়দস্সি বা

অভবেবা পরিহাণায় নিব্বানস্সেব সন্তিকে। ৩২

যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত তথা প্রমাদে ভয়দর্শী,
সাধনমার্গ হইতে তাঁহার পতন অসম্ভব, তিনি নির্বাণের
নিকটবর্তী হইয়াছেন।

৩ চিত্তবগ্গো

১ ফন্দনং চপলং চিত্তং ছরক্খং ছন্নিবারয়ং,

উজ্জুং করোতি মেধাবী উস্সুকারো'ব তেজ্জনং। ৩৩

শরনির্মাতা তীরের ফলাকে যেমন সোজা করে, জ্ঞানী পুরুষ
স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দুরক্ষণীয় ও দুর্নিবার্য চিত্তকে সেইরূপ সরল
করেন।

২ বারিজো'ব থলে থিত্তো ওকমোকত উব্ভতো,
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয়্যং পহাতবে । ৩৪

জলাবাস হইতে উদ্ধৃত এবং স্থলে নিষ্কিপ্ত মৎস্তের ত্রায়
এই চিত্ত ও মাররাজ্য ছাড়িবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয় ।

৩ ত্বন্নিগ্গহস্স লহ্ননো যথকামনিপাতিনো
চিত্তস্স দমথো সাধু চিত্তং দত্তং সুখাবহং । ৩৫

হৃদমণীয়, লঘুগতি, যথেষ্টবিচরণশীল চিত্তের দমন মঙ্গল-
জনক ; দমিত চিত্ত সুখাবহ হয় ।

৪ সুহৃদসং সুনিপুণং যথকামনিপাতিনং,
চিত্তং রক্খেয়্য মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং । ৩৬

বিজ্ঞব্যক্তি অতি দুর্বোধ্য, সুদক্ষ ও যথেষ্টবিচরণশীল
চিত্তকে রক্ষা করিবেন ; সুরক্ষিত চিত্ত সুখাবহ হয় ।

৫ দুরংগমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং,
যে চিত্তং সঞ্‌ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা । ৩৭

দূরগামী, একচর, অশরীর ও হৃদয়গুহাশ্রিত চিত্তকে বাঁহারা
সংযত করেন, তাঁহারা মারবন্ধন হইতে মুক্ত হন ।

৬ অনবট্ঠিতচিত্তসুস সন্ধম্মং অবিজ্ঞানতো

পরিপ্লবপসাদসুস পঞ্ঞা ন পরিপূরতি ।৩৮

যাহার চিত্ত অনবস্থিত, যে ব্যক্তি সন্ধর্মানভিজ্ঞ ও যাহার
প্রসন্নতা বিক্ষুব্ধ, তাহার প্রজ্ঞা কখনও পরিপূর্ণ হয় না ।

৭ অনবসুসুতচিত্তসুস অনব্বাহতচেতসো,

পুঞ্ঞাপাপপহীনসুস নথি জাগরতো ভয়ং ।৩৯

যাহার চিত্ত অনাসক্ত ও অবিচলিত, যিনি পাপ-পুণ্যের
বন্ধন পরিহার করিয়াছেন, সেই জাগ্রত ব্যক্তির পতনভয় আর
থাকে না ।

৮ কুন্তুপমং কায়মিমং বিদিত্বা

নগরুপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা,

যোধেথ মারং পঞ্ঞায়ুধেন

জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিয়া ।৪০

এই দেহকে কুন্তুবৎ (ভঙ্গুর) মনে করিয়া, এই চিত্তকে
নগরের ত্রায় সুরক্ষিত করিয়া প্রজ্ঞাজ্ঞ দ্বারা মারের সহিত

যুদ্ধ কর, এইরূপে বিজিত ধনকে সম্বন্ধে রক্ষা কর ; কিন্তু তৎপ্রতি আসক্তি রাখিও না ।

৯ অচিরং বত'য়ং কায়ো পঠবিং অধিসেস্সতি

ছুদ্বো অপেতবিঞ্‌ঞাণো নিরথং'ব কলিঙ্গরং ।৪১

হায় ! অচিরে এই দেহ বিজ্ঞানহীন হইয়া তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর কাষ্ঠখণ্ডের ত্রায় ধরাশায়ী হইবে ।

১০ দিসো দিসং যং তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং,

মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে ।৪২

বৈরী বৈরীর বা শত্রু শত্রুর যতখানি (অনিষ্ট) করে, মিথ্যায় আকৃষ্ট চিত্ত মানুষের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে ।

১১ ন তং মাতা পিতা কয়িরা অঞ্‌ঞে বাপি চ ঞ্জাতকা,

সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে । ৪৩

মাতাপিতা কিংবা অপর জ্ঞাতিবর্গ যে উপকার মানুষের করিতে পারে না, সত্যনিবিষ্ট চিত্ত তাহার ততোধিক উপকার করে ।

৪ পুপ্ফবগ্গো

১ কো ইমং পঠবিং বিজেস্‌সতি

যমলোকঞ্চ ইমং স্‌দেবকং ?

কো ধম্মপদং স্‌দেসিতং

কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি ? ৪৪

কে দেবলোক ও যমলোক সহ এই পৃথিবী জয় করিবে ?
দক্ষ মালাকারের পুষ্প চয়নের তায় কে স্‌দেশিত ধর্মপদ সঞ্চয়
করিবে ?

২ সেখো পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকঞ্চ ইমং স্‌দেবকং,

সেখো ধম্মপদং স্‌দেসিতং

কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি । ৪৫

শৈক্ষ্য (শিক্ষাব্রতী) দেবলোক সহ এই পৃথিবী ও যমলোক
জয় করিবেন । স্থনিপুণ মালাকারের পুষ্প চয়নের তায় শিক্ষার্থী
স্‌দেশিত ধর্মপদ সঞ্চয় করিবেন ।

৩ ফেগুপমং কায়মিমং বিদিত্বা

মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো,

ছেদান মারস্স পপুষ্পকানি

অদস্সনং মচ্ছু রাজস্স গচ্ছে । ৪৬

যিনি এই শরীরকে ফেনপিণ্ড ও মরীচিকার গ্রায় (অনিত্য ও মিথ্যা বলিয়া) সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন, তিনি মারের ফুলশর (পঞ্চকামে আসক্তি) ছেদন করিয়া মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে গমন করেন ।

৪ পুষ্পকানি হেব পচিনন্তুং ব্যাসত্তমনসং নরং,

সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্ছু আদায় গচ্ছিত । ৪৭

[ভোগের] পুষ্পচয়নে নিরত আসক্তচিত্ত ব্যক্তি—প্রবল স্রোতে প্লাবিত স্তম্ভ গ্রামের গ্রায়—[কামনার অতৃপ্ত অবস্থায় সহসা] মৃত্যুর কবলে পতিত হয় ।

তুলনীয় :—

সঙ্কিঞ্চানকমেবৈনং কামানামবিতৃপ্তকম্ ।

বৃকীবোরণমাসাণ্ড মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩২।২০

বৃকী যেমন মেঘ লইয়া পলায়ন করে, মৃত্যু তেমনই সঞ্চয় নিরত অতৃপ্তকাম ব্যক্তিদিগকে লইয়া প্রস্থান করে ।

৫ পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,

অতিত্তং য়েব কামেশু অন্তকো কুরুতে বসং ।৪৮

[ভোগের] পুষ্পচয়নরত আসক্তমনা ব্যক্তিকে কামনার
অতৃপ্ত অবস্থাতেই মৃত্যু অধিকার করে ।

৬ যথাপি ভমরো পুপ্ফং বগ্গগন্ধং অহেঠয়ং,

পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে ।৪৯

ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণগন্ধ নষ্ট না করিয়া মধু আহরণ
করিয়া যায়, ভিক্ষুও ঐভাবে লোকালয়ে বিচরণ করিবেন ।

৭ ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,

অন্তনো'ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ ।৫০

পরের বিচ্যুতির প্রতি কিংবা পরের কৃত ও অকৃত
কার্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে না ; নিজের কৃত ও অকৃত কার্যাদির
প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ।

৮ যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বগ্গবন্তং অগন্ধকং,

এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো ।৫১

যেমন স্তন্যর বর্ণসম্পন্ন পুষ্প গন্ধবিহীন হইলে নিরর্থক হয়, সেইরূপ স্তম্ভাধিত বাক্য ও কার্যে পরিণত না করিলে নিষ্ফল হয়।

৯ যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বগ্গবন্তং সগন্ধকং,

এবং স্তম্ভাসিতা বাচা সফলা হোতি স্কুব্বতো।৫২

যেমন মনোহর বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প স্বেগন্ধযুক্ত হইলে সার্থক হয়, তদ্রূপ স্তম্ভাধিত বাক্য ও কার্যে পরিণত হইলে সফল হয়।

১০ যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহু,

এবং জাতেন মচেন কন্তব্বং কুসলং বহুং।৫৩

যেমন পুষ্পরাশি হইতে নানাবিধ মালা প্রস্তুত করা যায়, তদ্রূপ যে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারও বহুবিধ সংকর্ষ করা উচিত।

১১ ন পুপ্ফগন্ধো পটিবাতমেতি

ন চন্দনং তগর মল্লিকা বা,

সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতমেতি

সব্বা দিসা সপ্পুরিসো পবাতি।৫৪

পুষ্পগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে প্রবাহিত হয় না ; চন্দন কিংবা
টগর মল্লিকা প্রভৃতির গন্ধও না ; কিন্তু সংলোকের গুণস্বরভি
বায়ুর প্রতিকূলেও গমন করে ; সংপুরুষ সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত
হন ।

১২ চন্দনং তগরং বা'পি উপ্পলং অথ বস্মিকী,

এতেসং গন্ধ জাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো ।৫৫

চন্দন, টগর, উৎপল কিংবা চামেলী প্রভৃতি স্নগন্ধরাশি
অপেক্ষা শীলবান্ ব্যক্তির শীলসৌরভ উৎকৃষ্টতম ।

১৩ অপ্পমত্তো অয়ং গন্ধো যা'য়ং তগরচন্দনী,

যো চ সীলবতং গন্ধো বাতি দেবেসু উত্তমো ।৫৬

টগর কিংবা চন্দনের স্নগন্ধ অল্পমাত্র । চরিত্রবানের উত্তম
গুণসৌরভ দেবতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় ।

১৪ তেসং সম্পন্নসীলানং অপ্পমাদ্বিহারিনং.

সম্মদঞ্‌ঞা বিমুত্তানং মারো মগ্গং ন বিন্দতি ।৫৭

যাঁহাদের শীল পরিপূর্ণ, যাঁহারা অপ্রমত্ত এবং সম্যকরূপে

সত্য জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছেন, মার তাঁহাদের গতিপথ জানিতে পারে না।

১৫ যথা সংকারধানস্মিং উজ্জিতস্মিং মহাপথে,
পদুমং তথ জায়েথ সূচিগন্ধং মনোরমং ।৫৮

১৬ এবং সংকারভূতেষু অন্ধভূতে পুথুজ্জনে,
অতিরোচতি পঞ্‌ঞায় সম্মাসস্বুদ্ধসাবকো ।৫৯

রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনারাশির মধ্যে যেমন কচিং পবিত্র সুগন্ধযুক্ত মনোরম পদ জন্মে, তেমনি আবর্জনাক্রপ অঙ্ক জনসাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক প্রজাদীপ্তিতে বিরাজ করেন।

৫ বালবগ্গো

১ দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তুস্স যোজনং,
দীঘো বালানং সংসারো সন্ধম্মং অবিজানতং ।৬০
যে ব্যক্তি জাগিয়া থাকে তাহার রাত্রি দীর্ঘ হয়; শ্রান্ত

ব্যক্তির পথ দীর্ঘ হয় ; সদ্ধর্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সংসার ৭
দীর্ঘ হয় ।

২ চরংচে নাধিগচ্ছেয্য সেয্যং সদিসমত্তনো,
একচরিয়ং দল্হং কয়িরা নথি বালে সহায়তা ।৬১

[সংসারযাত্রায়] যদি নিজের সদৃশ কিংবা উন্নততর সঙ্গী লা-
না হয় তবে দৃঢ়তার সহিত একাই চলিবে ; মুখের স-
সাহচর্য হয় না ।

৩ পুত্তামথি ধনমথি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি,
অত্তাহি অত্তনো নথি কুতো পুত্তো কুতো ধনং ?৬২

আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া
অজ্ঞ লোক দুঃখ পায় ; আপনই আপনার নহে, পুত্র কিংবা
ধন কিরূপে (আপন) হইবে ?

৪ যো বালো মঞ্ঞতি বাল্যং পণ্ডিতো বা'পি তেন সো,
বালো চ পণ্ডিতমানী স বে বালো' তি বুচ্চতি ।৬৩
যে মুর্থ নিজের অজ্ঞতা সন্মুখে সচেতন, তদ্বারা সে

সেই পরিমাণে পণ্ডিত, কিন্তু যে মুর্থ নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে সে-ই যথার্থ মুর্থ বলিয়া কথিত হয়।

৫ যাব জীবংপি চে বালো পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি,
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সুপরসং যথা।৬৪

দব্বী (চামচ) যেমন সুপরস জানিতে পারে না, সেইরূপ মুর্থ আজীবন পণ্ডিতসান্নিধ্যে বাস করিয়াও ধর্ম কি বস্তু জানিতে পারে না।

৬ মুহত্তমপি চে বিঞ্ণু পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি,
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিব্বা সুপরসং যথা।৬৫

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি মুহূর্তকালের জ্ঞেও পণ্ডিতের সাহচর্য করেন, জিহ্বার সুপরস আশ্বাদনের গ্রায অচিরেই তিনি ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন।

৭ চরন্তি বালা দুস্মেধা অমিত্তেনে'ব অন্তনা,
করোন্তা পাপকং কস্মং যং হোতি কটুকপ্পফলং।৬৬

মন্দবুদ্ধি মুর্থগণ দুঃখ-ফলপ্রসূ পাপকর্ম করিয়া নিজের শত্রুরই সাহচর্য করে।

৮ ন তং কস্মং কতং সাধু যং কহ্বা অনুতপ্পতি,
যস্স অস্সুমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি ।৬৭

যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয়, অশ্রুমুখে রোদন করিয়া যে কাজের ফল ভোগ করিতে হয়. সেইরূপ কর্ম না করাই ভাল ।

৯ তংচ কস্মং কতং সাধু যং কহ্বা নানুতপ্পতি,
যস্স পতীতো স্সমনো বিপাকং পটিসেবতি ।৬৮

যাহা করিয়া অনুতাপ করিতে হয় না, যে কাজের ফল জানন্দে ও প্রসন্নমনে ভোগ করিতে পারা যায়, সেইরূপ কর্মই করা ভাল ।

১০ মধু'ব মণ্ড্ণতি বালো যাব পাপং ন পচ্ছতি,
যদা চ পচ্ছতি পাপং অথ বালো হুক্থং নিগচ্ছতি ।৬৯

যতদিন পাপ পরিণতি লাভ না করে ততদিন মূর্খ উহাকে মধুময় মনে করে, কিন্তু পাপ যখন পরিণত হয় তখন মূর্খকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ।

১১ মাসে মাসে কুসগ্গেন বালো ভুঞ্জেথ ভোজনং,
ন সো সংখতধম্মানং কলং অগ্ঘতি সোলসিং। ৭০

মূৰ্খ যদি (তপশ্চৰ্চাকল্পে) মাসে মাসে কুশাগ্ৰের দ্বারা
(একবারমাত্র) আহাৰ করে, তথাপি সে জ্ঞাতধৰ্মা ব্যক্তির
ঘোল কলার এক কলার যোগ্যও হয় না।

১২ ন হি পাপং কতং কস্মং সজ্জু খীরং'ব মুচ্ছতি,
ডহন্তুং বালমস্বৈতি ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো। ৭১

স্বকৃত পাপকৰ্ম সত্ত্ব দুষ্কৰেৰ ত্ৰায় সহসা বিনষ্ট হয় না,
ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ত্ৰায় উহা মূৰ্খকে দহন কৰিতে কৰিতে
তাহার অহুসরণ করে।

১৩ যাবদেব অনথায় ঐত্তং বালসুস জায়তি,
হস্তি বালসুস সুক্কংসং মুদ্ধমসুস বিপাতয়ং। ৭২

কেবলমাত্র অনর্থের জন্তই মূৰ্খ লোকের শিল্পজ্ঞান জন্মে; উহা
[মূৰ্খের প্রজ্ঞা] শির নিপাত করিয়া তাহার সৌভাগ্য
নাশ করে।

১৪ অসতং ভাবনমিচ্ছেয্য পুরেক্খারঞ্চ ভিক্খুসু,
আবাসেসু চ ইস্সরিয়ং পূজা পরকুলেসু চ । ৭৩

[নির্বোধ ভিক্ষু] যে সন্মান প্রাপ্য নহে উহা লাভের ইচ্ছা করে, ভিক্ষুদের মধ্যে প্রাধান্য, বিহারে আধিপত্য ও গৃহীদের পূজা লাভের প্রত্যাশা করে ।

১৫ মমেব কতমএংএত্ত গিহী পব্বজিতা উভো
মমেবাতিবসা অস্সু কিচ্চাকিচ্চেসু কিস্সিচি ।
ইতি বালস্স সংকপ্পো ইচ্ছা মানো চ বড্ঢতি । ৭৪

গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়েই [বিহারের যাবতীয়] কাজ আমার দ্বারা কৃত মনে করুক, সমস্ত কর্তব্যাকর্তব্যে আমারই বশবর্তী হউক—এইরূপে নির্বোধের সঙ্কল্প, আকাঙ্ক্ষা ও অভিমান বৃদ্ধি পায় ।

১৬ অএংএণ্ণা হি লাভূপনিসা অএংএণ্ণা নিব্বানগামিনী,
এবমেতং অভিএংএণ্ণায় ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো
সক্কারং নাভিনন্দেয়্য বিবেকমনুক্রহয়ে । ৭৫

লাভের উপায় এক, নির্বাণের উপায় আর—ইহা পরিজ্ঞাত
হইয়া বুদ্ধশ্রাবক ভিক্ষু সম্মান [সৎকার] কামনা করিবনে না।
তিনি অনাসক্তি [বিবেক] অনুশীলন করিবেন।

৬ পণ্ডিতবগ্গো

১ নিধীনং'ব পবত্তারং যং পস্সে বজ্জদস্সিনং,
নিগ্গয়'হ্বাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে ;
তাদিসং ভজ্জমানস্স সেয়্যো হোতি ন পাপিয়ো। ৭৬

যিনি [তোমার] ক্রটি প্রদর্শন করেন ও তজ্জন্তু ভৎসনা
করেন, সেই মেধাবীকে গুপ্তনিধিপ্রদর্শকের স্থায় দেখিবে। যে
ব্যক্তি তাদৃশ পণ্ডিতকে ভজনা করে তাহার মঙ্গলই হয়,
অমঙ্গল হয় না।

২ ওবদেয়্যানুসাসেয়্য অসত্তা চ নিবারয়ে,
সতং হি সো পিয়ো হোতি অসতং হোতি
অপ্পিয়ো। ৭৭

যিনি উপদেশ দেন, অনুশাসন করেন এবং অসভ্যতা
নিবারণ করেন তিনি অসত্তের অপ্রিয় এবং সংলোকের প্রিয় হন।

৩ ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,

ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে। ৮৮

পাপী মিত্তের সংসর্গ করিবে না, নরাধম ব্যক্তির সংসর্গ
করিবে না; কল্যাণমিত্তদের ও পুরুষোত্তমদের সংসর্গ করিবে।

৪ ধম্মপীতি সুখং সেতি বিপ্পসন্নেন চেতসা,

অরিয়প্পবেদিতে ধম্মে সদা রমতি পণ্ডিতো। ৭৯

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে সুখে বাস করেন; পণ্ডিতব্যক্তি
আর্যোপদিষ্ট ধর্মে সর্বদা রত থাকেন।

৫ উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা উসুকারা নময়ন্তি তেজনং,

দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা অন্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা। ৮০

সেচকগণ জলকে [যথেষ্ট] পরিচালিত করে, শরনির্মাতা
শরকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করে, স্তম্ভধরেরা কাষ্ঠখণ্ডকে আয়ত্ত করে;
আর পণ্ডিতগণ দমন করেন নিজেদের।

৬ সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি,
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জস্তি পণ্ডিতা । ৮১

কঠিন পর্বত যেমন বায়ুদ্বারা কম্পিত হয় না, তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তির নিন্দাপ্রশংসাতে বিচলিত হন না ।

৭ যথাপি রহদো গম্ভীরো বিপ্পসম্মো অনাবিলো,
এবং ধম্মানি সুত্তান বিপ্পসীসদস্তি পণ্ডিতা । ৮২

গম্ভীর, স্বচ্ছ ও অনাবিল, হ্রদের জায় পণ্ডিতব্যক্তির ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হন ।

৮ সব্খ বে সপ্পুরিসা চজন্তি
ন কামকামা লপয়ন্তি সন্তো,
সুখেন পুট্ঠা অথবা দুখেন
ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্সয়ন্তি । ৮৩

সংপুরুষেরা সমস্ত আসক্তি বর্জন করেন ; সন্তুগণ কাম্য বস্তুর আলোচনা করেন না ; তাঁহারা সুখে উল্লসিত কিংবা দুঃখে অবসন্ন হন না ।

৯ ন অন্তহেতু ন পরস্স হেতু

ন পুস্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্টং,

ন ইচ্ছেয়্য অধম্মেন সমিদ্ধিমত্তনো

স সীলবা পঞ্ণবা ধম্মিকো সিয়া ।৮৪

যিনি অধর্মতঃ নিজের জ্ঞাত্ব কিংবা পরের জ্ঞাত্ব পুত্র, ধন বা রাষ্ট্র কামনা করেন না, এমন কি আপন সমৃদ্ধিও ইচ্ছা করেন না তিনিই প্রকৃত শীলবান্, প্রজ্ঞবান্ ও ধার্মিক ।

১০ অপ্পকা তে মনুস্সেস্সু য়ে জনা পারগামিনো,

অথায়ং ইতরা পজ্জা তীরমেবানুধাবতি ।৮৫

[ধর্ম সাগরের] পারগামী মানুষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ; অবশিষ্ট জনতা তার তীরেই ধাবমান ।

১১ য়ে চ খো সন্মদক্খাতে ধম্মে ধম্মানুবত্তিনো,

তে জনা পারমেস্সন্তি মচ্চুধেয়্যং সুহত্তরং ।৮৬

যাহারা সূচ্যাত্মক ধর্মামুখ্যায়ী জীবনগঠনে প্রবৃত্ত, কেবল তাঁহারা ই সুহৃৎসর মৃত্যুর অধিকার উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গমন করিবেন ।

১২ কণ্ঠং ধম্মং বিপ্পহায় মুক্কং ভাবেথ পণ্ডিতো,

ওকা অনোকং আগম্ম বিবেকে যথ দূরমং ।৮৭

১৩ তত্রাভিরতিমিচ্ছেয়্য, হিত্বা কামে অকিঞ্চনো

পরিয়োদপেয়্য অভানং চিত্তক্রেসেহি পণ্ডিতো ।৮৮

পণ্ডিত অসত্য (কৃষ্ণ) ধর্ম ত্যাগ করিয়া সত্য (শুক্ল) ধর্ম
অমুসরণ করিবেন ; আগার হইতে অনাগারত্ব লাভ করিয়া যে
নিঃসঙ্গতায় (বিবেকে) আনন্দলাভ দুঃসাধ্য সেই নিঃসঙ্গতাতেই
তিনি অভিরতি (আনন্দ) লাভের সাধনা করিবেন ;
কামনা ত্যাগ করিয়া ও অকিঞ্চন হইয়া পণ্ডিত চিত্তক্লেশ
হইতে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখিবেন ।

১৪ যেসং সম্বোধিঅঙ্গেসু সম্মা চিত্তং সুভাবিতং,

আদান-পটিনিস্সগ্গে অনুপাদায় যে রতা

খীনাসবা জুতীমন্তো তে লোকে পরিনিব্বুতা ।৮৯

সম্বোধি-অঙ্গে ষাঁহাদের চিত্ত সুগঠিত হইয়াছে, ষাঁহার
গ্রহণে অনাসক্ত ও বৈরাগ্যনিরত, সেই ক্ষীণপাপ দ্যুতিমান্গণ
ইহ জগতেই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন ।

৭ অরহন্তবগ্গো

১ গতদ্ধিনো বিসোকস্‌স বিপ্পমুত্তস্‌স সব্বধি
সব্বগন্তপ্পহীনস্‌স পরিলাহো ন বিজ্জতি ।৯০

যাঁহার সংসারের পথ শেষ হইয়াছে, যিনি বিগতশোক,
সর্বপ্রকারে বিমুক্ত ও সর্ববন্ধনবিহীন হইয়াছেন, তাঁহার দুঃখ
[পরিদাহ] থাকে না ।

২ উয্যুৎ‌জ্‌হন্তি সতিমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে,
হংসা'ব পল্ললং হিত্বা ওকমোকং জহন্তি তে ।৯১

যাঁহারা স্মৃতিমান্ ও উদগমশীল তাঁহারা গৃহে আসক্ত
নহেন ; হংস যেমন জলাশয় ত্যাগ করিয়া যায়, তাঁহারাও
তেমনই গৃহ পরিত্যাগ করেন ।

৩ যেসং সন্নিচয়ো নথি যে পরিৎ‌ঞাতভোজনা,
সুৎ‌ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্‌খো যস্‌স গোচরো,
আকাসে'ব সকুস্তানং গতি তেসং ছরন্নয়া ।৯২

যাঁহাদের সঞ্চয় নাই, যাঁহারা পরিজ্ঞাতভোজী, শূন্যতা

ও অনিমিত্ত-রূপ বিমোক্ষ যাহাদের গোচর হইয়াছে, আকাশে
বিহঙ্গের গতির ত্রায় তাঁহাদের গতি দুর্জ্ঞেয় ।

৪ যস্মা'সবা পরিক্খীণা আহারে চ অনিস্সিতো,
সুএৎতো অনিমিত্তো চ বিমোক্ষো যস্ম গোচরো,
আকাসে'ব সকুন্তানং পদং তস্ম ছরন্নয়ং । ৯৩

যাহার পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি আহারে
অনাসক্ত, শূন্যতা ও অনিমিত্ত-রূপ বিমোক্ষ যাহার গোচর
হইয়াছে, নভশ্চর বিহঙ্গের ত্রায় তাঁহার পদাঙ্ক নিরূপণ অসম্ভব ।

৫ যস্মিন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি
অস্মা যথা সারথিনা সুদন্তা,
পহীনমানস্ অনাসবস্ম
দেবাপি তস্ম পিহয়ন্তি তাদিনো । ৯৪

সারথি দ্বারা সংযত অশ্বের ত্রায় যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত
হইয়াছে, যিনি নিরভিমান ও নিষ্কলুষ তরুণ ব্যক্তিদের
সাহচর্য দেবতাদেরও স্পৃহনীয় ।

৬ পঠবীসমো নো বিরুজ্জ্বতি

ইন্দখীলূপমো তাদি সুব্বতো,

রহদো'ব অপেতকদমো

সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো ।৯৫

যিনি পৃথিবীর গ্রায় অক্ষুর, শুষ্কের [ইন্দ্রধীল] গ্রায় দৃঢ়,
সরোবরের গ্রায় অনাবিল তাদৃশ ব্যক্তির সংসার [জন্মান্তর]
হয় না ।

৭ সন্তুং তস্‌স মনং হোতি সন্তা বাচা চ কস্মঞ্চ,

সম্মদঞ্‌ঞাবিমুক্তস্‌স উপসন্তুস্‌স তাদিনো ।৯৬

যিনি সম্যক্‌জ্ঞানবিমুক্ত ও শাস্ত হইয়াছেন, তাঁহার মন,
বাক্য ও কার্য শাস্ত হয় ।

৮ অস্‌সক্কো অকতঞ্‌ঞু চ সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো,

হতাবকাসো বস্তাসো সবে উত্তমপোরিসো ।৯৭

যিনি অন্ধবিশ্বাসহীন [অশ্রদ্ধ], যিনি অকৃতজ্ঞ [নির্বাণজ্ঞ],
ধাঁহার বন্ধনছিন্ন, [পুনর্জন্মের] অবকাশ নষ্ট এবং কামনা নিবৃত্ত
হইয়াছে—তিনিই পুরুষোত্তম ।

৯ গামে বা যদি বা'রঞ্ঞে নিম্নে বা যদি বা থলে,
যথা'রহন্তো বিহরন্তি তং ভূমিং রামণেয়্যকং ।৯৮

গ্রামে কিংবা অরণ্যে, নিম্নে কিংবা [উচ্চ] ভূমিতে—যেখানেই
অর্হতগণ অবস্থান করেন—সে স্থানই রমণীয় ।

১০ রমণীয়ানি অরঞ্ঞানি যথ ন রমতি জনো,
বীতরাগা রমিস্সন্তি ন তে কামগবেসিনো ।৯৯

সাধারণ লোক যেখানে আনন্দ পায় না, সেই অরণ্যসকল
রমণীয় ; বীতরাগ ব্যক্তিগণ তথায় আনন্দানুভব করেন—কারণ
তাঁহারা কামাশ্বেষী নহেন ।

৮ সহস্রবগ্গো

১ সহস্রমপি চে বাচা অনথপদসংহিতা,
একং অথপদং সেয়্যো যং সুহা উপসম্মতি ।১০০

অর্থহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা একটিমাত্র সার্থক বাক্য—যাহা
জুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে—তাহাই শ্রেয় ।

২ সহস্‌সম্পি চে গাথা অনথপদসংহিতা,
একং গাথাপদং সেয়ো যং সুত্বা উপসম্মতি । ১০১

অর্থহীন পদযুক্ত সহস্র গাথা অপেক্ষা একটি গাথাই
শ্রেয়ঃ—যাহা শুনিয়া লোকে শাস্তিলাভ করে ।

৩ যো চ গাথাসতং ভাসে অনথপদসংহিতা,
একং ধম্মপদং সেয়ো যং সুত্বা উপসম্মতি । ১০২

অর্থহীন শত গাথা অপেক্ষা একটি ধর্মপদ ও শ্রেয়, [কারণ]
উহা শুনিয়া লোকে শাস্তি লাভ করে ।

৪ যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে,
একঞ্চ জেয়্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো । ১০৩

যে ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় করে তাহার
তুলনায় যিনি কেবলমাত্র নিজেকে জয় করেন—তিনিই সর্বোত্তম
সংগ্রামজয়ী ।

৫ অত্তা হবে জিতং সেয়ো যা চা'য়ং ইতরা পজ্জা,
অত্তদন্তুস্‌স পোস্‌সুস নিচ্চং সঞ'এতচারিনো । ১০৪

৬ নেব দেবো ন গন্ধকো ন মারো সহব্রহ্মনা,

জিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপস্ জন্তুনো । ১০৫

অপর সকলকে জয় করা অপেক্ষা আত্মজয়ই শ্রেষ্ঠ ;
নিতাসংযমী, আত্মজয়ী ও তথাবিধ পুরুষের জয়কে ব্রহ্মাসহ
দেবতা, মার ও গন্ধর্ব কেহই অপজয় করিতে পারে না ।

৭ মাসে মাসে সহস্রেন যো যজ্ঞেথ সতং সমং

একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে,

সায়েব পূজনা সেয়ো যঞ্চে বস্ সসতং হতং । ১০৬

প্রতিমাসে সহস্র মুদ্রা বায় করিয়া শতবর্ষ ষজ্জালুষ্ঠান করা
এবং কোনও ভাবিতাত্মা (সাধনসিদ্ধ) পুরুষকে মুহূর্তের
জন্মও পূজা করা—(এই দুইএর মধ্যে) সেই পূজাই শতবর্ষের
আহুতি অপেক্ষা শ্রেয় ।

৮ যো চে বস্ সসতং জন্তু অগ্গিং পরিচরে বনে,

একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে,

সায়েব পূজনা সেয়ো যঞ্চে বস্ সসতং হতং । ১০৭

শতবর্ষ অরণ্যে অগ্নি-পরিচর্যা করা এবং কোনও শুদ্ধচিত্ত

ব্যক্তিকে মুহূর্তের জ্ঞাও পূজা করা—(এই দুইএর মধ্যে)
শতবর্ষের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেয়।

৯ যং কিঞ্চি যিট্ঠং চ হুতং চ লোকে

সংবচ্ছরং যজ্জেথ পুঞ্ণপেক্খো,

সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি,

অভিবাদনা উজ্জুগতেসু সেয়ো। ১০৮

লোকে পুণ্যকামী হইয়া সংবৎসর কোন যজ্ঞ বা হোম করার
ফল ঋজুপ্রতিপন্ন আর্যদের প্রতি অভিবাদনের ফলের এক
চতুর্থাংশতুল্যও নহে ; অভিবাদনের ফলই শ্রেষ্ঠতর।

১০ অভিবাদনসীলিস্স নিচ্চং বদ্ধাপচায়িনো,

চন্ডারো ধম্মা বড্ঢন্তি আয়ুবল্লো স্খং বলং। ১০৯

(জ্ঞান ও বয়ো) বৃদ্ধের প্রতি সতত অভিবাদন ও সম্মান
প্রদর্শনকারীর আয়ু, বর্ণ, স্বখ ও বল—এই চতুর্বিধ সম্পদ বৃদ্ধি
হয়।

১১ যো চ বস্সসতং জীবে দুস্সীলো অসমাহিতো,

একাহং জীবিতং সেয়ো সীলবন্তস্স ঝায়িনো। ১১০

যে ব্যক্তি দুঃস্ফুরিত ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে,
তাহার জীবন অপেক্ষা সচ্ছরিত্র ধ্যানী ব্যক্তির একদিনের
জীবনও শ্রেয়ঃ ।

১২ যো চ বসুসসতং জীবো দুপ্পঞ্ণো অসমাহিতো,
একাহং জীবিতং সেয়ো

পঞ্ণোবন্তুসু ঝায়িনো । ১১১

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত
থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান্ ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির
একদিন বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়ঃ ।

১৩ যো চ বসুসসতং জীবো কুসীতো হীনবীরিয়ো,
একাহং জীবিতং সেয়ো বিরিয়মারভতো দল্হং । ১১২

যে ব্যক্তি অলস ও হীনবীর্য হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে,
তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়পরাক্রম ও বীর্যপরায়ণ পুরুষের একটি
দিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

১৪ যো চ বসুসসতং জীবো অপসুং উদয়ব্যয়ং,
একাহং জীবিতং সেয়ো পসুসতো উদয়ব্যয়ং । ১১৩

যে ব্যক্তি (পঞ্চস্কন্ধের) উদয়বিলয় পর্যবেক্ষণ না করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা উদয়বিলয় দর্শনকারীর একদিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

১৫ যো চ বস্‌সসতং জীবো অপস্‌সং অমতং পদং,
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্‌সতো অমতং পদং । ১১৪

অমৃতপদ দর্শন না করিয়া যে ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শীর এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

১৬ যো চ বস্‌সসতং জীবো অপস্‌সং ধম্মমুক্তমং,
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্‌সতো ধম্মমুক্তমং । ১১৫

যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম দর্শন না করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি ঐ ধর্ম দর্শন করিয়াছেন তাহার একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

৯ পাপবগ্গো

১ অভিখরেথ কল্যাণে, পাপা চিত্তং নিবারয়ে,
দম্বং হি করোতো পুঞ্‌ঞং

পাপস্মিং রমতে মনো ।১১৬

কল্যাণকর্ম অতি সত্বর কর, পাপ হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখ,
বিলম্বে পুণ্যকর্মকারীর মন পাপেতেই রমিত হয় ।

২ পাপঞ্চে পুরিসো কয়িরা ন তং কয়িরা পুনপ্পুনং
ন তম্‌হি ছন্দং কয়িরাথ, দুক্‌খো পাপস্স

উচ্চয়ো ।১১৭

যদি কেহ [দৈবাৎ] পাপকর্ম করিয়া থাকে উহা যেন সে
বারংবার না করে এবং উহাতে যেন তাহার ক্রটি না জন্মায়,
(কারণ) পাপের সঞ্চয় দুঃখজনক ।

৩ পুঞ্‌ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা কয়িরাথেনং পুনপ্পুনং,
তম্‌হি ছন্দং কয়িরাথ সুখো পুঞ্‌ঞস্স উচ্চয়ো ।১১৮

যদি কেহ পুণ্যকর্ম করে, তবে উহা যেন সে পুনঃপুনঃ করে
এবং উহাতে যেন রুচি জন্মায়, (কারণ) পুণ্যের সঞ্চয় স্থখকর ।

৪ পাপোপি পস্মতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্ছতি,
যদা চ পচ্ছতি পাপং অথ পাপো পাপানি

পস্মতি । ১১৯

যতক্ষণ পাপকর্ম পরিপক্ব না হয় ততক্ষণ পাপী মজ্জল দর্শন
করে ; কিন্তু পাপ যখন পরিপক্ব হয় তখন পাপী অমজ্জল দেখিতে
পায় ।

৫ ভদ্রোপি পস্মতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্ছতি,
যদা চ পচ্ছতি ভদ্রং অথ ভদ্রো ভদ্রানি

পস্মতি । ১২০

কল্যাণকর্ম যতদিন ফল প্রদান না করে, ততদিন অকল্যাণ
মনে হয় ; কিন্তু উহা যখন ফলপ্রসূ হয় তখন পুণ্যবান্
কল্যাণের সাক্ষাৎ পান ।

তুলনীয় :—

অধর্মৈগৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্ছতি ।

ততঃ সপত্তান্ জয়তি সলস্ত বিনশ্চতি ॥—মহু ৪।১৭৪

অধর্মের দ্বারা মানুষ আপাততঃ সমৃদ্ধ হয় এবং কল্যাণের দেখা পায়, অতঃপর শত্রুদেরও জয় করে, (কিন্তু পরিণামে) সমূলে বিনষ্ট হয় ।

৬ মাপ্পমঞ্ঞেথ পাপস্স

ন মং তং আগমিস্সতি,

উদবিন্দুনিপাতেন উদকুন্তোপি পুরতি ;

পুরতি বালো পাপস্স থোকথোকম্পি

আচিনং ১১২১

‘ইহা আমায় ফল দিবে না’ এই ভাবিয়া পাপকে সামান্য মনে (অবহেলা) করিও না । বিন্দু বিন্দু বারিপাতে যেমন কুন্ত পূর্ণ হয়, তদ্রূপ অল্প অল্প পাপ সঞ্চয় করিয়া অজ্ঞব্যক্তি পাপে পূর্ণ হয় ।

৭ মাপ্পমঞ্ঞেথ পুঞ্ঞস্স ন মং তং আগমিস্সতি,

উদবিন্দু নিপাতেন উদকুন্তোপি পুরতি ;

ধীরো পুরতি পুঞ্ঞস্স থোকথোকম্পি

আচিনং ১১২২

‘এই পুণ্য আমায় ফল দিবে না’ এই ভাবিয়া পুণ্যকার্ষে
অবহেলা করিও না ; বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া কুন্ত পূর্ণ হয়, অল্প
অল্প পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বিজ্ঞব্যক্তি পুণ্যের পূর্ণতা সাধন করেন ।

৮ বাণিজো’ব ভয়ং মগ্গং অপ্পসম্বো মহদ্ধনো,
বিসং জীবিতুকামো’ব পাপানি পরিবজ্জয়ে । ১২৩

প্রচুর ধনশালী নিঃসঙ্গ বণিকের ভয়ের পথ পরিহারের ত্রায়
এবং বাঁচিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিষ পরিত্যাগের ত্রায় পাপসমূহ
পরিবর্জন করিবে ।

৯ পাণিম্হি চে বণো না’স্স হরেয়া পাণিনা বিসং,
নাব্ বণং বিসমম্বেতি, নথি পাপং অকুব্বতো । ১২৪

যদি হাতে ক্ষত না থাকে তবে উহা দ্বারা বিষও আহরণ
করা যায় ; ব্রণহীন ব্যক্তির (দেহে) বিষ প্রবেশ করে না ।
প্রবৃত্তিহীন ব্যক্তির (অন্তরেও) পাপ সংক্রমিত হয় না ।

১০ যো অপ্পহুট্টস্স নরস্স হুস্সতি
সুদ্ধস্স পোস্স অনঙ্গস্স,

তমেব বালং পচেতি পাপং

সুখুমো রজো পটিবাতং'ব থিস্তো ।১২৫

যে নির্দোষ, নিরপরাধ, নির্মলচরিত্র লোকের অনিষ্ট করে,
বায়ুর প্রতিকূলে নিষ্কিপ্ত ধূলিকণার আয় কৃত পাপকর্মের ফল
সেই মুখের নিকট প্রত্যাবর্তন করে ।

১১ গব্ভমেকে উপ্পজ্জন্তি নিরয়ং পাপকম্মিনো,

সগ্গং সুগতিনো যন্তি পরিনিব্বন্তি অনাসবা ।১১৬

(মৃত্যুর পর) কেহ কেহ মাতৃগর্ভে ও পাপীরা নরকে উৎপন্ন
হয় ; ধার্মিক ব্যক্তির স্বর্গ লাভ করেন এবং ক্লীণাশ্রবণ
পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন ।

১২ ন অন্তলিক্খে ন সমুদমজ্জ্বে

ন পব্ভতানং বিবরং পবিস্স,

ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো

যথটিঠতো মুকেয়্য পাপকম্মা ।১২৭

অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বতবিবরে যেখানেই প্রবেশ

কর না কেন, জগতে এমন স্থান নাই যেখানে থাকিয়া পাপকর্ম
(ফলভোগ) হইতে মুক্তি পাওয়া যায় ।

১৩ ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্জ্বো

ন পব্‌বতানং বিবরং পবিস্স,

ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো

যথট্ঠিতং নপ্পসহেয়া মচ্চু । ১২৮

জগতে এমন কোন প্রদেশ বিद्यমান নাই, যেখানে অবস্থিত
ব্যক্তিকে মৃত্যু বিনাশ (প্রসহন) করে না—অন্তরীক্ষে নহে,
সমুদ্রমধ্যে নহে, পর্বতগুহায় প্রবেশ করিয়াও নহে ।

১০ দণ্ডবগ্গো

১ সবেব তসন্তি দণ্ডস্স সবেব ভায়ন্তি মচ্চুনো,

অত্তানং উপমং কহ্বা ন হনেয়া ন ঘাতয়ে । ১২৯

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত, নিজের
সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও আঘাত কিংবা হত্যা করিবে না ।

২ সৰ্ব্ব তসন্তি দণ্ডস্ স সৰ্ব্বসং জীবিতং পিয়ং
অন্তানং উপমং কত্বা ন হনেয়্য ন ঘাতয়ে ।১৩০

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলের প্রিয় ; স্ততরাং
নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও প্রহার করিবে না কিংবা
আঘাত করিবে না ।

তুলনীয় :—

১। আত্মোপম্যেন সৰ্ব্বত্র সমং পশুতি যোহজ্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

—গীতা ৬।৩২

হে অজুন, যিনি সকলের সুখ ও দুঃখকে সমভাবে নিজের
মত মনে করিয়া দেখেন তাঁহাকে পরম যোগী বলিয়া মনে করি ।

২। প্রাণা যথাঅনোহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা ।

আত্মোপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ ॥

—হিতোপদেশ ১ম ভাগ

নিজের প্রাণ নিজের কাছে যেমন প্রিয়, জীবগণেরও তেমনি
প্রিয় । তাই সাধুরা নিজের মত করিয়া জীবে দয়া করেন ।

৩ সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,

অন্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং ।১৩১

আত্মসুখ অন্বেষণ করিয়া যে অপর সুখাভিলাষী প্রাণিগণকে
দণ্ড দ্বারা হিংসা করে, পরলোকে সে কখনও সুখ লাভ করে না ।

৪ সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন ন হিংসতি,

অন্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সো লভতে সুখং ।১৩২

আত্মসুখাভিলাষী হইয়া যিনি অপরাপর সুখকামী প্রাণি-
গণকে দণ্ডদ্বারা হিংসা করে না, পরলোকে তিনি নিশ্চয় সুখলাভ
করিবেন ।

৫ মা' বোচ ফরুসং কঞ্চি বৃত্তা পটিবদেয়্য তং,

দুখখা হি সারস্তুকথা পটিদণ্ডা ফুসেয়্য তং ।১৩৩

কাহাকেও কটু বাক্য বলিও না, যাহাদিগকে কটু কথা
বলিবে তাহারাও তোমাকে কটু কথা বলিতে পারে । ক্রোধযুক্ত
বাক্য [সংরস্তুবাক্য] দুঃখকর, তজ্জন্ম দণ্ডের প্রতিদণ্ড
তুমাকেই স্পর্শ করিবে ।

৬ সচে নেরেসি অন্তানং কংসো উপহতো যথা,
এস পত্তো'সি নিব্বানং সারন্তো তে ন বিজ্জতি ।১৩৪

আঘাতপ্রাপ্ত কাংশ্বেয় গায় যদি নিজেকে নীরব রাখিতে
পার তবেই তুমি নির্বাণপ্রাপ্ত ; তোমার ক্রোধজ বাদবিসম্বাদ
আর থাকিবে না ।

৭ যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেত্তি পাণিনং ।১৩৫

গোপাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়াইয়া গোচারণে লইয়া
যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণিদের আয়ুকে তাড়না করিতেছে ।

৮ অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্জতি,
সেহি কস্মেহি তুস্মেধো অগ্গিদড্ঢো'ব

তপ্পতি ।১৩৬

নির্বোধ ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান কালে উহার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ
থাকে, সুতরাং মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় কর্মদ্বারা অগ্নিদন্ধের ন্যায়
যজ্ঞগা ভোগ করে ।

- ৯ যো দণ্ডেন অদণ্ডেস্থ অপ্পহুট্টেস্থ হুস্মতি,
দসন্নমঞ্ণতরং ঠানং থিপ্পমেব নিগচ্ছতি । ১৩৭
- ১০ বেদনং ফরুসং জানিং সরীরস্স চ ভেদনং
গরুকং বা'পি আবাসং চিত্তকুথেপং'ব পাপুণে । ১৩৮
- ১১ রাজতো বা উপসগ্গং অব্ভক্খানং'ব দারুণং,
পরিক্খয়ং'ব ঞ্জাতীনং, ভোগানং'ব পভঙ্গুনং । ১৩৯
- ১২ অথব'স্স অগারানি অগ্গি ডহতি পাবকো,
কায়স্স ভেদা হুপ্পঞ্ণে
নিরয়ং সো'পপজ্জতি । ১৪০

অদণ্ডনীয় ও নিরপরাধকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যে ব্যক্তি দণ্ডবিধান করে সেই ব্যক্তি ইহজন্মে সহসা দশবিধ অবস্থার অন্তর লাভ করে :

তীব্র যন্ত্রণা, ধনক্ষয়, অঙ্গচ্ছেদ, পক্ষাঘাতাদি কঠিন ব্যাধি, ও চিত্তবিক্ষেপগ্রস্থ হয়। রাজা হইতে উপসর্গ বা ষশঃলোপ, নিদারুণ অপবাদ, জ্ঞাতি ও সম্পত্তিবিনাশ, অথবা তাহার গৃহদাহ ঘটে ; দেহাবসানে সেই মন্দবুদ্ধি নরকে উৎপন্ন হয়।

১৩ ন নগ্গচরিয়া ন জটা ন পঙ্কা
 নানাসকা থণ্ডিল সায়িকা বা,
 রজো চ জল্লং উক্কুটিকপ্পধানং
 সোধেত্তি মচ্চং অবিতিল্লকঙ্খং ।১৪১

নগ্গচর্যা, জটাধারণ, পঙ্কলেপন, অনশন, ষজ্জভূমিশয্যা, ধূলি বা
 ভস্মমর্দন, শ্বেদমলরক্ষণ কিংবা উৎকৃষ্ট স্থিতিক্রপ প্রচেষ্টা, এই
 সকল তপশ্চর্যার কিছুই সংশয়-অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করিতে
 পারে না।

১৪ অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয়া
 সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী,
 সবেসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং,
 সো ব্রাহ্মণো সো সমনো স ভিক্ষু ।১৪২

অলঙ্কত হইয়াও যিনি শাস্ত, দাস্ত ও নিয়ত ব্রহ্মচারী, যিনি
 সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসাবর্জিত হইয়া শম-আচরণ করেন তিনিই
 ব্রাহ্মণ, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই ভিক্ষু।

১৫ হিরী নিসেধো পুরিসো কোচি লোকস্মিং বিজ্জতি,
যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্সো ভদ্রো

কসামিব ১১৪৩

সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন কশাঘাতকে ঘৃণা করে, সেইরূপ যিনি
নিন্দাকে অবজ্ঞা করেন এবং যিনি হ্রী-নিষেধ (অর্থাৎ লজ্জাহেতু
অকুশল হইতে বিরত থাকেন), তেমন মহাপুরুষ জগতে খুব
কমই আছেন ।

১৬ অস্সো যথা ভদ্রো কসানিবিট্টো

আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ,

সদ্ধায় সীলেন চ বিরিয়েন চ

সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ ;

সম্পন্ন বিজ্জাচরণা পতিস্সতা

পহস্সথ ছুখমিদং অনপ্পকং ১১৪৪

কশাহত ভদ্র অশ্ব যেমন বেগবান্ হয়, তদ্রূপ তোমরা বীর্যবান্
ও সংবেগযুক্ত হও ; অজ্ঞা, শীল, বীর্য, সমাধি ও ধর্মবিশিষ্ট-জ্ঞান
দ্বারা বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিমান্ হও । ইহাতে তোমরা এই
অপরিস্রব দুঃখরাশি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ।

১৭ উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা

উম্মুকারা নময়ন্তি তেজনং,

দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা

অন্তানং দময়ন্তি সুব্ভতা ।১৪৫

সেচপ্রণালীকারগণ যেমন জলকে চালিত করেন,
শরনির্মাতাগণ যেমন শরের ঋজুতা সাধন করেন, তক্ষকগণ
যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে নমিত করেন, ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণও তদ্রূপ
নিজেকে দমন করেন ।

১১ জরাবগ্গো

১ কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি,

অন্ধকারেন ওনন্ধা পদীপং ন গবেস্সথ ।১৪৬

(রাগদ্বেষাদি অগ্নিতে) সতত প্রজ্জলিত থাকিয়া তোমাদের
কিসের হাস্য ? কিসের আনন্দ ? [অবিচাররূপ] অন্ধকারে
আবৃত থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা আলোর সন্ধান করিবে না ?

২ পস্‌স চিত্তকতং বিশ্বং অরুকায়াং সমুস্‌সিতং,
আতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্‌স নথি ধুবং ঠিতি ।১৪৭

ব্রণযুক্ত, অস্থিসমুন্নত, রোগাতুর, বহু সংকল্পের বিষয়ীভূত,
বস্ত্রাভরণে সূচিক্রিত এই দেহবিশ্ব অবলোকন কর—যাহার ঞ্জব
স্থিতি নাই ।

৩ পরিজিন্নমিদং রূপং রোগনিড্‌ঢং পভঙ্গুরং
ভিজ্জতি পুতি সন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং ।১৪৮

এই রূপ (জড়দেহ) পরিজীর্ণ [অর্থাৎ জীর্ণতাদ্যমী] । ইহা
রোগের নীড় ও ভঙ্গুর । এই পুতিপূর্ণ দেহ ভগ্ন হয়, মরণেই
এ জীবনের শেষ ।

৪ যানি'মানি অপথানি অলাপুনে'ব সারদে,
কাপোতকানি অট্টঠানি তানি দিস্বান কা রতি ?১৪৯

শরৎকালীন অলাবুর ঞ্জায় নিক্ষিপ্ত, কপোতের ঞ্জায় শুভ্র এই
অস্থিগুলি দেখিলে আবার আসক্তি কিসের ?

৫ অট্টঠানং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং
যথ জরা চ মচ্ছু চ মানো মক্‌খো চ ওহিতো ।১৫০

রক্তমাংসলিপ্ত অস্থিসমূহের দ্বারা এই দেহনগর নির্মিত হইয়াছে—যেখানে জরা, মরণ, অহংকার ও কপটতা বিরাজ করে।

৬ জীরন্তি বে রাজরথা সূচিভা

অথো সরীরম্পি জরং উপেতি,

সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি

সন্তো হবে সব্ভি পবেদয়ন্তি ।১৫১

সূচিত্রিত রাজরথগুলি (কালে) জীর্ণ হয়। মনুষ্যদেহও সেইরূপ ক্রমে জরায় উপনীত হয়। কিন্তু সং ব্যক্তিদের ধর্ম কখনও জীর্ণ হয় না। সৎদিগের নিকট সাধুগণ এই অভিমতই প্রকাশ করেন।

৭ অপ্পস্মৃত্তা'য়ং পুরিসো বলিবদ্দো'ব জীরতি,

মংসানি তস্স বড্ঢন্তি

পঞ্ঞা তস্স ন বড্ঢতি ।১৫২

অল্পশ্রুত (অজ্ঞানী) পুরুষ বলদের ত্রায় জীর্ণ (অর্থাৎ বুখাই

বৃদ্ধ) হয়। তাহার মাংসসমূহই কেবল বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার প্রজা বর্ধিত হয় না।

৮ অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিসং অনিব্বিসং,

গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং ।১৫৩

গৃহকারকের সন্ধান করিতে গিয়া (যথার্থ জ্ঞানাভাবে) তাহাকে না পাইয়া সংসারে অনেক জন্ম পরিভ্রমণ করিয়াছি।
পুনঃপুনঃ জন্ম দুঃখজনক।

৯ গহকারক ! দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি

সব্বা তে ফাস্সুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং ;

বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্জ্বগা ।১৫৪

গৃহকারক ! এক্ষণে আমি তোমার সন্ধান পাইয়াছি। তুমি পুনরায় গৃহ নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার সমুদয় পার্শ্বক (বরগা) ভগ্ন এবং গৃহকূট (শীর্ষ) বিচ্ছিন্ন (বিসংস্কৃত) হইয়াছে। (আমার) সংস্কারমুক্ত চিত্ত সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিয়াছে।

১০ অচরিহা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং,

জিগ্গকোঞ্চা'ব ঝায়ন্তি খীনমচ্ছেব পল্ললে । ১৫৫

(যথাকালে) ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে, যৌবনে ধনোপার্জন না করিলে, মংগুহীন সরোবরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় ধ্যান [অর্থাৎ অনুশোচনা] করিতে হয় ।

১১ অচরিহা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং,

সেত্তি চাপাতিখীনা'ব পুরানানি অনুথুং । ১৫৬

(যথাকালে) ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে, যৌবনে ধনোপার্জন না করিলে, (শেষকালে) মানুষকে অতীতের জগু অনুশোচনায় জীর্ণ ধনুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয় ।

১২ অন্তবগ্গো

১ অন্তানং চে পিয়ং জঞ্ণা রক্খেয়া তং সুরক্খিতং,

তিগ্গমঞ্ণতরং যামং পটিজগ্গেয়া পণ্ডিতো । ১৫৭

যদি কেহ নিজেকে প্রিয় মনে করে তবে তার নিজেকে

সুরক্ষিত রাখা উচিত। পণ্ডিত ত্রিষামের মধ্যে অন্ততঃ একষামও (আত্মরক্ষায়) সজাগ থাকিবেন। [অর্থাৎ জীবনের একতৃতীয়াংশও অবহিতভাবে যাপন করিবেন।]

২ অন্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে,

অথঞ্ঞমনুসাসেয়্য ন কিলিস্সেয়্য পণ্ডিতো । ১৫৮

প্রথমে নিজেকে (স্বকর্তব্যে) নিবেশিত করিবে, অতঃপর
অপরকে উপদেশ দিবে—তবেই পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত
হইবেন না।

৩ অন্তানঞ্জে তথা কয়িরা যথঞ্ঞমনুসাসতি,

সুদন্তো বত দমেথ অন্তাহি কির দুদ্দমো । ১৫৯

লোকে অপরকে যে উপদেশ দেয় আপনাকে যদি অমুরূপ
ভাবে গঠিত করে তবে স্বয়ং সুদান্ত হইয়া [পরকে] দমন
করিতে পারিবে ; বস্তুতঃ নিজকে দমন করা দুঃসাধ্য।

৪ অন্তাহি অন্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া ?

অন্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং । ১৬০

আপনিই আপনার নাথ (ত্রাণকর্তা) ; তন্নিয় অপরকে

কাহার নাথ? স্ত্রীদাস্ত ব্যক্তি আপনার মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করেন।

তুলনীয় :—

উদ্ধরেদাঅনাঅ্যানং নাঅ্যানমবসাদয়েং ।

আঠৈঅবহাঅনো বন্ধুরাঠৈঅব রিপূরাঅনঃ ॥

—গীতা ৬।৫

আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। কারণ আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার শত্রু।

৫ অন্তনা'ব কতং পাপং অন্তজং অন্তসম্ভবং,

অভিমন্ত্ৰিতি হুম্মেমেধং বজ্জিরং' বস্মময়ং মণিং ।১৬১

পাষণময় মণিকে তদুৎপন্ন বজ্র (হীরক) যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, তদ্রূপ আত্মকৃত, আত্মজ ও আত্মসম্ভূত পাপকর্ম সেই নির্বোধকেই বিনষ্ট করে।

৬ যস্ম'চ্চস্তুহুস্মীল্যং মালুবা সালমিবোততং,

করোতি সো তথ'ত্তানং যথা নং ইচ্ছতি দিসো ।১৬২

যে অত্যন্ত দুঃশীলতা দ্বারা মালুবালতাবিজড়িত শাল বৃক্ষের
 ত্রায় পরিবেষ্টিত হয়, শত্রু তাহার যে অনিষ্ট ইচ্ছা করে—
 সে-ই নিজের তদ্রূপ অনিষ্ট সাধন করে।

৭ সুকরানি অসাধুনি অন্তনো অহিতানি চ,

যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুষ্করং । ১৬৩

অসাধু ও আপনার অহিতকর কর্ম করা সহজ, কিন্তু যাহা
 প্রকৃত হিতকর ও নির্দোষ তাদৃশ কর্ম অতিশয় দুষ্কর।

৮ যো সামনং অরহতং অরিয়ানাং ধম্মজীবিনং,

পটিক্কোসতি দুস্মেধো দিট্ঠিং নিস্সায় পাপিকং ;

ফলানি কট্ঠকস্সে'ব অন্তঘঞ্ঞায় ফল্লতি । ১৬৪

যে মুঢ় ভ্রান্তধারণাবশতঃ আৰ্য, ধর্মজীবী অর্হংগণের
 অল্পশাসনের প্রতি আক্রোশ করে, সে বাঁশের [ফলোদ্ভবের] ত্রায়
 নিজের ধ্বংসের নিমিত্তই ফলবান্ হয়।

৯ অন্তনা'ব কতং পাপং অন্তনা সঙ্কিলিস্সতি,

অন্তনা অকতং পাপং অন্তনা'ব বিসুজ্জ্বতি ;

সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং, নাঞ্ঞে' অঞ্ঞে

বিসোধেয়ে । ১৬৫

স্বকৃত পাপ নিজকেই কলুষিত করে, স্বীয় অকৃত পাপ নিজকেই বিশুদ্ধ রাখে। শুদ্ধি বা অশুদ্ধি সব নিজস্ব ব্যাপার ; একে অপরকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।

১০ অতুদত্তং পরত্থেন বহুনাপি ন হাপয়ে,
অতুদত্তমভিঞ্ণায় সদত্তপস্তুতো সিয়া।১৬৬

বহু পরার্থের প্রয়োজনেও স্বীয় পরমার্থ বিনষ্ট করিবে না ;
আত্মহিত পরিজ্ঞাত হইয়া পরমার্থসাধনে তৎপর থাকা সকলের
উচিত।

১৩ লোকবগ্গো

১ হীনং ধম্মং ন সেবেয়্য পমাদেন ন সংবসে
মিচ্ছাদিট্ঠিং ন সেবেয়্য ন সিয়া লোকবদ্ধনো।১৬৭

হীন বিষয় সেবা করিও না। প্রমত্ততায় জীবন কাটাইও না।
মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করিও না। লোক (জন্মান্তরের সংখ্যা) বৃদ্ধি
করিও না।

২ উত্তিষ্ঠে নপ্পমজ্জৈয়া ধম্মং সুচরিতং চরে,
 ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ ।১৬৮

উত্তম কর, প্রমত্ত হইও না। উত্তমরূপে ধর্ম আচরণ কর।
 ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোকে সুখে অবস্থান করে।

৩ ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং হুচ্চরিতং চরে,
 ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ ।১৬৯

ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ করিবে; উহা অত্যায়াভাবে আচরণ
 করিবে না। ধর্মচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে কালযাপন
 করেন।

৪ যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং,
 এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চু রাজ্জা ন পস্সতি ।১৭০

লোকে যেমন বুদ্বুদ ও মরীচিকা দর্শন করে, যে ব্যক্তি
 জগৎকে তদ্রূপ (ভঙ্গুর ও অগার) বলিয়া জানেন, তিনি
 মৃত্যুরাজের দৃষ্টিবহির্ভূত হন।

৫ এথ পস্সথিমং লোকং চিত্তং রাজ্জরথুপমং,
 যথ বালা বিসীদন্তি নথি সঙ্কে বিজ্ঞানতং ।১৭১

এস, বিচিত্র রাজরথের গায় তোমরা এই দেহজগৎ নিরীক্ষণ কর। অজ্ঞ ব্যক্তির দেহে আসক্ত হয়, কিন্তু বিজ্ঞদের উহাতে কোন আকর্ষণ থাকে না।

৬ যো চ পূর্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।

পূর্বে প্রমত্ত হইয়াও যিনি পরে অপ্রমত্ত হ'ন, মেঘমুক্ত চন্দ্রের
গায় তিনি এই জগৎ উদ্ভাসিত করেন।

৭ যস্ম পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীয়তি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।

যাহার পূর্বকৃত পাপকর্ম [পরবর্তী] লোকোত্তর কুশল কর্ম
দ্বারা আবৃত হয়, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের গায় এই জগৎ
আলোকিত করেন।

৮ অন্ধভূতো অয়ং লোকো তনুকে'থ বিপস্সতি,
সকুন্তো জ্বালমুত্তো'ব অপ্পো সগ্গায় গচ্ছতি। ১৭৪

এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইখানে অল্পসংখ্যক লোক

৩

সত্য দর্শনে সমর্থ। জালমুক্ত পক্ষীর ত্রায় অল্প লোক স্বর্গ লাভ করে।

৯ হংসাদিচ্চপথে যন্তি আকাসে যন্তি ইন্ধিমা,
নীয়ন্তি ধীরা লোকম্‌হা জেহা মারং সবাহিনিং ১৭৫

হংসসমূহ আদিত্যপথে বিচরণ করে, ঋদ্ধিমানেরা আকাশে গমন করেন ; ধীরগণ সসৈন্ত মারকে জয় করিয়া সংসারবর্ত হইতে মুক্ত হন।

১০ একং ধম্মং অতীতস্‌ মুসাবাদিস্‌ জন্তুনো,
বিতিল্পপরলোকস্‌ নথি পাপং অকারিয়ং ১৭৬

একমাত্র ধর্মলজ্জনকারী, মিথ্যাবাদী এবং পরলোকে বিশ্বাসহীন ব্যক্তির অকরণীয় এমন কোন পাপ কার্য নাই।

১১ ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি
বালা হবে নপ্পসংসন্তি দানং
ধীরো চ দানং অনুমোদমানো
তেনেব সো হোতি সুখী পরথ ১৭৭

কৃপণ ব্যক্তির দেবলোকে যাইতে পারে না। মূর্খেরা
কখনও দানের প্রশংসা করে না। পণ্ডিত ব্যক্তি দান
অনুমোদন করেন এবং তদ্বারাই তিনি পরলোকে স্থায়ী হন।

১২ পথব্যা একরজ্জেন সগ্গস্ গমনেন বা

সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং ।১৭৮

পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গে গমন এমন কি সর্বলোকের
উপর আধিপত্য অপেক্ষাও সোতাপত্তিফল উৎকৃষ্ট।

১৪ বুদ্ধবগ্গো

১ যস্ জিতং নাবজীয়তি জিতমস্ নো যাতি

কোচিলোকে,

তং বুদ্ধমনন্তুগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্ সথ ? ১৭৯

যাহার বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয় না, যাহার বিজিত রিপু

জগতে কিছুমাত্র তাঁহার অহুসরণ করে না, সেই বিগুজ্জয়ী
সর্বদর্শী বুদ্ধকে তোমরা কোন্ উপায়ে বিচলিত করিবে ?

২ যস্ম জালিনী বিসত্তিকা তণ্হা নখি কুহিঞ্চি নেতবে,
তং বুদ্ধমনস্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ ? ১৮০

জগতে কোথাও আবদ্ধ করার মত বিষময়ী, জালস্বরূপা তৃষ্ণা
যাঁহার বিद्यমান নাই, সেই নিষ্কলুষ (অপদ) অনস্তগোচর বুদ্ধকে
তোমরা কোন্ উপায়ে বিচলিত করিবে ?

৩ যে ঝানপম্মতা ধীরা নেক্খম্মুপসমে রতা,
দেবাপি তেসং পিহয়ন্তি সম্মুদ্বানং সতীমতং । ১৮১

যে ধীরগণ সতত ধ্যাননিরত, নিষ্কাম শান্তিতে নিবিষ্ট সেই
স্বতিমান্ সম্মুদ্বগণের দর্শন দেবগণও স্পৃহা করেন ।

৪ কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চান্জীবিতং,
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো । ১৮২

মানবজন্মলাভ দুষ্কর, মানবজীবন বিপৎসঙ্কুল । সদ্ধর্ম শ্রবণ
আয়াস সাধ্য ; বুদ্ধদের আবির্ভাব সহজ নহে ।

৫ সৰ্ব্বপাপস্ অকরণং কুসলস্ উপসম্পদা

সচিহ্নপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং ।১৮৩

সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরতি (শীল), কুশল কর্মের পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) ও স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন (সমাধি) —ইহাই বুদ্ধদের অনুশাসন।

৬ খন্তী পরমং তপো তিতিক্ষা

নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,

ন হি পব্ভজিতো পরপঘাতী

সমনো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো ।১৮৪

বুদ্ধগণ ক্ষান্তিও তিতিক্ষাকে পরম তপশ্চা ও নির্বাণকে পরম বলেন। পরকে আঘাত দিয়া কেহ প্রব্রজিত কিংবা পরকে কষ্ট দিয়া কেহ ভ্রমণ হইতে পারে না।

৭ অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো

মন্ত্ৰেণ্ণুতা চ ভত্তন্নিং পত্ত্বঞ্চ সয়নাসনং

অধিচিহ্নে চ আয়াগো এতং বুদ্ধানসাসনং ।১৮৫

পরচর্চা ও পরপীড়ন না করা, প্রাতিমোক্ষের নির্দিষ্ট শীলে

পূর্ণ সংযম, ভোজনে মাত্রা জ্ঞান, নির্জনে শয়নাসন এবং উচ্চতর সাধনার অনুশীলন—ইহাই বুদ্ধগণের উপদেশ।

৮ ন কহাপণবসুসেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি,
অপ্পসুসাদা দুখা কামা ইতি বিঞ্ঞায় পণ্ডিতো ।

৯ অপি দিব বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি,
তণ্হাকুখরতো হোতি সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো । ১৮৭

স্ববর্ণ মুদ্রা বর্ষণের দ্বারা বাসনার তৃপ্তি হয় না ; কামের স্বাদ অল্প কিন্তু দুঃখ অধিক ; পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হইয়া দিবা কামের প্রতিও অহুরক্ত হন না । সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন ।

১০ বহুং বে সরণং যন্তি পব্‌বতানি বনানি চ
আরামরুক্ষচেত্যানি মনুসসা ভয়তজ্জিতা । ১৮৮

১১ নেতং খো সরণং থেমং নেতং সরণমুত্তমং
নেতং সরণমাগমুম্‌ সব্বা দুক্খা পমুচ্চতি । ১৮৯

ভয়বিহ্বল মনুষ্যগণ বন, পর্বত, উদ্যান, বৃক্ষ, চৈত্য প্রভৃতি

বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এই সকল শরণ নিরাপদ নহে কিংবা ইহারা উত্তম আশ্রয়ও নহে; এইরূপ আশ্রয় অবলম্বনের দ্বারা কেহ সর্ব দুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে না।

১২ যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সজ্জঞ্চ সরণং গতো

চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি ।

১৩ দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং,

অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খুপসমগামিনং ।১৯১

১৪ এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং,

এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি ।১৯২

যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-অতিক্রমরূপ নিরোধ ও দুঃখোপশমকারী আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই চারি আৰ্যসত্য প্রজ্ঞাদ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন; তাঁহার পক্ষে এই সকল শরণ-জ্ঞানই নিরাপদ, ক্ষেমংকর; ইহারাই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কারণ এই জ্ঞান ও শরণ অবলম্বন করিয়া যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি সম্ভব।

১৫ ছল্লভো পুরিসাজ্জঞেঞো ন সো সৰ্ব্বথ জায়তি,
যথ সো জায়তি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি ।১৯৩

(বুদ্ধের জায়) পুরুষোত্তম দুর্লভ । তিনি সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না । যেখানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশ ও জাতি সুখ-সমৃদ্ধ হয় ।

১৬ সুখো বুদ্ধানং উপ্পাদো সুখা সদ্ধম্মদেসনা,
সুখা সজ্জবস্ সামগ্গী সমগ্গানং তপো সুখো ।১৯৪

(জগতে) বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখজনক । সদ্ধর্মের উপদেশ প্রচার সুখকর । সংঘের একতা সুখনায়ক ; ঐক্যবদ্ধগণের তপস্তা সুখপ্রদ ।

১৭ পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে যদি ব সাবকে,
পপঞ্চসমতিক্কন্তে তিগ্গসোকপরিদবে ।১৯৫

১৮ তে তাদিসে পূজয়তো নিব্বুতে অকুতোভয়ে,
ন সচ্কা পুঞেঞং সংখাতুং ইমেত্তম'পি কেনচি ।১৯৬

যাহারা (ভৃগু-দৃষ্টি-মানাদি) প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী, শোক-পরিতাপ উত্তীর্ণ, নির্বাণমুক্ত ও নির্ভয় হইয়াছেন তাদৃশ পূজাই

বুদ্ধদিগকে অথবা তাঁহাদের শ্রাবকগণকে যাহারা পূজা করেন, কেহ তাহাদের পুণ্যের পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না।

১৫ সুখবগ্গো

১ সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো,

বেরিনেসু মনুসসেসু বিহরাম অবেরিনো ।১৯৭

এস, আমরা বৈরীদের মধ্যে অবৈরীভাব লইয়া বাস করি ;
হিংসাকারীদের মধ্যে এস, আমরা অহিংস হইয়া সুখে জীবন
ধারণ করি।

২ সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা,

আতুরেসু মনুসসেসু বিহরাম অনাতুরা ।১৯৮

এস, আমরা তুষাতুরদের মধ্যে অনাতুর হইয়া কালাতিপাত
করি ; অধীর মনুষ্যদের মধ্যে ধীর হইয়া সুখে অবস্থান
করি।

৩ সুসুখং বত জীবাম উসুসুকেসু অনুসুসুকা,
উসুসুকেসু মনুসেসু বিহরাম অনুসুসুকা । ১৯৯

বিষয়াসক্ত জনসাধারণের মধ্যে এস, আমরা অনাসক্ত হইয়া
সুখে জীবন যাপন করি। উৎসুকদের মধ্যে এস, আমরা
নিরুৎসুক হইয়া সুখে অবস্থান করি।

৪ সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নথি কিঞ্চনং,
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা । ২০০

যেহেতু আমাদের কোন কিঞ্চন বা প্রত্যাশা নাই, তজ্জগ্ন
আমরা অত্যন্ত সুখে জীবন যাপন করি; আভাস্বর (দীপ্তিমান)
দেবতাদের গ্ৰায় আমরা প্রীতি উপভোগ করি।

তুলনীয় :—

সুসুখং বত জীবামি যশ্চ মে নাস্তি কিঞ্চন ।
মিথিলায়ম্ প্রদীপ্তায়াম্ ন মে দহতি কিঞ্চন ।

—মহাভারত ১২শ পর্ব

৫ জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো,
উপসন্তো সুখং সেতি হিহা জয়পরাজয়ং । ২০১

যুদ্ধ জয় শত্রুর সৃষ্টি করে। পরাজিত অতিশয় দুঃখে কাল কাটায়। কিন্তু যিনি রাগদ্বेषাদি উপশম করিয়াছেন, তিনি জয়পরাজয় পরিহারপূর্বক শান্তিতেই জীবন যাপন করেন।

৬ নথি রাগসমো অগ্গি নথি দোসসমো কলি,
নথি খক্কসমা দুক্খা নথি সন্তিপারং সুখং ।২০২

রাগের সমান অগ্নি নাই, ঘেষের সমান কলি (পাপ) নাই।
পঞ্চস্কন্ধসদৃশ দুঃখ নাই। শান্তি অপেক্ষা উত্তম সুখ নাই।

৭ জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্ঘারা পরমা দুখা,
এতং ঐত্ত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং ।২০৩

ক্ষুধা কঠিনতম রোগ, সংস্কারসমূহ নিদারুণ দুঃখ, ইহা
যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানিগণ পরমসুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

৮ আরোগ্যপরমা লাভা সন্তুট্ঠি পরমং ধনং
বিস্‌সাসপরমা ঐত্তী নিব্বানং পরমং সুখং ।২০৪

আরোগ্য পরম লাভ; সন্তোষ পরম ধন; বিশ্বস্তলোকই
পরমাত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ।

৯ পবিবেকরসং পীত্বা রসং উপসমস্ চ,
নিদ্দরো হোতি নিপ্পাপো ধম্মপীতিরসং পিবং ।

যিনি বিবেকজ্ঞাত রস ও ক্লেশোপসমের রস আশ্বাদন
করিয়াছেন এবং লোকোত্তর ধর্মজনিত প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন,
তিনি নির্ভয় ও নিষ্পাপ হন ।

১০ সাধু দস্ সনমরিয়ানং সন্নিবাসো সদা সুখো,
অদস্ সনেন বালানং নিচ্চমেব সুখী সিয়া । ২০৬
আর্যগণের দর্শন শুভজনক ; সর্বদা তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভ
সুখপ্রদ । মুর্থগণের অদর্শনে মানুষ সততই সুখী হইয়া থাকে ।

১১ বালসঙ্গতচারী হি দীঘমদ্ধানং সোচতি,
হুক্খো বালেহি সংবাসো অমিত্তেনেব সব্বদা ;
ধীরো চ সুখসংবাসো ঐতীনং'ব সমাগমো । ২০৭

১২ তস্মাহি :
ধীরঞ্চ পঞ্ ঞ্চঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ
ধোরয়্ হসীলং বতবন্তুমারিয়ং,

তং তাদিসং সপ্পুরিসং স্মেধং
ভজ্জেথ নক্কত্তপথং' ব চন্দিমা ।২০৮

মুর্খের সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তির দীর্ঘকাল অনুশোচনা করিতে হয়। সর্বদা শত্রুসহবাসের জায় মুর্খের সহবাস দুঃখজনক এবং পণ্ডিতের সহবাস পরমাত্মীয় সম্মেলনের জায় স্বথকর।
তদ্বৎ—

চন্দ্র বেরূপ নক্ষত্রপথ অনুসরণ করে তদ্রূপ তোমরাও প্রজ্ঞাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, ধুরন্ধর, শীলবান্, ধৃতোজ্জ ব্রতসম্পন্ন, আৰ্য, মেধাবান্, সংপুরুষের অনুসরণ করিবে।

১৬ পিয়বগ্গো

- ১ অযোগে যুঞ্জমত্তানং যোগস্মিক্ অযোজয়ং,
অথং হিহা পিয়গ্গাহী পিহেত্তান্নুযোগিনং ।২০৯
- ২ মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি' অপ্পিয়েহি কুদাচনং,
পিয়ানং অদস্সনং ছুক্কং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং ।২১০

যিনি নিজেকে যোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া অযোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত করেন ও শ্রেয়ঃ ছাড়িয়া প্রিয়গ্রাহী হন, অতঃপর তিনি আত্মহিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের (আদর্শ) স্পৃহা করেন ।

প্রিয় কিংবা অপ্রিয় ব্যক্তিদের সহিত কদাচ সমাসক্ত হইও না, কারণ প্রিয়দের অদর্শন এবং অপ্রিয়দের দর্শন উভয়ই দুঃখকর ।

৩ তস্মা পিয়ং ন কয়িরাথ পিয়পায়োহি পাপকো,

গন্ত্ৱা তেসং ন বিজ্জন্তি যেসং নথি পিয়াপ্পিয়ং । ২১১

তদ্ব্যতীত [কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে] প্রিয় করিও না, কারণ প্রিয়বিয়োগ দুঃখকর ; ঐহাদের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই তাঁহাদের কোন বন্ধন থাকে না ।

৪ পিয়তো জায়তে সোকো পিয়তো জায়তে ভয়ং,

পিয়তো বিপ্পমুত্তস্স নথি সোকো কুতো ভয়ং । ২১২

প্রিয় হইতে শোক উৎপন্ন হয় । প্রিয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয় । যিনি প্রিয়ানুরক্তি হইতে মুক্ত তাঁহার শোক থাকে না— ভয়ের কথা কি ?

৫ পেমতো জায়তো সোকো পেমতো জায়তে ভয়ং,
পেমতো বিপ্পমুত্তস্স নথি সোকো কুতো ভয়ং ।

প্রেম হইতে শোক ও ভয় জন্মে, প্রেম হইতে মুক্ত ব্যক্তির
শোক কিংবা ভয় থাকিতে পারে না ।

৬ রতিয়া জায়তে সোকো রতিয়া জায়তে ভয়ং,
রতিয়া বিপ্পমুত্তস্স নথি সোকো কুতো ভয়ং । ২১৪

রতি (বিষয়াসক্তি) হইতে শোক উৎপন্ন হয় ; রতি হইতে
ভয় উৎপন্ন হয় । যে ব্যক্তি উহা হইতে বিমুক্ত তাঁহার শোক বা
ভয় নাই ।

৭ কামতো জায়তে সোকো কামতো জায়তে ভয়ং
কামতো বিপ্পমুত্তস্স নথি সোকো কুতো ভয়ং ।

কাম (বিষয়বাসনা) হইতে শোক উৎপন্ন হয় ; কাম হইতে
ভয় জন্মে । যিনি কামবিমুক্ত তাঁহার শোক ও ভয়
থাকে না ।

৮ তণ্‌হায় জায়তে সোকো তণ্‌হায় জায়তে ভয়ং,

তণ্‌হায় বিপ্পমুত্তস্‌স নথি সোকো কুতো ভয়ং ।২১৬

তৃষ্ণা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; যিনি তৃষ্ণাবিমুক্ত তাঁহার শোক থাকে না, ভয়ই বা কোথায় ?

৮ সীলদস্‌সনসম্পন্নং ধম্মট্ঠং সচ্‌চবেদিনং,

অন্তনো কস্মকুব্বানং তং জনো কুরুতে পিয়ং ।২১৭

যিনি শীলবান্‌, সম্যক্‌দর্শনসম্পন্ন, সদ্ধর্ম্মে স্থিত, সত্যবেদী, ও আত্মকর্তব্যসম্পাদনে নিযুক্ত, তিনি জনসাধারণের প্রিয় হন ।

১০ ছন্দজাতো অনক্‌খাতে মনসা চ ফুটো সিয়া,

কামেস্সু চ অপ্পটিবদ্ধচিত্তো উদ্ধং সোতো' তি

বুচ্‌চতি ।২১৮

যাহার চিত্ত বাসনায় অপ্রতিবদ্ধ (নির্লিপ্ত), যাহার হৃদয় [জ্ঞানালোকে] বিকশিত হইয়াছে এবং অনির্বচনীয় নির্বাণে যাহার অভিলাষ জন্মিয়াছে, সেই আর্যপুরুষ উর্ধ্বশ্রোতা নামে অভিহিত হন ।

- ১১ চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোথিমাগতং
 ঞ্জাতিমিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দতি আগতং ।২১৯
- ১২ তথেব কতপুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং,
 পুঞ্ঞানি পতিগগ্হন্তি পিয়ং ঞ্জাতী'ব আগতং ।

দীর্ঘদিন প্রবাসী দূরদেশ হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলে জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদ্বর্গ যেমন তাঁহার আগমন অভিনন্দন করে, তদ্রূপ পুণ্যবানও ইহলোক হইতে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুণ্যসমূহ আগত প্রিয়জ্ঞাতির দ্বারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করে ।

১৭ কোথবগ্গো

- ১ কোথং জহে বিপ্পজহেয়া মানং,
 সঞ্ঞোজনং সৰ্ব্বমতিক্কমেয়া,
 তং নামরূপস্মিং অসজ্জমানং,
 অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্খা ।২২১

ক্রোধ সংবরণ কর, অভিমান পরিত্যাগ কর, সর্ববিধ সংযোজন অতিক্রম কর। যিনি নামরূপের প্রতি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন, দুঃখরাশি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে না।

২ যো বে উপ্পতিতং কোধং রথং ভস্তুং'ব ধারয়ে,
তমহং সারথিং ক্রমি রস্মিগ্গহো ইতরো জনো ।২২২

ধাবমান রথের গতিবেগ সংবরণের ন্যায় যিনি উৎপন্ন ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ, আমি তাঁহাকেই প্রকৃত সারথি বলি, অপর ব্যক্তির বলুগাধারী মাত্র।

৩ অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং ।২২৩

মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে; সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে; ত্যাগের দ্বারা কুপণকে জয় করিবে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে।

তুলনীয় :—

অক্কোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ ।

জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানুতম্ ॥

—মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব ৩৮।৭৩-৭৪

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ

অসাধুতা সাধু আচরণে ।

অসত্য জিনিবে সত্যে

কদর্ষে করিবে বশ ধনে ॥

—পণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম ২।৮

৪ সচ্চং ভণে, ন কুজ্জ্বোয্য, দজ্জাপ্পস্মিম্পি যাচিতো,
এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে ।২২৪

সত্য বলিও, ক্রোধ করিও না ; প্রার্থিত হইয়া সামান্য কিছু
দান করিও । এই ত্রিবিধ উপায়ে দেবগণের সান্নিধ্যে গমন
করিবে ।

৫ অহিংসকা য়ে মুনয়ো নিচ্চং কায়েন সংবুতা
তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যথ গন্তা ন সোচরে ।২২৫

যে সকল মুনি অহিংসাপরায়ণ এবং সতত কায়-সংযত, তাঁহারা
এমন অচ্যুত স্থানে (নির্বাণে) গমন করেন, যেখানে গিয়া
শোক করিতে হয় না ।

৬ সদা জাগরমানানং অহোরতানুসিক্খিনং,
নিব্বানং অধিমুত্তানং অথং গচ্ছন্তি আসব। ১২২৬

যাহারা সর্বদা স্মৃতিমান, অহোরাত্র শিক্ষানুশীলনে রত,
যাহারা নির্বাণ অভিলাষী তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তিসমূহ অন্তর্মিত হয়।

৭ পোরাণমেতং অতুল, নেতং অজ্জতনামিব,
নিন্দন্তি তুণ্হিমাসীনং নিন্দন্তি বহুভাগিনং,
মিতভাগিনম্পি নিন্দন্তি নথি লোকে অনিন্দিতো।

৮ ন চাচ্ছ ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি,
একস্তুং নিন্দিতো পোসো একস্তুং বা পসংসিতো।

হে অতুল, লোকে নীরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন নিন্দা করে,
বহুভাষীকে এবং মিতভাষীকেও তেমনই নিন্দা করে—ইহা
আজিকার (অজতন) কথা নহে, ইহা চিরকালেরই (পোরাণ)
কথা। একান্ত নিন্দিত কিংবা একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি অতীতে
ছিল না, ভবিষ্যতে হইবে না এখনও বিদ্যমান নাই।

৯ যঞ্চে বিঞ্‌ঞু পসংসন্তি অম্মুবিচ্চ সুবে সুবে,
অচ্ছিদ্দবুত্তিং মেধাবিং পঞ্‌ঞাসীলসমাহিতং ।২২৯

১০ নেক্‌খং জম্বোনদস্‌সেব কো তং নিন্দিতুমরহতি ?
দেবাপি তং পসংসন্তি ব্রহ্মণাপি পসংসিতো ।২৩০

যদি বিজ্ঞগণ, কোন নিষ্কলঙ্কবৃত্তি, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্, শীল-
সম্পন্ন ও সমাধিপরায়ণ ব্যক্তিকে দিনের পর দিন বিচার করিয়া
প্রশংসা করেন, তবে জম্বুনদ (স্বর্ণ) নির্মিত নিষ্ক (কণ্ঠাভরণ)
যেমন কেহ নিন্দা করে না, তেমন তাঁহাকেও কে নিন্দা করিতে
সক্ষম ? দেবতাগণও তাঁহাকে প্রশংসা করেন, ব্রহ্মাকর্তৃকও তিনি
প্রশংসিত ।

১১ কায়প্পকোপং রক্‌খেয়্য কায়েন সংবুতো সিয়া
কায়ত্‌ত্‌চরিতং হিত্বা কায়েন সুচরিতং চরে ।২৩১

শারীরিক অত্যাচার দমন করিবে ; কায়-সংযত হইবে ।
কায়-ত্‌ত্‌চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া কায়-সুচরিত্র হইবে ।

১২ বচীপকোপং রক্‌খেয়্য বাচায় সংবুতো সিয়া,
বচীত্‌ত্‌চরিতং হিত্বা বাচায় সুচরিতং চরে ।২৩২

বাচনিক প্রকোপ দমন করিবে, বাক্যে সংযত হইবে।
বাক্-দুশ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া বাক্-সুচরিত হইবে।

১৩ মনোপকোপং রক্খৈয়্য মনসা সংবুতো সিয়া
মনোহুচ্চরিতং হিহা মনসা সুচরিতং চরে।২৩৩

মানসিক প্রকোপ দমন করিবে, মন সংযত হইবে। মানসিক
দুশ্চরিত্রতা বর্জন করিয়া মনঃসুচরিত হইবে।

১৪ কায়েন সংবুতা ধীরা অথো বাচায় সংবুতা,
মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা।২৩৪

যে ধীরগণ কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত হন,
তঁাহারাই সর্বতোভাবে সুসংযত।

১৮ মলবগ্গো

১ পণ্ডুপলাসো'ব দানি'সি,
যম পুরিসাপি চ তমুপট্ঠিতা,
উয্যোগমুখে চ তিট্ঠেসি
পাথেয়্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি।২৩৫

২ সো করোহি দীপমন্তনো থিপ্পং বায়াম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো দিব্বং অরিয়ভূমিমেহিসি ।২৩৬

এখন তুমি (পতনোমুখ) পাণ্ডুপত্রের ত্রায় হইয়াছ, যমদূতেরা
তোমার সমীপে উপস্থিত; তুমি এখন মৃত্যুমুখে অবস্থিত
অথচ তোমার নিকট [পুণ্যরূপ] পাথেয় নাই। সুতরাং তুমি
নিজের জন্ম দ্বীপ [সুরক্ষিত আশ্রয়] গঠন কর। তজ্জন্ম
অবিলম্বে উদ্ধম কর ও পণ্ডিত হও। তুমি নির্মল নিষ্কাম হইয়া
দিব্য আৰ্যভূমিতে (ব্রহ্মলোকে) উপনীত হও।

৩ উপনীতবয়ো চ দানি'সি

সম্পয়াতো'সি যমস্স সন্তিকে,
বাসোপি চ তে নথি অন্তরা
পাথেয়্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি ।২৩৭

৪ সো করোহি দীপমন্তনো থিপ্পং বায়াম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।

এখন তোমার বয়স হইয়াছে, মৃত্যুর সমীপে অগ্রসর হইতেছ,

পথিমধ্যে তোমার কোন বিশ্রামস্থান নাই অথচ তোমার পাথেয়
সঞ্চয় নাই। স্মৃতরাং তুমি নিজের জন্ত পুণ্যরূপ দ্বীপ (আশ্রয়)
গঠন কর, সত্বর উদ্যোগী ও পণ্ডিত হও, নির্মল ও তৃষ্ণাহীন হও,
তাহা হইলে পুনরায় জন্মজরার অধীন হইবে না।

৫ অনুপূর্ব্বেন মেধাবী থোকথোকং খণে খণে,
কম্মারো রজতস্বেব নিদ্ধমে মলমত্তনো।২৩৯

স্বর্ণকার যেমন বারংবার উত্তাপ প্রয়োগের দ্বারা রজতের মল
পরিহার করে, তদ্রূপ মেধাবী ব্যক্তি ও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করিয়া
আপনার মল বিদূরিত করিবেন।

৬ অয়সা'ব মলং সমুট্ঠিতং তদুট্ঠায় তমেব খাদতি,
এবং অতিধোনচারিনং সক কম্মানি নয়ন্তি দুগ্গতিং।

লৌহজাত ময়লা যেমন নিজ উৎপত্তিস্থানকেই ক্ষয় করে,
তদ্রূপ অত্যাচারী ব্যক্তিকে স্বকৃত কর্মসমূহই দুর্গতিগ্রস্ত করে।

৭ অসজ্জ্বায়মলা মন্তা অনুট্ঠানমলা ঘরা,
মলং বণ্ণস্ কোসজ্জং পমাদো রক্খতো মলং।২৪১

পুনঃপুনঃ আবৃত্তি (অভ্যাস) না করা মস্তের মল, অল্পতমই
গৃহবাসের মল, আলস্ত শারীরিক (মৌন্দর্ঘ্যের) মল এবং রক্ষকের
মল অসাধনতা ।

৮ মলিথিয়া তুচ্চরিতং মচ্ছেরং দদতো মলং,

মলাবে পাপকা ধম্মা অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ ।২৪২

৯ ততো মলা মলতরং অবিজ্জা পরমং মলং,

এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্ষবো ।২৪৩

দুশ্চরিত্রতা স্ত্রীলোকের মল, মাংসর্ষ দাতার মল, ইহলোক ও
পরলোকে পাপকর্মসমূহ মলস্বরূপ । এই সকল মল অপেক্ষা
অধিকতর মল অবিজ্ঞা । ভিক্ষুগণ, এই মল পরিহারপূর্বক
তোমরা নির্মল হও ।

১০ সুজীবং অহিরিকেন কাকসুরেন ধংসিনা,

পক্খন্দিনা পগব্‌ভেন সঙ্কিলিট্ঠেন জীবিতং ।২৪৪

যে খাণ্ডসংগ্রহে নির্লজ্জ কাকের গায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টকারী,
দুঃসাহসী, প্রগল্ভ এবং যে কলঙ্কিতজীবন যাপন করে, তাহার
পক্ষে জীবিকানির্বাহ সহজ ।

১১ হিরীমতা চ দুজ্জীবং নিচ্চং সুচিগবেসিনো,
অলীনেন'প্পগব্ভেন সুদ্ধাজীবেন পস্সতা ।২৪৫

যিনি পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন, সর্বদা জীবনের
পবিত্রতা অব্বেষণ করেন, অপ্রগল্ভ বা উচ্ছৃঙ্খলতাহীন ও শুদ্ধ-
জীবিকা আদর্শ করেন, তাদৃশ ধার্মিকের জীবিকানির্বাহ কষ্টসাধ্য ।

১২ যো পাণং অতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,
লোকে অদিন্নং আদিয়েতি পরদারঞ্চ গচ্ছতি ।২৪৬

১৩ সুরামেরেয় পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেবমেসো লোকস্মিং মূলং খনতি অন্তনো ।২৪৭

১৪ এবং ভো পুরিস, জানাহি পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
মা তং লোভো অধম্মো চ চিরং দুক্খায় রদ্ধয়্যাং ।২৪৮

জগতে যে প্রাণিহিংসা করে, অদত্ত দ্রব্য অপহরণ করে ও
পরদার গমন করে, মিথ্যাকথা বলে, যে সুরা প্রভৃতি মাদক
-দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়—ইহজীবনেই সে আপন স্নেহের মূল
উৎপাটিত করে । হে পুরুষ, এই প্রকার অসংযম ও পাপাচার

জানিয়া রাখ; লোভ ও অধর্ম যেন দীর্ঘকাল দুঃখের নিমিত্ত
তোমাকে অবরুদ্ধ না করে।

১৫ দদাতি বে যথাসদ্ধং যথাপসাদনং জনো,
তথ যো মঙ্কু ভবতি পরেসং পানভোজনে;
ন সো দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি। ১২৪৯

১৬ যস্ স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং,
সবে দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি। ১২৫০

মানুষ স্বীয় শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা অনুসারে দান করে। তথায়
অপরের খাওয়া পানীয়ের প্রতি যে ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত (মঙ্কু) হয়,
সে দিবা কিংবা রাত্রিতে কদাপি সমাধিলাভ করিতে পারে না।
কিন্তু যার সেই ঈর্ষা সমুচ্ছিন্ন, মূলোৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট
হইয়াছে, তিনিই দিবারাত্রি সমাধি লাভ করিয়া থাকেন।

১৭ নথি রাগসমো অগ্গি নথি দোসসমো গহো,
নথি মোহসমং জালং নথি তণ্হাসমা নদী। ১২৫১

আসক্তির ত্রায় অগ্নি নাই, দ্বেষসম গ্রহ (গ্রাসকারী) নাই,
মোহের ত্রায় জাল নাই ও তৃষ্ণার ত্রায় নদী নাই।

১৮ সুদসং বজ্জমএংএসং অন্তনো পন ছুদসং,
 পরেসং হি সো বজ্জানি ওপুণাতি যথাভুসং ;
 অন্তনো পন ছাদেতি কলিং'ব কিতবা সঠো ।২৫২

অপরের দোষ সহজেই চোখে পড়ে, নিজের দোষ দেখা কঠিন। মানুষ যেমন করিয়া বাতাসে শস্ত্রের ভূষি উড়াইয়া দেয়, তেমনিভাবে পরের দোষগুলিও প্রচার করিয়া থাকে। আর ধূর্ত ব্যাধের আত্মগোপনের ত্রায় মানুষ স্বীয় দোষ গোপন করে।

১৯ পরবজ্জানুপস্‌সিস্‌ নিচ্‌চং উজ্‌ঝানসএংএনো,
 আসবা তস্‌স বড্‌টন্তি আরা সো আসবক্‌খয়া ।২৫৩

যে সর্বদা পরের ছিদ্রাঘ্বেষণ ও অপরকে ভৎসনা করে, তাহার দোষসমূহ (আশ্রব) বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে আশ্রবক্ষয় হইতে দূরবর্তী হয়।

২০ আকাসেব পদং নথি সমণো নথি বাহিরে

পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চা তথাগতা ।২৫৪

আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তেমন [এই সর্বজ্ঞ-শাসনের] বাহিরে শ্রমণ [আর্য শ্রাবক] নাই। জনগণ (তৃষ্ণাদি) প্রপঞ্চে নিরত, তথাগতগণ নিপ্পপঞ্চ হইয়াছেন।

২১ আকাশে ব পদং নথি সমণো নথি বাহিরে,

সজ্জারা সস্ফুটতা নথি নথি বুদ্ধানমিঞ্জিতং ।২৫৫

আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তদ্রূপ আর্ষ-মার্গের বর্হিভূত
শ্রমণ নাই। সংস্কারসমূহ শাস্ত্রত নহে এবং বুদ্ধগণের চাঞ্চল্য
নাই। (বুদ্ধগণ নিয়তই অবিচলিত থাকেন।)

১৯ ধম্মট্টবগ্গো

১ ন তেন হোতি ধম্মট্টো যেনথং সহসা নরে,

যো চ অথং অনথঞ্চ উভো নিচ্ছৈয়্য পণ্ডিতো ।২৫৬

২ অসাহসেন ধম্মেন সমেন নয়তী পরে,

ধম্মসুস গুত্তো মেধাবী ধম্মট্টো'তি পবুচ্চতি ।২৫৭

যিনি বিচারে (রাগ, ঘৃণা, মোহ ও ভয় বশতঃ) পক্ষপাতিত্ব
করেন তদ্বারা তিনি ধর্ম্মস্থ (গ্রাম্য বিচারক) হইতে পারেন না।
যে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ উভয় দিক বিবেচনা করেন,
যিনি গ্রাম্যতঃ নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হইয়া (অপরাধাত্মরূপ)

অপরের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেন তিনি ত্রায়-ধর্মের রক্ষক,
বুদ্ধিমান ও সুবিচারক বলিয়া উক্ত হন।

৩ ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহু ভাসিত,
খেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতো'তি পবুচ্চতি ।২৫৮

যদি কেহ অধিক পরিমাণে কথা বলে তবে সে তদ্বারা পণ্ডিত
হয় না; যিনি সহিষ্ণু, দয়ালু ও নির্ভীক তিনিই পণ্ডিত বলিয়া
অভিহিত হ'ন।

৪ ন তাবতা ধম্মধরো যাবতা বহু ভাবতি,
যো চ অপ্পম্পি সুত্থান ধম্মং কায়েন পস্সতি,
স বে ধম্মধরো হোতি যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি ।২৫৯

যিনি যত অধিক ভাষণ করুন না কেন তাহাতে তিনি ধর্মধর
হইতে পারেন না। যিনি অল্পমাত্র ধর্মকথা শুনিয়া নিজের
জীবনে তাহা আচরণ করেন এবং ধর্মে অগ্রমত্ত থাকেন তিনিই
প্রকৃত ধর্মধর।

৫ ন তেন থেরো হোতি যেন'স্স পলিতং সিরো
পরিপক্কো বয়ো তস্স মোঘজিন্নো'তি ব্বুচ্চতি ।

শির-কেশ পক হইয়াছে বলিয়া কেহ স্থবির [প্রবীণ] হয় না ;
তাহার বয়স পরিপক, বার্ধক্য নিরবৰ্থক বলা চলে ।

৬ যম্‌হি সচ্ছ্‌ ধম্মো চ অহিংসা সঞ্‌ঞমো দমো,
স বে বন্তমলো ধীরো থেরো' তি পবুচ্চ'তি ।২৬১

যাহার মধ্যে আৰ্যসত্য, নবলোকোত্তর ধর্ম, অহিংসা, সংযম
ও ইন্দ্রিয়-সংবরণ বিদ্যমান—সেই নির্মল, জ্ঞানবান পুরুষকেই
স্থবির বলা হয় ।

৭ ন বাক্করগমত্তেন বগ্গপোক্কখরতায় বা
সাধুরূপো নরো হোতি ইস্সুকী মচ্ছ'রী সঠো ।২৬২

৮ যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং,
স বন্তদোসো মেধাবী সাধুরূপো'তি বুচ্চ'তি ।২৬৩

কেবল জ্ঞমধুর বাক্যবিজ্ঞাস কিম্বা শারীরিক বর্ণসৌন্দর্যদ্বারা
ঈর্ষুক, মাৎসর্যপরায়ণ ও শঠব্যক্তি কদাপি সাধু বা মহাত্মা হয়
না । যাহার এই সকল দোষ সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট
হইয়াছে সেই নির্দোষ প্রজ্ঞাবান পুরুষই সাধু উক্ত হ'ন ।

৯ ন মুণ্ডকেন সমণো অবত্তো অলিকং ভণং,
ইচ্ছা লোভসমাপন্নো সমণো কিং ভবিস্সতি ।২৬৪

ধুতাক্ষ ব্রতহীন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়া কেবল শিরমুণ্ডন
দ্বারা শ্রমণ হয় না। কামনা ও ভোগস্পৃহাসম্পন্ন লোক কি
প্রকারে শ্রমণ হইবে?

১০ যো চ সমেতি পাপানি অনুংখুলানি সৰ্বসো,
সমিতত্তা হি পাপানং সমণো'তি পবুচ্চতি ।২৬৫

যাহার সূক্ষ্ম ও স্থূল সকল প্রকার পাপ সর্বতোভাবে উপশম
হইয়াছে তদ্বৈতু তিনি শ্রমণ বলিয়া অভিহিত হ'ন।

১১ ন তেন ভিক্খু হোতি যাবতা ভিক্খুতে পরে,
বিস্সং ধম্মং সমাদয় ভিক্খু হোতি ন তাবতা ।২৬৬

অপরের নিকট ভিক্ষা দ্বারা কেহ ভিক্ষু হয় না; বিষম
পাপাচার অনুশীলনের দ্বারা কেহ সত্যিকার ভিক্ষু হইতে
পারে না।

১২ যো'ধ পুণ্ড্ৰপ্পা পাপঞ্চ বাহেত্তা ব্রহ্মচারিয়বা
সঙ্খায় লোকে চরতি সবে ভিক্খু'তি বুচ্চতি ।২৬৭

জগতে যিনি পাপপুণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মচর্যবান হন
এবং ইহলোকে সজ্ঞানে বিচরণ করেন তিনিই ভিক্ষু বলিয়া
অভিহিত হন।

১৩ ন মোনেন মুনি হোতি মূল্হরূপো অবিদ্বশু,
যো চ তুলং'ব পগ্গয়,হ বরমাদায় পণ্ডিতো ।২৬৮

১৪ পাপানি পরিবজ্জেতি স মুনী তেন সো মুনি ;
যো মুনাতি উভো লোকে মুনি তেন পবুচ্চতি ।২৬৯

মুচ অবিদ্বান্ লোক কেবল মৌনাবলম্বন দ্বারা মুনি হয় না।
যে পণ্ডিত ব্যক্তি তুলাদণ্ড গ্রহণের আয় শ্রেয়ঃ গ্রহণ করিয়া
পাপসমূহ পরিবর্জন করেন তদ্বারা তিনিই মুনি হন। যিনি
(অস্তর-বাহির) উভয় লোক মনন করিতে সমর্থ তিনিই মুনি
বলিয়া অভিহিত হন।

১৫ ন তেন অরিয়ো হোতি যেন পাণানি হিংসতি,
অহিংসা সর্বপাণানং অরিয়ো'তি পবুচ্চতি ।২৭০

যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে তদ্বারা সে আর্ষ হইতে

পারে না ; যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসভাবাপন্ন তিনিই আর্থ বলিয়া কথিত হন ।

১৬ ন সীলব্ধতমন্তেন বাহুসচ্চেন বা পুন,

অথবা সমাধিলাভেন বিবিচ্ছসয়নেন বা ।২৭১

১৭ ফুসামি নেক্খম্মসুখং অপুথুজ্জনসেবিতং,

ভিক্ষু ! বিস্মাসমাপাদি অপ্পত্তো আসবক্খয়ং ।

কেবল শীল ও ব্রত, বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, [লৌকিক] সমাধিলাভ, কিংবা নির্জনবাস দ্বারা অথবা ‘আমি সাধারণের অনধিগম্য নিষ্কাম (অনাগামী) সুখ অনুভব করিতেছি,’ এই ভাবিয়া হে ভিক্ষু, আশ্রবক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করিওনা, অর্থাৎ ক্লান্ত হইও না ।

২০ মগ্গবগ্গো

১ মগ্গানট্টজ্জিকো সেট্টো সচ্চানং চতুরো পদা,

বিরাগো সেট্টো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্খুমা ।২৭৩

২ এসো ব মগ্গো নথঞ্ঞো দস্সনস্স বিন্ণুদ্বিয়া,

এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারস্সেতং পমোহনং ।২৭৪

মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যের মধ্যে চতুরার্যসত্য, ধর্মের মধ্যে বিরাগ এবং দ্বিপদগণের মধ্যে চক্ষুমান্হই শ্রেষ্ঠ। দর্শনবিস্তৃদ্ধির নিমিত্ত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ, অগ্র পথ নাই। তোমরা এই মার্গই অবলম্বন কর; ইহা মারকে সম্বোধিত করে।

- ৩ এতং হি তুম্হে পটিপন্না দুক্খসুসন্তং করিসুসথ,
অকুখাতো বে ময়া মগ্গো অঞ্ঞায় সল্লসন্তনং ।২৭৫
৪ তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অকুখাতারো তথাগতা,
পটিপন্না পমোকুখন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা ।২৭৬

এই মার্গ অনুসরণ করিয়া তোমরা দুঃখের অন্ত করিবে। (দুঃখ) শল্য উৎপাটনের উপায় জানিয়াই আমি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপদেশ করিয়াছি। উত্তম তোমাদিগকেই করিতে হইবে; তথাগতগণ ধর্ম-ব্যাখ্যাতা মাত্র। এই মার্গাবলম্বী ধ্যানিগণ মারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

স্মরণীয় :—

সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য যামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

—গীতা ১৮।৬৬

সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর।
আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিওনা।

৫ সর্ব্বে সঙ্খারা অনিচ্ছা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্ষে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।২৭৭

ষাবতীয় সংস্কার অনিত্য ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞাধারা
উপলব্ধি করেন তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরাগপ্রাপ্ত হন,
ইহাই বিসুদ্ধির মার্গ।

৬ সর্ব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্ষে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।২৭৮

সকল সংস্কার দুঃখময় ইহা যখন যোগী প্রজ্ঞাধারা দর্শন করেন,
তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরক্ত হন, ইহাই বিসুদ্ধির মার্গ।

৭ সর্ব্বে ধম্মা অনত্তা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্ষে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।২৭৯

সকল পদার্থ (ধর্ম) অনাত্ম ইহা যখন ধ্যানী প্রজ্ঞাধারা
প্রত্যক্ষ করেন তখন তিনি দুঃখের প্রতি উৎকণ্ঠিত হন ইহাই
বিসুদ্ধিলাভের পথ।

৮ উট্ঠানকালম্হি অনুট্ঠহানো
 যুবা বলী আলসিয়ং উপেতো,
 সংসন্নসংকপ্পমনো কুসীতো
 পঞ্ঞায় মগ্গং অলসো ন বিন্দ্ভতি ।২৮০

উত্তমের সময়ে যে উত্তমহীন, তরুণ ও শক্তিমান হইয়াও
 যে আলস্যযুক্ত, সংকল্পে অবসন্নচিত্ত, হীনবীৰ্য, নিকৃৎসাহী, সেই
 ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ লাভ করিতে পারে না।

৯ বাচামুরক্খী মনসা সুসংবুতো
 কায়েন চ অকুসলং ন কয়িরা,
 এতে তয়ো কস্মপথে বিসোধয়ে
 আরাধয়ে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং ।২৮১

বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে এবং
 কায়িক অকুশল করিবে না, এই ত্রিবিধ কর্মপথ বিশুদ্ধ রাখিবে;
 এইরূপে ঋষি-প্রবেদিত মার্গ আরাধনা করিবে।

১০ যোগা বে জায়তী ভূরি অযোগা ভূরিসম্ময়ো,
 এতং দ্বেধাপথং ঞ্জহা ভবায় বিভবায় চ,
 তথ'ত্তানং নিবেসেয়্য যথা ভূরি পবড্ভতি ।২৮২

যোগ (সাধনা) হইতে প্রজ্ঞা জন্মে, যোগ ব্যতীত প্রজ্ঞা ক্ষয় হয়। প্রজ্ঞাবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাক্ষয়ের এই দ্বিবিধ উপায় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে প্রজ্ঞাবৃদ্ধি পায় তদ্রূপ কার্যে আপনাকে নিয়োজিত রাখিবে।

১১ বনং ছিন্দথ মা ক্কুখং বনতো জায়তে ভয়ং,
ছেত্তা বনঞ্চ বনথঞ্চ নিব্বনা হোথ ভিক্খবো !২৮৩

১২ যাবং হি বনথো ন ছিজ্জতি
অণুমত্তো পি নরস্স নারিস্স
পটিবদ্ধমনো 'ব তাব সো
বচ্ছে। খীরপকো 'ব মাতরি ।২৮৪

ভিক্ষুগণ, (লালসার) বন ছেদন কর, বৃক্ষ (দুঃখ বিশেষ) কাটিও না। বন হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়; বন ও বনথ (ঝোপ) ছেদন করিয়া তোমরা নির্বন (বাসনামুক্ত) হও।

যতদিন নারীদের প্রতি নরের অণুমাত্র বাসনাও অচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন মাতার প্রতি আসক্ত স্তন্যপায়ী বৎসের গ্রাঘ তাহার চিন্তাও নারীতে আবদ্ধ থাকিবে।

১৩ উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো কুমুদং সারদিকং 'ব পাণিনা,
সন্তিমগ্গমেব ক্রহয় নিব্বানং সুগতেন দেসিতং ।২৮৫

হস্ত দ্বারা শারদীয় কুমুদ উৎপাটনের ভ্রায় তোমার নিজের
স্নেহাসক্তি (তৃষ্ণা) উচ্ছেদ কর। শাস্তিমার্গ অনুশীলন কর।
নিব্বানমার্গ সুগত কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

১৪ ইধ বসুং বসিস্সামি ইধ হেমন্তগিম্বিস্সু,
ইতি বালো বিচিস্তেতি অন্তরায়ং ন বুজ্জতি ।২৮৬

বর্ষায় এইস্থানে, হেমন্তে ও গ্রীষ্মে এইস্থানে বাস
করিব, নির্বোধ এইরূপ চিন্তা করে। (জীবনের) অন্তরায়
(অবসান) সে জানিতে পারে না।

১৫ তং পুত্তপস্সস্মত্তং ব্যাসত্তমানসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘো 'ব মচ্ছু আদায় গচ্ছতি ।২৮৭

পুত্র, পশু আদি বিষয় সম্পদে যে ব্যক্তি প্রমত্ত ও আসক্তমনা,
এমন ব্যক্তিকে মৃত্যু (অতৃপ্ত অবস্থাতেই হঠাৎ) লইয়া যায়
যেমন মহাপ্লাবন সুপ্তগ্রামকে (ভাসাইয়া) লইয়া যায়।

১৬ ন সন্তি পুত্তা তাণায় ন পিতা ন' পি বন্ধবা,

অন্তকেনাধিপন্নস্ স নথি ঐতীসু তাণতা ।২৮৮

(মৃত্যু হইতে) ভ্রাণকল্পে পুত্রগণও নাই, পিতাও নাই, বন্ধুগণও নাই; সমাক্রান্তের ভ্রাণকার্য জ্ঞাতিগণের দ্বারা সম্ভব নয়।

১৭ এতমথবসং ঐত্বা পণ্ডিতো সীলসংবুতো

নিব্বানগমনং মগ্গং থিপ্পমেব বিসোধয়ে ।২৮৯

(নিজেই নিজের ভ্রাণকর্তা—অপর কেহ নহে) এই তত্ত্ব অবগত হইয়া পণ্ডিত ও সংযতচরিত্র ব্যক্তি নির্বাণমার্গ অবিলম্বে বিশোধিত করিবেন।

২১ পকিগ্গকবগ্গো

১ মত্তাসুখপরিচ্চাগা পস্ সে চে বিপুলং সুখং,

চক্ষে মত্তাসুখং ধীরো সম্পস্ সং বিপুলং সুখং ।২৯০

যদি স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ হেতু বিপুল সুখের সম্ভাবনা

দেখা যায় তবে ধীর ব্যক্তি বিপুল সুখের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া সামান্য সুখ (অবশ্যই) ত্যাগ করিবেন।

২ পরহুক্খূপদানেন যো অন্তনো সুখমিচ্ছতি,
বেরসংসর্গসংসট্ঠো বেরা সো ন পরিমুচ্ছতি ।২৯১

যে পরকে দুঃখ দিয়া নিজের সুখ ইচ্ছা করে সেই বৈরসংসর্গসংসট্ঠ (বৈরবিজড়িত) ব্যক্তি বৈর হইতে মুক্তি পায় না।

৩ যং হি কিচ্চং তদপবিদ্ধং অকিচ্চং পন কয়িরতি,
উন্নলানং পমস্তানং তেসং বড্ঢন্তি আসবা ।২৯২

যাহাদের কৃত্য পরিত্যক্ত অথচ অকৃত্য কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই উদ্ধত ও প্রমত্তদের আশ্রবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উন্নলানং—উদ্ধত ; চাইন্ডাসের মতে ‘মন্দ অভিপ্রায়’।

৪ যেসঞ্চ সুসমারদ্ধা নিচ্চং কায়গতা সতি,
অকিচ্চং তে ন সেবন্তি কিচ্চে সাতচ্চকারিনো,
সতানং সম্পজ্ঞানানং অথং গচ্ছন্তি আসবা ।২৯৩

যাহাদের নিত্যই কায়গতস্বতি সুঅভ্যাস, তাঁহারা
কদাপি অকৃত্যের সেবা করেন না, সততই কৃত্যে রত থাকেন।
ঈদৃশ স্মৃতিমান্ প্রাজ্ঞদের আশ্রয়মূহ অন্তর্গত হয়।

৫ মাতরং পিতরং হস্তা রাজানো দে চ খত্তিয়ে,
রট্টং সানুচরং হস্তা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।২৯৪

মাতা (তৃষ্ণা), পিতা (অহংকার), দুইজন ক্ষত্রিয় রাজা
(শাস্তদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি) এবং সানুচর রাষ্ট্রকে (ইন্দ্রিয় ও
বিষয়ানুরাগকে) বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণ অনঘ (পাপমুক্ত) হন।

৬ মাতরং পিতরং হস্তা রাজানো দে চ সোথিয়ে,
বেয়্যগ্ঘপঞ্চমং হস্তা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।২৯৫

তৃষ্ণারূপ মাতা, অহংকাররূপ পিতা, শাস্ত ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ
দুইজন শ্রোত্রিয় রাজা এবং পঞ্চম ব্যাঘ্ররূপ ধ্যানাবরণসমূহ
উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হন।

৭ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং বুদ্ধগতা সতি।২৯৬

যাঁহাদের শ্রুতি দিবারাত্রি নিত্য বুদ্ধগত, সেই গৌতম-
শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৮ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি সদা গৌতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং ধম্মগতা সতি।২৯৭

যাঁহাদের শ্রুতি দিবারাত্রি নিরন্তর ধর্মগত, সেই গৌতম-
শ্রাবকগণ সর্বদা উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৯ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি সদা গৌতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং সঙ্ঘগতা সতি।২৯৮

দিবারাত্রি নিরন্তর যাঁহাদের শ্রুতি সংঘগত, সেই গৌতম-
শিষ্ণুগণ সদা জাগ্রত থাকেন।

১০ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি সদা গৌতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং কায়গতা সতি।২৯৯

দিবারাত্রি যাঁহাদের কায়গতশ্রুতি নিত্য সক্রিয় থাকে,
গৌতমবুদ্ধের সেই শ্রাবকগণ সর্বদা উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

১১ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি সদা গৌতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ অহিংসায় রত্তো মনো।৩০০

যাঁহাদের মন দিবারাত্রি অহিংসায় নিত্য নিরত, সেই
গৌতমশ্রাবকগণ সর্বদা জাগ্রত আছেন।

১২ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি সদা গৌতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ ভাবনায় রত্তো মনো। ৩০১

যাঁহাদের মন দিবারাত্রি অলুক্ষণ ভাবনায় (ধ্যানে) রত,
সেই গৌতমশ্রাবকগণ সদাজাগ্রত আছেন।

১৩ দুপ্পবজ্জং দুৱভিরমং দুৱাবাসা ঘৱা দুখা,
দুক্খো' সমানসংবাসো দুক্খানুপতিতকুগু,
তস্মা ন চ'কুগু সিয়া ন চ দুক্খানুপতিতো সিয়া। ৩০২

প্রব্রজ্যা দুঃসাধ্য ও দুৱভিরম্য (নিরানন্দময়) ; গার্হস্থ্যজীবন
দুঃসাধ্য ও দুঃখময়। অসমান লোকের সঙ্গে বাস দুঃখজনক।
[জন্মান্তরের] পথিক দুঃখে পতিত হয়। স্তৱাং পথিক
হইও না এবং দুঃখে পতিত হইও না।

১৪ সন্ধো সীলেন সম্পন্নো যসোভোগসমপ্পিতো,
যং যং পদেসং ভজ্জতি তথ তথৈব পূজ্জিতো। ৩০৩

শ্রদ্ধাবান্, শীলসম্পন্ন, যশস্বী ও ভোগী পুরুষ যে যে প্রদেশে
উপস্থিত হন সেখানেই তিনি সম্মানিত হন ।

১৫ দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো' ব পব্বতো,
অসন্তেথ ন দিস্সন্তি রত্তিথিত্তা যথা সরা । ৩০৪

সংপুরুষ হিমবান্ পর্বতের গ্রাম দূর হইতেও প্রকাশিত হন,
কিন্তু অসং ব্যক্তি রাতে নিক্ষিপ্ত শরের গ্রাম দৃশ্য হয় না ।

১৬ একাসনং একসেয়্যং একোচরমতন্দিতো,
একো দময়মত্তানং বনন্তে রমিতো সিয়া । ৩০৫

যিনি একাসননিষন্ন, একশয্যাশায়ী ও অতল্প একচারী হইয়া
একান্তভাবে নিজেকে দমন করেন, তিনি বনান্তে (নির্জনবাসে)
প্রীতিলাভ করেন ।

২২ নিরয়বগ্গো

১ অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি

যো বা'পি কত্তা ন করোমীতি চা'হ,

উভো পি তে পেচ্চ সমা ভবন্তি

নিহীনকম্মা মনুজা পরথ।৩০৬

অসত্যবাদী নরকে যায় এবং যে (অন্তায়) করিয়া 'আমি করি নাই' বলে, সেও নরকে গমন করে; এই উভয় হীনকর্মা মানুষই পরলোকে সমগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

২ কাসাবকণ্ঠা বহবো পাপধম্মা অসঞ্ঞতো,

পাপা পাপেহি কস্মেহি নিরয়ং তে উপপজ্জরে।৩০৭

যাহারা কণ্ঠে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াও অসংযত হয় ও পাপাচরণ করে, সেই বহু সংখ্যক পাপীরা পাপকর্মের ফলে নরকে পতিত হয়।

৩ সেয়্যা অয়োণুলো ভুত্তো তত্তো অগ্গিসিখুপমো,

যঞ্চে ভুঞ্জেয়্য দুস্সীলো রট্ঠপিণ্ডং অসঞ্ঞতো।

যিনি দুঃশীল ও অসংযত (ভিক্ষু), তাঁহার পক্ষে অগ্নিশিখোপম

তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ করাও রাষ্ট্রদত্ত (পরদত্ত) পিণ্ড ভোজন করা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ ।

৪ চত্বারি ঠানানি নরো পমস্তো

আপজ্জতি পরদারূপসেবী,

অপুঞ্‌ঞলাভং ন নিকামসেয়াং

নিন্দং ততিয়ং নিরয়ং চতুথং ।৩০৯

৫ অপুঞ্‌ঞলাভো চ গতী চ পাপিকা

ভীতস্ ভীতায় রতী চ থোকিকা,

রাজা চ দণ্ডং গরুকং পণেতি—

তস্মা নরো পরদারং ন সেবে ।৩১০

পরদারসেবী প্রমত্ত মানুষ দুঃখের চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—
অপুণ্যলাভ, নিদ্রাহীন শয়ন তৃতীয় লোকনিন্দা ও চতুর্থ নরক ।
তাহার অপুণ্যলাভ এবং (নরকাদি) পাপগতি হয় । ভীত
নর-নারীর রতি ও ক্ষণস্থায়ী হয় । রাজা ইহাতে গুরুতর দণ্ড
বিধান করেন, স্তত্রাং কেহ পরদার (কিংবা পরপুরুষ) সংসর্গ
করিতে না ।

৬ কুসো যথা দুগ্গহিতো হথমেবানুকন্ততি,

সামঞ্‌ঞং দুপ্পরামট্ঠং নিরয়ায় উপকড্‌ঢতি ।৩১১

যেমন অসাবধানে গৃহীত কুশত্ব হস্তকেই বর্জন করে, সেইরূপ
দুরাচরিত শ্রামণ্য নিরয়াভিমুখে আকর্ষণ করে ।

৭ যং কিঞ্চি সিথিলং কস্মং সঙ্কলিট্ঠঞ্চ যং বতং,
সঙ্কস্‌সরং ব্রহ্মচরিয়ং ন তং হোতি মহপ্‌ফলং । ৩১২

শিথিল (উচ্চমহীন) কর্ম, কলুষিত ব্রত এবং সশঙ্ক স্মৃত
(অপবিত্র হেতু যার স্মৃতি শঙ্কা জন্মায় সেই) ব্রহ্মচর্যের ফল
ভাল হয় না ।

৮ কয়িরা চে কয়িরাথেনং দল্‌হ্মেনং পরক্‌মে,
সিথিলো হি পরিক্বাজো ভিয়ো আকিরতে রজ্জং । ৩১৩

যদি কুশল কর্ম করিতে হয় তবে উহা দৃঢ় পরাক্রম সহকারেই
করিবে । কারণ শিথিলভাবে অহুষ্ঠিত সন্ন্যাস অধিকতর রজ্জ্বই
বিকিরণ করে ।

৯ অকতং দুক্কতং সেয়ো, পচ্ছা তপতি দুক্কতং,
কতঞ্চ সুক্কতং সেয়ো, যং কত্তা নানুতপ্পতি । ৩১৪

দুষ্কর্ম না করাই শ্রেয়ঃ, কারণ দুষ্কর্ম পশ্চাতে অনুতাপ দেয় ;
তাদৃশ সংকর্ম করাই শ্রেয়ঃ, যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে
হয় না ।

১০ নগরং যথা পচন্তং, শুভং সন্তরবাহিরং,
এবং গোপেথ অন্তানং খণো বে মা উপচ্চগা ;
খণাতীতা হি সোচন্তি নিরয়ম্‌হি সমপ্লিতা । ৩১৫

প্রত্যন্ত [সীমান্তবর্তী] নগর যেমন অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে
সুরক্ষিত করা হয়, সেইরূপ তোমরা নিজেকে সতত রক্ষা
করিও। সময় নষ্ট করিও না। যাহাদের সময় নষ্ট হইয়াছে
তাহারা নরকে সমর্পিত হইয়া অনুতাপ করে।

১১ অলজ্জিতায়ে লজ্জন্তি, লজ্জিতায়ে ন লজ্জরে,
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং । ৩১৬

যেস্থলে লজ্জা করিতে নাই এমন স্থলে লজ্জা করে এবং
যেখানে লজ্জা করা উচিত সেখানে লজ্জা করে না, ঈদৃশ ভ্রান্ত-
দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

১২ অভয়ে চ ভয়দস্‌সিনো, ভয়ে চাভয়দস্‌সিনো,
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং । ৩১৭

যাহারা অভয়ের কর্মে ভয় দর্শন করে, কিন্তু ভয়ের কার্যে
নির্ভয় হয়, সেই মিথ্যা মতাবলম্বী ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

১৩ অবজ্জৈ বজ্জমতিনো বজ্জৈ চা'বজ্জদস্সিনো,
মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্গতিং । ৩১৮

যাহারা অবর্জনীয় বিষয়কে বর্জনীয় মনে করে এবং বর্জনীয় বিষয়কে অবর্জনীয় মনে করে, সেই সব মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ।

১৪ বজ্জঞ্চ বজ্জতো ঐত্তা, অবজ্জঞ্চ অবজ্জতো,
সম্মাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি সুগ্গতিং । ৩১৯

দোষকে দোষরূপে ও নির্দোষ কর্মকে নির্দোষরূপে জ্ঞাত হইয়া যাহারা সম্যক্‌দৃষ্টিপরায়ণ হন, তাহারা সুগতি প্রাপ্ত হন ।

২৩ নাগবগ্গো

১ অহং নাগো'ব সঙ্গামে চাপাতো পতিতং সরং,
অতিবাক্যং তিতিক্খিস্সং দুস্সীলো হি বহুজ্জনো ।
সংগ্রামে হন্তী যেষাংবে ধনুনিষ্টিপ্ত শর সহ্য করে, আমিও

তেমনই অতিবাক্য (দুৰ্বাক্য) সহ্য করিব ; কারণ দুঃশীলের সংখ্যাই অধিক ।

২ দন্তং নয়ন্তি সমিতিং দন্তং রাজাভিরুহতি,
দন্তো সেট্ঠো মনুস্সেসু যো'তিবাক্যং তিতিকুখতি ।

সুশিক্ষিত নাগ জনসমাবেশের মধ্যেও চালিত হয়, তাহাতে রাজা আরোহণ করেন । মানুষের মধ্যে যিনি পরুষবাক্য সহ্য করেন, সেই দান্তই সর্বোত্তম ।

৩ বরমস্সতরা দন্তা আজানীয়া চ সিদ্ধবা,
কুঞ্জরা চ মহানাগা অন্তদন্তো ততো বরং । ৩২২

শিক্ষিত অশ্বতর, সিদ্ধদেশজাত আজানেয় অশ্ব এবং কুঞ্জর জাতীয় মহানাগ (হস্তী) ইহারা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যিনি আত্মসংযম করিয়াছেন তিনি তদপেক্ষা উত্তম ।

৪ ন হি এতেহি যানেহি গচ্ছেয়্য অগতং দিসং,
যথান্তনা স্তদন্তেন দন্তো দন্তেন গচ্ছতি । ৩২৩
সংঘত পুরুষ আত্মশাসনের দ্বারা এমন অগত দিকে (নির্বাণে)

গমন করেন যেখানে এই সকল (অশ্বতরাদি) যানের দ্বারা
যাওয়া সম্ভব নহে।

৫ ধনপালকো নাম কুঞ্জরো
কটুকপ্পভেদনো ছুন্নিবারয়ো,
বন্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি,
সুমরতি নাগবনস্ স কুঞ্জরো। ৩২৪

ধনপাল-নামক ভীষ্মদশাবী ছুন্নিবার কুঞ্জর অবরুদ্ধ অবস্থায়
আহার্য ভক্ষণ করে না। কুঞ্জর নাগবন স্মরণ করিতে থাকে।

৬ মিত্ত্বী যদা হোতি মহগ্ঘসো চ
নিদ্যায়িতা সম্পরিবত্তসায়ী
মহাবরাহো'ব নিবাপপুট্ঠো
পুনপ্পুনং গত্তমুপেতি মন্দো। ৩২৫

যে অলস ব্যক্তি অধিকভোজী, খাওয়াপুট্ট স্থূল বরাহের তায়
নিদ্রালু ও পার্শ্বপরিবর্তনপূর্বক শয়নশীল হয়, সে মন্দবুদ্ধি
বার বার মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে।

৭ ইদং পুরে চিত্তমচারি চারিকং
 যেনিচ্ছকং যথকামং যথাসুখং,
 তদজ্জ' হং নিগ্গহেস্সামি যোনিসো
 হথিগ্গভিন্নং বিয় অঙ্কুসগ্গহো । ৩২৬

এই চিত্ত পূর্বে যথেষ্টরূপে যথাসুখে কাম্যবস্তুতে বিচরণ
 করিয়াছে, অঙ্কুশগ্রাহীর মদমত্তহন্তী দমনের জায় আজ আমি
 ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানযোগে সম্পূর্ণরূপে দমন করিব ।

৮ অগ্গমাদরতা হোথ সচিত্তমনুরক্থথ,
 দুগ্গা উদ্ধরথ'ত্তানং পঙ্কে সত্তো'ব কুঞ্জরো । ৩২৭

অগ্রমাদে রত হও, স্বীয় চিত্ত গাবধানে রক্ষা কর এবং
 আপনাকে পঙ্কে মগ্ন কুঞ্জরের জায় দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর ।

৯ সচে লভেথ নিপকং সহায়ং
 সন্ধিং চরং সাধুবিহারিধীরং,
 অভিভূয়া সর্ব্বানি পরিস্ফয়ানি
 চরেষ্য তেন'ত্তমনো সতীমা । ৩২৮

যদি জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ও ধীর সহায় লাভ হয়, তবে সমস্ত

বাধাবিহ্ন অভিভূত করিয়া স্তুতিমান্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার
সহিত বিচরণ করিবে।

১০ নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং
সন্ধিং চরং সাধুবিহারিধীরং,
রাজা'ব রট্টং বিজিতং পহায়
একো চরে মাতঙ্গ'রঞ্ঞেব নাগো। ৩২৯

যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদাচারী ও ধীর সহায় লাভ না হয়, তবে
বিজিত রাজ্যাত্যাগী রাজার ছায় কিংবা মাতঙ্গ নাগের ছায়
একাকী অরণ্যে বিচরণ করিবে।

১১ একস্ম চরিতং সেয়ো নথি বালে সহায়তা,
একো চরে ন চ পাপানি কয়িরা
অপ্পোস্সুক্কো মাতঙ্গ'রঞ্ঞে ব নাগো। ৩৩০

একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ অজ্ঞানীর দ্বারা সহায়তা
হয় না। মাতঙ্গ হস্তী যেভাবে অরণ্যে বাস করে তদ্রূপ অনাসক্ত
হইয়া একাকী বিচরণ করিবে। কদাচ পাপ করিবে না।

১২ অথম্‌হি জাতম্‌হি সুখা সহায়ী
 তুট্‌ঠী সুখা যা ইতরীতরেন,
 পুঞ্‌ঞং সুখং জীবিতসঙ্‌ঘম্‌হি
 সব্‌বস্‌স দুক্‌খস্‌স সুখং পহানং । ৩৩১

প্রয়োজনকালে সহায় (বন্ধুতা) সুখকর, অগ্নাধিক লাভে তুষ্টিও
 সুখকর; জীবিতসংস্কয়ে (জীবনান্তে) পুণ্য সুখকর আর
 (জীবিতকালে) সর্বদুঃখ পরিহার সুখোত্তম।

১৩ সুখা মত্তেয়্যতা লোকে অথো পেত্তেয়্যতা সুখা,
 সুখা সামঞ্‌ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্‌ঞতা সুখা।

জগতে মাতৃভক্তি সুখকর, পিতৃভক্তিও সুখকর, তেমনি শ্রমণ
 এবং ব্রাহ্মণপরিচর্যা সুখদায়ক।

১৪ সুখং যাব জরা সীলং সুখা সদ্ধা পতিট্‌ঠিতা,
 সুখো পঞ্‌ঞায় পটিলাত্তো পাপানং অকরণং সুখং।

বার্ধক্য পর্যন্ত সচ্চরিত্র থাকা সুখকর, প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা সুখকর,
 প্রজ্ঞালাভ সুখপ্রদ এবং পাপাচরণ না করাই সুখকর।

২৪ তণ্হাবগ্গো

১ মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি মালুবা বিয়,
সো প্লবতি ছুরাছরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো ।

প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুবালতার ত্রায় বৃদ্ধি পায় । বনের
ফলাশ্বেষী বানর যেমন (বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লক্ষ প্রদান করে)
তদ্রূপ সে ব্যক্তিও (তৃষ্ণার প্রেরণায় জন্ম হইতে জন্মান্তরে) ধাবিত
হয় ।

২ যং এসা সহতে জন্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্স পবড্ঢন্তি অভিবট্ঠং'ব বীরণং ।৩৩৫

জগতে এই অপকৃষ্ট বিষাদ্বিকা তৃষ্ণা যাহাকে অভিজুত
করে, তাহার শোক (সংসারদুঃখ) বর্ধণসিক্ত বীরণ তৃণের ত্রায়
বৃদ্ধি পায় ।

৩ যো চে'তং সহতী জন্মিং তণ্হং লোকে ছুরচ্চয়ং,
সোকা তম্হা পপতন্তি উদবিন্দু'ব পোকুখরা ।৩৩৬
সংসারে যিনি এই নিকৃষ্ট ও ছরতিক্রম্য তৃষ্ণাকে অভিজুত

করিতে পারেন, পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দুর ত্রায় হার ত শোক
অপস্থত হয় ।

৪ তং বো বদামি ভদ্রং বো যাবন্তে'থ সমাগতা

তণ্‌হায় মূলং খণথ উসীরথো'ব বীরণং,

মা বো নলং'ব সোতো'ব মারো ভজ্জি পুনপ্পুনং । ৩৩৭

এখানে ষাহারা সমাগত হইয়াছ, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত
বলিতেছি, উসীরার্থীর বেণাতৃণের মূল খননের ত্রায় তোমরা
তৃষ্ণার মূল খনন কর, স্রোতের দ্বারা বিনষ্ট নলের মত মার যেন
তোমাদিগকে বার বার বিধ্বস্ত না করে ।

৫ যথাপি মূলে অম্পপদবে দল্‌হে

ছিন্নো পি রুক্‌খো পুনরেব রুহতি,

এবম্পি তণ্‌হান্নসয়ে অনূহতে

নিব্‌বন্ততি দুক্‌খমিদং পুনপ্পুনং । ৩৩৮

মূল উৎপাটিত না হইলে ও দৃঢ় থাকিলে ছিন্ন বৃক্ষ যেমন
পুনরায় বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ তৃষ্ণামূল বিনষ্ট না হইলে দুঃখ ও
পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয় ।

৬ যস্ম ছত্তিংসতী সোতা মনাপস্সবনা ভুসা,
বাহা বহন্তি ছুদ্দিট্ঠিং সঙ্কম্মা রাগানিস্সিতা ।৩৩৯

যাহার তৃষ্ণানদী ছত্রিশ শ্রোতে মনোরম হইয়া প্রবাহিত
হয়, সেই ব্রাহ্মদৃষ্টি ব্যক্তিকে রাগাশ্রিত অভিলাষশ্রোত প্রবল
বেগে ভাসাইয়া লইয়া যায় ।

৭ সবন্তি সৰ্বধি সোতা লতা উত্তিজ্জ তিট্ঠতি,
তঞ্চ দিস্সা লতং জাতং মূলং পঞঞায় ছিন্দথ ।৩৪০

তৃষ্ণাশ্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হইয়া
থাকে ; সেই অঙ্কুরিত তৃষ্ণালতা দেখিয়া প্রজ্ঞাধারা উহার মূল
ছেদন কর ।

৮ সরিতানি সিনেহিতানি চ
সোমনস্সানি ভবন্তি জন্তুনো,
তে সাতসিতা সুখেসিনো
তে বে জাতিজরূপগা নরা ।৩৪১

জীবগণের সুখতৃষ্ণা ব্যাপক ও আনন্দদায়ক (মনে) হয় ।

যে সকল মানুষ এইরূপে স্বাদাসক্ত হইয়া সুখাশেষী হয়, তাহারা
বার বার জন্ম ও জরার কবলে পতিত হয় ।

৯ তসিনায় পুরক্‌খতা পজ্জা
পরিসম্পত্তি সসো'ব বাধিতো,
সঞ্‌ঞোজনসঙ্‌গসত্তকা
দুখমুপেত্তি পুনপ্পুনং চিরায় । ৩৪২

তৃষ্ণাজড়িত জীবগণ পাশবদ্ধ শশকের ত্রায় চতুর্দিকে ধাবিত
হয় । সংযোজনে (আসক্তি শৃঙ্খলে) আবদ্ধ হইয়া তাহারা চিরকাল
পুনঃপুনঃ দুঃখ পাইয়া থাকে ।

১০ তসিনায় পুরক্‌খতা পজ্জা
পরিসম্পত্তি সসো'ব বাধিতো
তস্মা তসিনং বিনোদয়ে
ভিক্‌খু আকঙ্‌খী বিরাগমত্তনো । ৩৪৩

তৃষ্ণাবদ্ধ জীবগণ পাশবদ্ধ শশকের ত্রায় (সংসারাবর্তে)
ঘুরিতেছে । সুতরাং হে ভিক্ষু ! স্বীয় মুক্তি আকাজ্জা করিয়া
তৃষ্ণার অপনোদন করিবে ।

১১ যো নিব্বনথো বনাধিমুত্তো বনমুত্তো বনমেব ধাবতি
তং পুগ্গলমেব পস্সথ মুত্তো বন্ধনমেব ধাবতি। ৩৪৪

যে ব্যক্তি একদা গার্হস্থ্য বন্ধনমুক্ত ও তপোবনে অভিনিবিষ্ট ছিল সে বন্ধনমুক্ত হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে, ভিক্ষুগণ, তাদৃশ ব্যক্তিকে দেখ, সে মুক্ত হইয়াও পুনরায় বন্ধনাভিমুখে চলিয়াছে।

বন—তৃষ্ণার বন। ২৮৩ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২ ন তং দল্হং বন্ধনমাল্হ ধীরা
যদায়সং দারুজং বব্‌বজ্জং,
সারত্তরত্তা মণিকুণ্ডলেন্সু
পুত্তেন্সু দারেন্সু চ যা অপেক্খা। ৩৪৫

১৩ এতং দল্হং বন্ধনমাল্হ ধীরা
ওহারিনং সিথিলং ছপ্পমুঞ্চং,
এতম্পি ছেত্তান পরিব্‌বজ্জন্তি
অনপেক্খিনো কামসুখং পহায়। ৩৪৬

জ্ঞানিগণ লৌহ, কাষ্ঠ কিংবা তৃণ-নির্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন না ; মণিকুণ্ডল ও স্ত্রীপুত্রের প্রতি সারত্তরজ্ঞানে যে আসক্তি,

পণ্ডিতেরা তাহাকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া বর্ণনা করেন ; এই বন্ধন
মানুষকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে এবং এই বন্ধন শিথিল হইলেও
ইহা মোচন করা দুঃসাধ্য । পণ্ডিতেরা এই বন্ধনকেও ছেদন
করেন এবং কামমুখ বর্জন করিয়া অনাসক্তভাবে প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করেন ।

১৪ যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং

সয়ং কতং মক্কটকো'ব জালং,

এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা

অনপেক্ষিনো সব্‌বদুক্‌খং পহায় । ৩৪৭

যাহারা রাগাসক্তিবশতঃ (তৃষ্ণা) শ্রোতের অন্তর্ভবন করে
তাহারা মাকড়সার ত্রায় স্বরচিত জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ।
জ্ঞানিগণ ইহাও ছেদন করেন এবং সমস্ত দুঃখ বর্জন করিয়া
অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন ।

১৫ মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো

মজ্জো মুঞ্চ ভবস্‌স পারগু,

সব্‌বথ বিমুক্তমানসো

ন পুন জাতিজরং উপেহিসি । ৩৪৮

পূর্বপশ্চাৎ ও মধ্য পরিত্যাগ করিয়া সংসারের পারগামী হও ।
সর্বথা বিমুক্তচিত্ত ব্যক্তি পুনরায় জন্ম-জরায় উপনীত হয় না ।

১৬ বিতক্কপমথিতস্স জন্তুনো
তিব্‌বরাগস্স সুভানুপস্সিনো,
ভিয়ে়া তণ্‌হা পবড্‌ঢ়তি
এস খো দল্‌হং করোতি বন্ধনং ৷৩৪৯

বিতর্কপীড়িত তীব্র রাগে অনুরক্ত এবং শুভদর্শী ব্যক্তির
তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয় । এই ব্যক্তি বন্ধনকেই দৃঢ় করে ।

১৭ বিতক্কুপসমে চ যো রতো
অসুভং ভাবয়তি সদা সতো,
এস খো ব্যস্তিকাহিতি
এসোছেজ্জতি মারবন্ধনং ৷৩৫০

যিনি বিতর্কের উপশমে রত এবং সতত স্মৃতিমান্ হইয়া
দেহাদির অন্তঃ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই মারবন্ধন
নিঃশেষ করেন, তিনি উহা ছেদন করেন ।

১৮ নিট্ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততণ্‌হো অনঙ্গণো,

অচ্ছিন্দি ভবসল্লানি অস্তিমো'য়ং সমুস্‌সয়ো ।৩৫১

যিনি লক্ষ্যে উপনীত, সন্তাসহীন, তৃষামুক্ত ও নিষ্কলুষ
হইয়াছেন, ষাঁহার ভবকণ্টক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাই তাঁহার
অন্তিম দেহধারণ (অর্থাৎ তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না) ।

১৯ বীততণ্‌হো অনাদানো নিরুত্তিপদকোবিদো,

অক্‌খরানং সন্নিপাতং জঞ্‌ঞা পুবাংপরানি চ,

স বে অস্তিমসারীরো মহাপঞ্‌ঞো

(মহাপুরিসো) 'তি বুচ্চতি ।৩৫২

যিনি তৃষামুক্ত, অনাসক্ত, নিরুত্তিপদকুশল (অর্থাৎ ব্যাকরণ
অলুপায়ী শব্দার্থ নির্ণয়ে সুদক্ষ) এবং অক্ষরসমূহের সন্নিবেশকৌশল
ও পৌর্বাণ্য প্রয়োগ জানেন, সেই অস্তিমদেহধারী মহাপ্রাজ্ঞই
মহাপুরুষ নামে অভিহিত ।

২০ সবাভিভূ সবাবিদুহমস্মি

সকেষু ধম্মেসু অনুপলিত্তো,

সববজ্জহো তণ্হক্খয়ে বিমুত্তো

সয়ং অভিঞ্ঞায় কমুদ্দিসেয়াং । ৩৫৩

আমি সর্বজয়ী, সর্ববিং, সর্বধর্মে (সর্বাবস্থায়) নির্লিপ্ত,
সর্বত্যাগী ও তৃষ্ণাক্ষয় হেতু বিমুক্ত হইয়াছি। সুতরাং স্বয়ং
অভিজ্ঞ হইয়া আমি কাহাকে (গুরু) নির্দেশ করিব ?

২১ সর্বদানং ধম্মদানং জিনাতি

সব্ং রসং ধম্মরসো জিনাতি,

সব্ং রতিং ধম্মরতী জিনাতি

তণ্হক্খয়ো সব্ভক্খং জিনাতি । ৩৫৪

ধর্মদান সকলদানকে জয় করে। ধর্মরস সর্বরস অপেক্ষা
উত্তম। ধর্মরতি সকল রতিকে পরাভূত করে। তৃষ্ণাক্ষয়
সর্বদুঃখ জয় করে।

তুলনীয় :—

১। নাস্তি এতাব্বিসং দানং যাব্বিসং ধম্মাদানং

—অশোকাম্বুশাসন, গিরিল্লিপি ১১

২। নতু এতাব্বিসং অস্তি দানং...য়াব্বিসং ধম্মদানং ।

—অশোভুশাসন, গিরিলিপি ৯

ধর্মদানের ত্রায় দান নাই ।

৩। সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্টতে ।

—মহু ৪।২৩৩

সর্বদানের মধ্যে ব্রহ্মদানই শ্রেষ্ঠ ।

২২ হনস্তি ভোগা দুস্মেধং নো চ পারগবেসিনো,

ভোগতণ্‌হায় দুস্মেধো হস্তি অঞ্‌ঞ্‌'ব অন্তনং । ৩৫৫

পারসঙ্গানী না হইলে ভোগসুখসমূহ অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে । দুর্মেধা ভোগতৃষ্ণাবশতঃ অন্তের ত্রায় নিজেরই অনিষ্ট করে ।

২৩ তিণ্‌দোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অয়ং পজ্জা,

তস্মা হি বীতরাগেসু দিগ্গং হোতি মহপ্‌ফলং । ৩৫৬

তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ফল ভাল জন্মে না, ভোগাসুযোগবশতঃ এই জনসমাজ কলুষিত হয় ; স্বতরাং বীতরাগদিগকে প্রদত্ত দান মহা ফলপ্রদ হয় ।

৫

২৪ তিণদোসানি খেত্তানি, দোসদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বীতদোসেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং । ৩৫৭

ক্ষেত্রসমূহ তৃণদোষে দূষিত হয়, এই জনগণ দ্বেষদোষে
কলুষিত হয় ; সেইজন্য দ্বেষহীনদিগকে প্রদত্ত দান মহা-
ফলপ্রদ হয় ।

২৫ তিণদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অয়ং পজা
তস্মা হি বীতমোহেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং । ৩৫৮

ক্ষেত্রসমূহ তৃণদ্বারা নষ্ট হয়, এই জনগণ মোহদ্বারা বিনষ্ট
হয় ; তজ্জাত্য মোহমুক্তগণকে দান করিলে মহা ফলপ্রদ হয় ।

২৬ তিণদোসানি খেত্তানি, ইচ্ছাদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বিগতিছেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং । ৩৫৯

ভূমি তৃণবহুল হইলে নিষ্ফল হয়, মানুষ ইচ্ছা বা তৃষ্ণাদ্বারা
কলুষিত হয় ; সুতরাং অনাসক্তদিগকে প্রদত্ত দান মহৎ
ফলপ্রসূ হয় ।

২৫ ভিক্ষুবগ্গো

১ চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্হায় সংবরো । ৩৬০

চক্ষুসংযম সাধু (হিতকর), কর্ণসংযম সাধু, জ্ঞানসংযম সাধু
ও জিহ্বাসংযম সাধু ।

২ কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বথ সংবরো ;
সব্বথ সংবুতো ভিক্ষু সব্বদুক্খা পমুচ্চতি । ৩৬১

কায়িক সংযম সাধু, বাচনিক সংযম সাধু, মানসিক সংযম
সাধু, সর্ব সংযম সাধু । সর্বথা সংযত ভিক্ষু ষাবতীয় দুঃখ
হইতে বিমুক্ত হয় ।

৩ হথসঞ্ণতো পাদসঞ্ণতো
বাচায় সঞ্ণতো সঞ্ণতুত্তমো,
অজ্জ্বত্তরতো সমাহিতো
একো সন্তসিতো তমাহ ভিক্ষুং । ৩৬২

যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সর্বোত্তম সংঘমী, যিনি অধ্যাত্মরত, সমাহিতচিত্ত ও সন্তোষপরায়ণ এবং যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকে ভিক্ষু বলা হয়।

৪ যো মুখসংগ্ৰহো ভিক্ষু মন্তভাগী অনুদ্ধতো,
অথং ধম্মঞ্চ দীপেতি, মধুরং তস্ ভাসিতং । ৩৬৩

যে ভিক্ষু বাক্যসংঘমী ও মন্তভাগী, (প্রজ্ঞাভাগী), যিনি অনুদ্ধতভাবে অর্থ ও ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার ভাষণ মধুর হয়।

৫ ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিস্তয়ং,
ধম্মং অনুসসরং ভিক্ষু সদ্ধম্মা ন পরিহায়তি । ৩৬৪

যিনি ধর্মে তন্ময়, যিনি সতত ধর্মচিন্তা করিয়া তাহাতে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি ধর্ম অনুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না।

৬ সলাভং না'তিমংগ্গেয়্য, না'ংগ্গেসং পিহয়ং চরে,
অংগ্গেসং পিহয়ং ভিক্ষু সমাধিং নাধিগচ্ছতি । ৩৬৫
স্বীয় লাভকে অবজ্ঞা করিবে না এবং পরের লাভে স্পৃহা

(ঈর্ষা) করিবে না, পরের প্রতি ঈর্ষা পোষণকারী ভিক্ষুর সমাধি লাভ হয় না।

৭ অগ্নিলাভো' পি চে ভিক্খু সলাভং নাতিমণ্ড্ণতি,
তং বে দেবা পসংসন্তি সুদ্ধাজীবিং অতন্দিতং ।৩৬৬

লাভ স্বল্প হইলেও যদি কোন ভিক্ষু স্বীয় লাভকে অবহেলা করেন না, সেই শুদ্ধজীবী, অত্যন্ত ভিক্ষুই দেবতাদের প্রশংসা-ভাজন হন।

৮ সর্বসো নামরূপস্মিং যসুস নথি মমায়িতং,
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্খু'তি বুচ্চতি ।৩৬৭

নামরূপময় সর্ব বস্তুতে ষাহার মমতাবোধ ('আমার' এই ব্রাহ্ম ধারণা) নাই, উহাদের অভাবে যিনি শোক করেন না, তিনিই ভিক্ষু নামে অভিহিত হন।

৯ মেত্তাবিহারী যো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধাসানে,
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং ।৩৬৮

যে ভিক্ষু মৈত্রীসাধনায় নিবিষ্ট, যিনি প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ

(শাসন) অনুশীলন করেন, তিনি সংস্কার-উপশম ও স্তম্ভময় শান্তপদ লাভ করেন।

১০ সিঞ্চ ভিক্ষু ইমং নাবং সিন্তা তে লহমেস্সতি,
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বানমেহিসি। ৩৬৯

হে ভিক্ষু! এই (জীবন) তরী সেচন কর, সেচিত হইলে তোমার তরী লঘু হইবে, রাগদ্বেষ ছেদন করিয়া নির্বাণ লাভ করিবে।

১১ পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চ চুত্তরি ভাবয়ে,
পঞ্চসঙ্গাতিগো ভিক্ষু ‘ওঘতিম্বো’ তি বুচ্চতি। ৩৭০

পঞ্চ (বন্ধন) ছেদন কর, পঞ্চ (দোষ) পরিত্যাগ কর, আর পঞ্চ (গুণের) সাধন কর। যে ভিক্ষু পঞ্চ সঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে প্লাবনোত্তীর্ণ বলা হয়।

১২ ঝায় ভিক্ষু, মা চ পমাদো
মা তে কামগুণে ভমস্সু চিত্তং,
মা লোহগুলাং গিলী পমত্তো,
মা কন্দি দুক্কমিদন্তি ডয়্হমানো। ৩৭১

হে ভিক্ষু! ধ্যান কর, প্রমাদী হইও না, তোমার চিত্ত যেন কামগুণে (কাম্যবিষয়ে) ভ্রমণ না করে! প্রমত্ত হইয়া (নরকে) লৌহগোলক গ্রাস করিও না; (দুঃখাগ্নিতে) প্রজ্বলিত হইয়া ‘হায় দুঃখ’ বলিয়া যেন ক্রন্দন করিতে না হয়।

১৩ নথি ঝানং অপঞ্ঞস্স পঞ্ঞা নথি অঝায়তো,
যম্‌হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ স বে নিব্বানসন্তিকে। ৩৭২

অপ্রাজ্ঞের ধ্যান হয় না, ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা হয় না। ষাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণের সমীপবর্তী।

১৪ সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তুচিত্তস্স ভিক্ষুনো;
অমানুসী রতী হোতি সন্মা ধম্মং বিপস্সতো। ৩৭৩
শূণ্ঠাগারে প্রবিষ্ট, শাস্ত্ৰচিত্ত ও সম্যক্ ধর্মদর্শনকারী ভিক্ষুর অপার্থিব আনন্দ লাভ হয়।

১৫ যতো যতো সন্মসতি খন্ধানং উদয়ব্‌বয়ং,
লভতী পীতিপামোজ্জং অমতং তং বিজ্ঞানতং। ৩৭৪

যখন যিনি স্বক্ষসমূহের উদয়বিলয় ধ্যান করেন তখন তিনি অমৃতজ্ঞের (নির্বাণদর্শীর) প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেন।

- ১৬ তত্রায়মাদি ভবতি ইধ পঞ্‌ঞস্স ভিক্‌খুনো,
ইন্দ্রিয়গুত্তি সন্তুট্‌ঠী পাতিমোক্‌থে চ সংবরো ।
মিন্তে ভজ্‌জস্সু কল্যাণে সুদ্ধাজীবো অতন্দিতে ।৩৭৫
- ১৭ পটিসহ্মারবুত্সস্স আচারকুসলো সিয়া,
ততো পামোজ্জবহ্লো দুক্‌খস্স'ন্তংকরিস্সতি ।৩৭৬
- প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর প্রাথমিক কর্তব্য এই : ইন্দ্রিয় সংযম, সন্তোষ
এবং প্রাতিমোক্ষ পালন, শুদ্ধাজীব অতন্ত্র কল্যাণমিত্রদের
সাহচর্য করিবে। প্রতিসেবানীল এবং আচারকুশল হইবে।
তাহাতে আনন্দবহুল ভিক্ষু ষাবতীয় দুঃখের অন্তসাধন করিবে।
- ১৮ বস্সিকা বিয় পুপ্‌ফানি মদবানি পমুঞ্চতি,
এবং রাগঞ্চ দোসঞ্চ বিপ্পমুঞ্চেথ ভিক্‌খবো ।৩৭৭
- ভিক্ষুগণ, বর্ষিকা (মল্লিকা) যেমন গ্লানপুষ্প বর্জন করে
তেমন তোমরা রাগ ও ঘৃণা পরিত্যাগ করিবে।
- ১৯ সন্তুকায়ো সন্তুবাচো সন্তুবা সুসমাহিতো,
বন্তলোকামিসো ভিক্‌খু উপসন্তো'তি বৃচ্চতি ।৩৭৮

বাহার কায় শাস্ত, বাক্য শাস্ত এবং মন শাস্ত ও সুসমাহিত হইয়াছে, যিনি লৌকিক বাসনাবিহীন হইয়াছেন, সেই ভিক্খুই উপশাস্ত বলিয়া কথিত হন।

২০ অন্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অন্তমত্তনা,

সো অন্তত্তো সতিমা সুখং ভিক্খু বিহাহিসি। ৩৭৯

নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজের পরীক্ষা কর। হে ভিক্খু! যিনি আত্মগুপ্ত ও স্মৃতিমান্ তিনি সুখে বিহার করেন।

২১ অন্তা হি অন্তনো নাথো, অন্তা হি অন্তনো গতি,

তন্মা সঞ্‌ঞময়'ত্তানং অস্সং ভদ্রং'ব বাণিজ্জো। ৩৮০

নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়। স্মৃতির ভদ্র অশ্বের গায় নিজেকে সংযত করিবে।

২২ পামোজ্জবহুলো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধসাসনে,

অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং। ৩৮১

যে ভিক্খু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন ও আনন্দবহুল, তিনি সংস্কার-উপশম-রূপ সুখময় শাস্ত পদ (নির্বাণ) অধিগত হন।

২৩ যো হবে দহরো ভিক্ষু যুঞ্জতি বুদ্ধসাসনে,
 সো' মং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা ।
 নিতাস্ত তরুণ হইলেও যে ভিক্ষু বুদ্ধের শাসনে আশ্রয় নিয়োগ
 করেন, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের তায় এই জগৎকে উদ্ভাসিত করেন ।

২৬ ব্রাহ্মণবগগো

১ ছিন্দ সোতং পরকম্ম কামে পনুদ ব্রাহ্মণ,
 সজ্জারানং খয়ং ঞ্জা অকতঞ্জু' সি ব্রাহ্মণ । ৩৮৩

হে ব্রাহ্মণ, পরাক্রম সহকারে তৃষ্ণা-স্রোত ছেদন কর, কাম
 অপনোদন কর । সংস্কারসমূহের ক্ষয়-রহস্ত জানিয়া তুমি অকৃত
 (নির্বাণতত্ত্ব) জ্ঞাত হও ।

২ যদা দ্বয়েসু ধম্মেসু পারগু হোতি ব্রাহ্মণো,
 অথ' সস সবেব সংযোগা অথং গচ্ছন্তি জানতো । ৩৮৪

ব্রাহ্মণ যখন দ্বিবিধ ধর্মে পারদর্শী হন, তখন তাঁহার জ্ঞাতসারে
 সমস্ত সংযোগ অন্তর্মিত (বিলুপ্ত) হয় ।

দ্বিবিধ ধর্ম—সমথ (সাময়িক ক্লেশোপশম) এবং বিদর্শন (চিরতরে ক্লেশনিবৃত্তি)।

৩ যস্মৈ পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদরং বিসংযুক্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং । ৩৮৫

যাহার পার (ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন), অপার (ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তন) কিংবা পারাপার বিদ্যমান নাই (অর্থাৎ উভয়ের প্রতি মমত্ববোধ নাই), যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত; আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

৪ ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং,
উত্তমথং অনুপ্পত্তং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং । ৩৮৬

যিনি ধ্যানরত, বিরজ (রজোগুণহীন), কৃত-কর্তব্য, অনাস্রব এবং পরমার্থ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৫ দিবা তপতি আদিচ্ছো রত্তিং আভাতি চন্দিমা,
সন্নক্কো খত্তিয়ো তপতি ঝায়ী তপতি ব্রাহ্মণো,
অথ সৰ্বমহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা । ৩৮৭

সূর্য দীপ্ত হয় দিবাকালে, চন্দ্র আলোদান করে রাত্রে,

কৃত্রিয় দীপ্তি পাইয়া থাকেন অগ্নিসঙ্কায়, ব্রাহ্মণ প্রদীপ্ত হন
 ধ্যানে, কিন্তু বুদ্ধ অহোরাত্রই নিজ তেজে দীপ্যমান থাকেন ।

৬ বাহিতপাপো'তি ব্রাহ্মণো,

সমচরিয়া সমণো'তি বুচ্চতি,

পববাজয়মত্তনো মলং

তস্মা পববজিতো'তি বুচ্চতি । ৩৮৮

যিনি বিগতপাপ তিনি ব্রাহ্মণ, যিনি শমাচারী তিনি শ্রমণ
 বলিয়া উক্ত হন; তেমনি যিনি আত্মমল বিদূরিত করিয়াছেন
 তাঁহাকে প্রব্রজিত বলা হয় ।

৭ ন ব্রাহ্মণস্স পহরেয্য না'স্স মুঞ্চেথ ব্রাহ্মণো,

ধী ব্রাহ্মণস্স হস্তারং ততো ধী যস্স মুঞ্চতি । ৩৮৯

ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে না, ব্রাহ্মণও প্রহারকারীকে
 আক্রোশ করিবে না । ব্রাহ্মণহস্তা (বা ব্রাহ্মণ-প্রহর্তাকে)
 ধিক । যে প্রহারকারীকে (ক্ষমা না করিয়া) আক্রোশ করে
 তাহাকে আরও ধিক ।

৮ ন ব্রাহ্মণস্বেতদকিঞ্চি সেয়ো,
 যদা নিসেধো মনসো পিয়েহি,
 যতো যতো হিংসমনো নিবত্ততি
 ততো ততো সম্মতিমেব দুক্কং । ৩৯০

যখন মন প্রিয়বস্ত হইতে নিবৃত্ত হয় তখন উহা ব্রাহ্মণের
 পক্ষে সামান্য শ্রেয়ঃ নয় । কারণ যে যে অবস্থা হইতে হিংস্রমন
 নিবৃত্ত হয়, তাহা হইতে সম্ভাব্য দুঃখের নিশ্চিত উপশম হয় ।

৯ যস্মৈ কায়েন বাচায় মনসা নখি দুক্কতং,
 সংবুতং তীহি ঠানেহি তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং । ৩৯১

কায়, বাক্য ও মনে যিনি পাপ করেন নাই এবং এই ত্রিবিধ
 স্থানে যিনি সংযত, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি ।

১০ যম্হা ধম্মং বিজ্ঞানেয়া সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং,
 সক্কচ্চং তং নমস্বেয়া অগ্গিচ্ছত্তং'ব ব্রাহ্মণো । ৩৯২

ব্রাহ্মণ যেক্ষপ অগ্নিহোত্রকে নমস্কার করে, সেইরূপ যাহার
 নিকট সম্যক্ সম্বুদ্ধ-দেশিত ধর্ম জানা যায় তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ-
 সহকারে প্রণাম করিবে ।

১১ ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্‌হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সূচী সো চ ব্রাহ্মণো ।৩৯৩

জট্টা, গোত্র, বা জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যাহার মধ্যে
সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

১২ কিং তে জটাহি দুস্মেধ, কিং তে অজিনসাটিয়া,
অব্রুন্তরং তে গহণং বাহিরং পরিমজ্জসি ।৩৯৪

যে দুর্মেধ, তোমার জট্টা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের কি প্রয়োজন?
তোমার অবাস্তুর ক্লেদপূর্ণ (বাসনাপূর্ণ), কেবল বহির্দেশ
পরিমার্জন করিতেছ।

১৩ পংসুকুলধরং জন্তুং কিসং ধমনিসন্তং,
একং বনস্মিং ঝায়ন্তুং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৫

যিনি পাংসুকুল (ধূলিমাখা জীর্ণ বস্ত্র) পরিহিত, যাহার ক্লেশ
দেহে ধমনী জাগিয়া উঠিয়াছে এবং যিনি একাকী বনে ধ্যান
নিরত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৪ ন চা'হং ব্রাহ্মণং ক্রমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং,
'ভো'বাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সাক্ষিনো,
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৬

যদি কেহ রাগদ্বেষাদি কলুষ (কিঞ্চন) যুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণ মাতৃসম্মত বলিয়া তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না; সে কেবল 'ভো'-বাদী (ওহে! আমি ব্রাহ্মণ এরূপ সম্বোধনকারী)। যিনি অকিঞ্চন ও অনাদান তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৫ সব্বসংযোজনং ছেত্ত্বা যো বে ন পরিতস্সতি,
সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৭

সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সমস্ত নহেন এবং যিনি সঙ্গাতীত (আসক্তিরহিত) ও বন্ধনমুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৬ ছেত্ত্বা নন্ধিং বরত্তঞ্চ সন্দামং সহমুক্কমং,
উক্খিত্তপলিঘং বুদ্ধং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৮

যিনি ক্রোধ (নন্দী), তৃষ্ণা (বরত্রা) ও অমুষণ সহ সমস্ত শৃঙ্খল (সন্দাম) ছেদন করিয়াছেন, ষাঁহার মোহপ্রাচীর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং যিনি বুদ্ধ তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৭ অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অট্টট্ঠো যো তিত্তিক্খতি,
খন্তীবলং বলানীকং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৯

যিনি আক্রোশ গ্রহাণ ও বন্ধন নির্দোষচিত্তে সহ করেন
ক্ষান্তিবলই যার সেনাবল, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

১৮ অক্ৰোধনং বতবস্তং সীলবস্তং অনুস্‌সদং,

দন্তং অস্তিমসারীরং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৪০০

যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান, তৃষ্ণা মুক্ত, সংযত ও
(পুনর্জন্ম ক্ষয় করায়) অস্তিমদেহধারী, তাঁহাকেই বলি ব্রাহ্মণ ।

১৯ বারি পোক্‌খরপত্তে'ব আরগ্‌গেরি'ব সাসপো,

যো ন লিম্পতি কামেসু তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৪০১

পদ্মপত্রস্থিত জল ও সূচাগ্রস্থিত সর্ষপের গ্ৰায় যিনি কাম্য-
বস্তুতে নির্লিপ্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২০ যো দুক্‌খস্‌স পজ্জানাতি ইধে'ব খয়মন্তনো,

পন্নভারং বিসংযুত্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৪০২

যিনি ইহজীবনেই স্বীয় দুঃখের ক্ষয় জ্ঞাত হইয়াছেন এবং
যিনি ভারমুক্ত ও সংযোজনহীন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২১ গন্তীরপঞ্‌ঞং মেধাবিং মগ্‌গামগ্‌গস্‌স কোবিদং,
উত্তমথং অনুপ্পত্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ১৪০৩

যিনি গন্তীরপ্রজ্ঞাযুক্ত, মেধাবী, মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে
অভিজ্ঞ এবং যিনি পরমার্থ অনুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি
ব্রাহ্মণ বলি ।

২২ অসংসট্ঠং গহট্ঠেহি অনাগারেহি চূভয়ং,
অনোকসারিং অগ্নিচ্ছং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ১৪০৪

যিনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী (অনাগারিক) উভয়ের সহিত অসংসৃষ্ট,
যিনি অনালয়চারী, নিস্পৃহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৩ নিধায় দণ্ডং ভূতেশু তসেশু থাবরেশু চ,
যো ন হস্তি ন ঘাতেতি তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ১৪০৫

মৃত্যুভীত কিংবা মৃত্যুভয়াতীত (অর্হৎ) সর্ববিধ প্রাণীর
প্রতি দণ্ড পরিহারপূর্বক যিনি কোন প্রাণী হত্যা করেন না
কিংবা হত্যার কারণ হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৪ অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেশু অভদণ্ডেশু নিব্বুতং,
সাদানেশু অনাদানং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ১৪০৬

যিনি বিরুদ্ধদের প্রতি অবিরুদ্ধ (মৈত্রীপরায়ণ), দণ্ডধারীদের প্রতি শাস্ত এবং বিষয়াসক্তদের মধ্যে যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৫ যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতে!
সাসপোরি'ব আরগ্গা তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৪০৭

যাহার রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার ও কপটতা সূচ্যগ্র হইতে পতিত
সৰ্বপের ত্রায় পরিতক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৬ অকক্সং বিঞ্ণাপনিং গিরং সচ্চং উদীরয়ে,
যায় নাভিসজে কিঞ্চি তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৪০৮

যিনি অকর্কশ, অর্থজ্ঞাপক, ও এমন সত্য বাক্য বলেন
যাহার দ্বারা কেহ ক্রুদ্ধ হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৭ যো'ধ দীঘং বা রস্সং বা অগুং থূলং সুভাসুভং,
লোকে অদিন্নং নাদিয়তি তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৪০৯

যিনি ইহজগতে দীর্ঘ বা হ্রস্ব, সূক্ষ্ম বা স্থূল, ভাল বা মন্দ
[কোনও রূপ] অদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে আমি
ব্রাহ্মণ বলি ।

২৮ আসা যস্ম ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ,
নিরাসয়ং বিসংযুক্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪১০

ইহলোকে ও পরলোকে যাহার কোন প্রত্যাশা নাই, যিনি
বাসনা ও বন্ধনমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

২৯ যস্মসালয়া ন বিজ্জন্তি অএওঁঞায় অকথংকথী,
অমতোগধং অনুপ্পত্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪১১

যাহার আশ্রয় (তৃষ্ণা) নাই, যিনি জ্ঞানোদয় হেতু
সংশয়োত্তীর্ণ, যিনি অমৃতাবগাহন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩০ যো'ধ পুএওঁঞঞ্চ পাপঞ্চ উভো সঙ্গং উপচ্চগা,
অসোকং বিরজং সুদ্ধং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪১২

যিনি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয় আসক্তি অতিক্রম
করিয়া শোকহীন, নিষ্পাপ ও শুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি
ব্রাহ্মণ বলি ।

৩১ চন্দ্র'ব বিমলং সুদ্ধং বিপ্পসন্নমনাবিলং,
নন্দী-ভব-পরিক্খীণং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪১৩

যিনি চন্দ্ৰের তায় বিমল, শুদ্ধ, প্রসন্ন, অনাবিল, ষাটার
নন্দি (আসক্তি) ও ভব (অস্তিত্ব) ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাকেই
আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩২ যো ইমং পলিপথং দুগ্গং সংসারং মোহমচ্চগা,
তিম্নো পারগতো ঝায়ী অনেজো অকথংকথী,
অনুপাদায় নিব্বুতো তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ১৪১৪

(মুক্তির) পরিপন্থী, দুর্গম ও সংসার মোহ অতিক্রম করিয়া
যিনি উত্তীর্ণ, পারগত, ধ্যানশীল, নিষ্কলুষ, সংশয়হীন, উপাদান-
রহিত ও নিবৃত্ত (অনাসক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি
ব্রাহ্মণ বলি।

৩৩ যো'ধ কামে পহত্তান অনাগারো পরিবব্জে,
কাম-ভব-পরিকুখীণং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ১৪১৫

যিনি ইহলোকে বাসনা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন যিনি কামজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন,
তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৪ যো'ধ তণ্হং পহত্তান অনাগারো পরিব্বজে,
তণ্হা-ভবপরিব্বজীণং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪১৬

এই লোকে যিনি তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন,
তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৫ হিহ্বা মানুসকং যোগং দিবং যোগং উপচ্চগা,
সব্বযোগবিসংযুক্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪১৭

যিনি মানবিক যোগ (বন্ধন) পরিহারপূর্বক দিবা যোগ
অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি সর্ববিধ যোগ মুক্ত, তাঁহাকেই আমি
ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৬ হিহ্বা রতিং চ অরতিং চ সীতিভূতং নিরূপধি,
সব্বলোকাভিভুং বীরং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪১৮

যিনি রতি ও অরতি ত্যাগ করিয়া শাস্ত ও নিরূপাধি
হইয়াছেন, সেই সর্বলোক বিভূ বীরকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৭ চুতিং যো বেদি সত্তানং উপপত্তিং চ সব্বসো,
অসত্তং সুগতং বুদ্ধং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪১৯

যিনি সর্বতোভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়-রহস্ত জ্ঞাত
হইয়াছেন, যিনি অনাসক্ত সুগত (সদগতিপ্রাপ্ত) এবং বুদ্ধ,
তঁাহাকেই বলি ব্রাহ্মণ ।

৩৮ যস্মৈ গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধব্‌বমানুসা,
খীণাসবং অরহন্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪২০

যাঁহার গতি দেবতা, গন্ধর্ব ও মানবগণ জানে না, সেই
ক্ষীণাশ্রব অহংকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৯ যস্মৈ পুরে চ পচ্ছা চ মজ্জো চ নথি কিঞ্চনং,
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪২১

যাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে ও মধ্যে কিছুই প্রত্যাশা (কিঞ্চন)
নাই, যিনি অকিঞ্চন ও অপরিগ্রহ, তঁাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৪০ উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং,
অনেজং নহাতকং বুদ্ধং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ৷৪২২

যিনি ঋষভ (অগ্রগণ্য) প্রবর (শ্রেষ্ঠ) বীর, মহর্ষি, বিজিতারি
অকলুষ, স্নাতক (ধোতপাপ) ও বুদ্ধ, তঁাহাকেই আমি
ব্রাহ্মণ বলি ।

৪১ পুৰ্বেনিবাসং যো বেদি সগ্গাপায়ং চ পস্সতি,
অথো জাতিকুখয়ং পত্তো অভিঞ্ণাবোসিতো মুনি,
সব্ববোসিতবোসানং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।৪২৩

যে মুনি পূর্বনিবাস (জন্মপরম্পরা) বিদিত আছেন, যিনি
(মানসেন্দ্রে) স্বর্গ-নরক প্রত্যক্ষ করেন, যিনি পুনর্জন্মের ক্ষয়
প্রাপ্ত, যাহার অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যিনি সর্ববিধ পূর্ণতা প্রাপ্ত
হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।



শব্দার্থকোষ

সংখ্যাগুলি গাথাজ্ঞাপক

অন্তা—৬১, ১০৪, ১৫২, ১৬০ আত্ম, স্বয়ং, নিজ। কৰ্ম
কারকে অন্তানং, অন্তজং—১৬১ আত্মজ; অন্তদখং—১৬৬
আত্মার্থ; অন্তদন্তসূস—১৬৬ আত্মসংস্রমীর; অন্তদন্তো—৩২২
আত্মসংস্রমী; অন্তমনো—৩২৮ সন্তুষ্টচিত্ত; অন্তসন্তবং—১৬১
আত্মজ; অন্তঘঞঞায়—১৬৪ আত্মহত্যার নিমিত্ত। অন্তহেতু—
৮৪ আপনার নিমিত্ত; অন্তাহুযোগিনং—২০২ আত্মহিতে
নিযুক্তদিগকে।

অনন্তা—২৭২ অনাত্মা। উপনিষদ-গ্রন্থাবলীতে উক্ত
আছে—সৰ্বপ, যব, অঙ্গুষ্ঠ ও বিতস্তি প্রভৃতি আকার ও পরিমাণ-
বিশিষ্ট অজড়, অবায় ও অক্ষয় আত্মা জীবহৃদয়ে বা শরীরে
বিद्यমান। ইহা পরমাত্মার অংশ। জৈন মতে আত্মা অনিত্য,
পরিণামী ও গতিশীল এবং আত্মায়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ও পুনর্জন্ম
আছে। বৌদ্ধধর্মে সংসার দৃষ্টি ও আত্মবাদ উপাদান রূপে
ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মুক্তির অন্তরায়। এইরূপ আত্মার

অভাবই অনাত্মা। এই অনাত্মতত্ত্ব উপলব্ধিই দুঃখমুক্তির
অন্ততর উপায়। ইহা লোকোত্তর সম্যকদৃষ্টি। সর্ব সংস্কার
অনিত্য দুঃখ ও অনাত্মন। নির্বাণ কেবল অনাত্মন।

অনিচ্ছসাবো—২ রাগাদি কষায় বা কলুষযুক্ত। ৩০৭,
৩১১, ৩১২ গাথা তুলনীয়।

অনিমিত্ত—২২, ২৩ অনিদর্শন (Deliverance), নিগুণ
সাধক যখন 'সর্ব সংস্কার অনিত্য' ভাবনা করেন, তখন তৎপ্রতি
তঁাহার নিত্যাদি ভ্রান্ত নিমিত্ত তিরোহিত হয়, এই উপায়ে নির্বাণ
প্রত্যক্ষকারীর উদ্ভাবিত মার্গ 'অনিমিত্ত বিমোক্ষ'; যখন 'সর্ব
সংস্কার দুঃখ' ভাবনা করেন তখন তঁাহার চিত্ত তৃষ্ণা-প্রণিধি
(প্রার্থনা) মুক্ত হয়। এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া
উদ্ভাবিত মার্গ 'অপ্রনিহিত বিমোক্ষ'; আর যখন সংস্কৃত
অসংস্কৃত 'সর্বধর্ম অনাত্মা' ভাবনা করেন তখন তঁাহার আত্মাভি-
নিবেশ পরিত্যক্ত হয়; এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া
উদ্ভাবিত মার্গ শূন্যতা (Signless) বিমোক্ষ। (অভিধম্মখ
সংগহে বিমোক্ষ-ভেদ দ্রষ্টব্য)। বর্তমান গ্রন্থের ২৭৭, ২৭৮,
২৭৯, গাথাহুসারে বিদর্শন ভাবনা করিলে পরিণামে ষষ্ঠাক্রমে এই

ত্রিবিধ বিমোক্ষের মাধ্যমে সাধকের মুক্তি লাভ হয়। এখানে ‘অপ্রণিহিত বিমোক্ষ’ উহ্য রহিয়াছে।

অনুপাদিয়ানো—২০ আসক্তিহীন হইয়া, কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদানহীন হইয়া।

অনুসয়—৩৪৩ ‘থামগতটুঠেন অনুসেত্তীতি অনুসয়া’—শক্তভাবে চিত্ত সন্ততিতে শয়ন করে এই অর্থে অনুশয়; প্রচ্ছন্ন অকুশল মনোবৃত্তি—কাম রাগ (কাম বাসনা), ভবরাগ (জীবনের অনুরাগ), প্রতিঘ (প্রতি হিংসা), মান (অহংকার), দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা), বিচিকিৎসা (সংশয়) ও অবিদ্যা অনুশয় (বিভঙ্গ—৫১৭ পৃঃ)।

অপদ—১৭৯, ১৮০ নিষ্কলুষ, কর্মক্লেশ (রাগদ্বेषাদি রিপু) বিমুক্ত। সেই অপদ বুদ্ধকে কোন উপায়ে (পদ) বিচলিত করিবে? অর্থাৎ “যস্মৈ হি রাগ পদাদিস্থ এক পদম্পি অথি তং তুম্হে নেয়াথ, বুদ্ধস্মৈ পন এক পদম্পি নথি তং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্সথ” (চাইলডাস অভিধান) যাহার রাগাদি উপাদানের একটি মাত্র পদ বা অবস্থা ও বর্তমান আছে, তাহাকেই তোমরা লইয়া যাইতে পার; কিন্তু বুদ্ধের

তথাবিধ এক পদ মাত্র ও নাই, স্ততরাং সেই অপদ বুদ্ধকে কোন পদ (উপায় বা প্রলোভন) দ্বারা লইয়া যাইবে ?

অপায়—২১১ অপগম, বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বিণ্—
অপায়িন্, অপেত—২, ৪১, ২৫। অনপায়িনী (স্ত্রী)-২,
অবিচ্ছিন্না ; চতুর্বিধ অপায়—৪২৩, নিরয়, তির্ষক্ ষোনি, প্রেতলোক
ও অস্বরভূমি। (সত্য দর্শন ৬২ পৃঃ)

অপার—৩৮৫ ভবনদীর এই পার, কূল। পার—পরপার।

তুলনীয়—“নদীর এপারে বসে ভাবে মনে মন,
ওপারেতে শান্তি সুখ জলন্ত জীবন।”

পারাপার—উভয় পার। অর্থাৎ আন্তর ইন্দ্রিয়, বাহ্যিক
বিষয় কিংবা উভয়ের প্রতি যাহার আশ্রয় ও মমত্ববোধ নাই,
তিনি ভয় ও সংযোজন মুক্ত।

অপুথুজ্ঞানসেবিত—২৭২ পৃথক্ বা প্রাকৃতজন অসেবিত,
অর্থাৎ আর্ষণ্যসেবিত। এখানে বলা হইতেছে সংযম, শাস্ত্র-
জ্ঞান, লৌকিক অষ্ট সমাপত্তি লাভ, নির্জনে বাস দ্বারা নিকাম
সুখ মিলে না। এ সকলের সহিত তৃষ্ণাক্ষয়ের গোণ সম্বন্ধ।

অনাগামী মার্গদ্বারা কামরাগ সমুচ্ছিন্ন হয়। উহাই আৰ্যজন-
সেবিত নিকাম সূত। কিন্তু তাহারও ভবরাগ বা ব্রহ্মত্বলাভের
আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়; সূতরাং ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম ঘটে।
বুদ্ধের ভাষায়—

“যথাপি অগ্নমত্তকোপি গুথো দুগ্গন্ধো হোতি,

এবং অগ্নমত্তকোপি ভবো দুবুথো’তি।”

অরহত্ত্ব মার্গদ্বারা আশ্রব ক্ষয়েই সর্ব দুঃখের অবসান ঘটে। সূতরাং
উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য, শীলসমাধি নহে। (মজ্জিম
নিকায়ে ‘রথবিনীত সূত’ দ্রষ্টব্য)।

অগ্নমত্ত—৫৬; অগ্নমাত্র। **অ-গ্নমত্ত—২১** অপ্রমত্ত,
সতর্ক, উত্তোগী, সংকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীল। অপ্রমত্তেরা নির্বাণ
অধিগত হইয়া পুনর্জন্মের ক্ষয় করেন, সূতরাং তাঁহারা অমর।
প্রমত্তেরা মৃতের সামিল। মৃতের ত্রায় তাঁহারা আত্মশুদ্ধি সাধনে
অসমর্থ।

অগ্নমাদ—২১; অপ্রমাদ; সংকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীলতা।
ষাবতীয় কুশলকর্ম অপ্রমাদের দ্বারা সাধিত হয়।

অভাবিত—১৩; সাধনাবিহীন, শমথ ও বিদর্শন ভাবনা

বিরহিত ; বিপরীত “সুভাবিত”—১৪ ; সাধনাপূত ; সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মে । সুতরাং তাহাতে রাগাদি প্রবিষ্ট হয় না ।

অভিঞ্ঞা—৪২৩ ; অভিজ্ঞা ; উচ্চতর জ্ঞান । ইহা লৌকীয় ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ । বিবিধ ঋদ্ধি (অলৌকিক বিভূতি) দিব্যাশ্রোত্র, পরচিত্ত-জ্ঞান, অতীত জন্ম পরস্পরার স্মৃতি ও দিব্যচক্ষু বা সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানই ‘লৌকীয়-অভিজ্ঞা’ । ইহাদের সহিত তৃষ্ণা-ক্ষয়ের সম্বন্ধ গৌণ । লোকোত্তর অভিজ্ঞা ‘আশ্রবক্ষয়-জ্ঞান’, ইহাতেই প্রকৃত দুঃখমুক্তি ঘটে ।

অমৃত—৩৭৪ ; অমৃত, নির্বাণ । অমৃতপদ—২১, ১১৪ ; অমৃতাদিগমোপায় । অমৃতোগধ—৪১১ ; অমৃতে অবগাহিত, স্নাত ।

অমত্তঞ্ঞু—৭ ; অমাত্রাজ্জ ; ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন অর্থাৎ যিনি ভোজ্যদ্রব্যের অন্বেষণ, গ্রহণ ও পরিভোগের পরিমাণ ও পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞ । বিপরীত “মত্তঞ্ঞু”—৮ ; “পরিঞ্ঞাতভোজনা”—৯২ ।

অরহন্তং—১৬৪ ; অর্হৎএর ; মাননীয় ব্যক্তির ; যিনি বুদ্ধের প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে আশ্রবক্ষয় করেন, তিনিই অর্হৎ । কর্মকারকে অরহন্তং, ৪২০ ।

অরহতি—৯, ১০, ২৩০ ; যোগ্য হওয়া ; উপযুক্ত হওয়া ।

অরিয়—৭৯, আৰ্য, সন্নাস্ত, পবিত্র, উত্তম, আদর্শস্থানীয় । বিশেষার্থে স্রোতাপন্ন, সঙ্কদাগামী, অনাগামী ও অর্হং মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে আট আৰ্যপুদগল । ‘অরিয়’ পবেদিতে ধম্ম—৭৯, বুদ্ধাদি আৰ্য (পবিত্র) গণ প্রচারিত বোধিপক্ষীয় ধর্মে । অরিয়ভূমি—২৩৬, শুদ্ধাবাসভূমি । অনাগামী আৰ্যেরা দেহান্তে ত্রাঙ্কলোকের ‘শুদ্ধাবাসে’ উপন্ন হন । তথা হইতে ক্রমশঃ উদ্ধগামী হইয়া অকনিষ্ঠ ভূমিতে নির্বাণ প্রাপ্ত হন । উদ্ধস্রোতা তাঁহাদেরই নাম । আৰ্য জাতি বিশেষের নাম । বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইহাকে পুতচরিত্র বুদ্ধ ও জীবন্মুক্তগণের সাধারণ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হইয়াছে । অরিয় সচ্চানি—১৯০, চারি আৰ্য (শ্রেষ্ঠ) সত্য ; অরিয়ঞ্চ অট্টাঙ্গিকং মগ্গং—১৯১ ।

অবিজ্জা—২৪৩ ; অবিজ্ঞা, । চতুরার্য সত্য, পূর্বাস্ত অপরাস্ত ও প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞান ।

অশ্লভ (ভাবনা)—৩৫০ ; অশুভ ; অশুচি । অশ্লভানুপসং—৮, অশুভদর্শী অর্থাৎ অশুভ ভাবনাকারী । ‘দেবমন্দির’ বা ‘ধর্মক্ষেত্র’ আখ্যা দিলেও এইদেহ বত্রিশ অশুচির ভাণ্ড, যথা—

কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদপিণ্ড, যকৃত, ক্রোম, প্লীহা, ফুস্ফুস, অস্ত্র, অস্ত্রগুণ (বন্ধনী) উদরীয় (উদরস্থ খাণ্ড), করীষ (বিষ্ঠা) মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, শ্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, (চৰ্কি) থুথু, শিখনী, লসিকা (গ্রন্থির তরল পদার্থ) ও মূত্র । মূত্রভাণ্ডে কুমির গ্রাস্য এইদেহ অন্তর্গতে উৎপন্ন হয় । বিষ্ঠাপূর্ণ পায়খানার গ্রাস্য ইহা অন্তর্গতে পরিপূর্ণ । ইহা নানা কুমির বাসস্থান, সতত অন্তর্গত নিঃশ্রাবী । কাম লালসার প্রহাণের নিমিত্ত সাধককে জড় দেহের এই অন্তর্গত ও ঘৃণ্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে হয় । তৎসম্বন্ধে স্নৃশ্শ্বল চিন্তাই অশুভ ভাবনা । বিপরীত শুভ ভাবনা বা শোভাদর্শী ।

অহিংসা—২৬১, ২৭০ ; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা বা সাম্য । ইহা সক্রিয় মনোবৃত্তি ।

আতুর—১৯৮ ; পীড়িত, আক্রান্ত । রাগাদি ক্লেশপীড়িত ।

আসব—আশ্রব—৯৩, “ধম্মতো যাব গোত্রভূ ভবতো যাব ভবগ্গা আ (সমন্তা) সবন্তি (পবত্তন্তি) ’তি আসবা ; অয়ত্তিং বা সংসার দুক্খং সবন্তি (পসবন্তী) ’তি আসবা ।” ধর্ম

হিসাবে গোত্রভূ চিত্ত (লোকোত্তর মার্গের পূর্বক্ষণ) এবং ভব হিসাবে ভবাগ্র পর্যন্ত সর্বদিকে যাহা অবিত (প্রবাহিত) হয় কিংবা যাহা হইতে ভাবী সংসার দুঃখ আসব বা প্রসব হয় তাহাই আশ্রব। আ+স্ব—অভিসম্বে। (অখসালিনী) চিত্তের মত্ততা সাধক অকুশল চৈতনিক (মনোবৃত্তি) বিশেষ। ইহা চতুর্বিধ—(১) কামাসব (কামবাসনা) ইহা অনাগামী মার্গে রুদ্ধ হয়। (২) ভবাসব (কামলোক ও সাকার-নিরাকার ব্রহ্মলোকের কামনা)। ইহা অর্হত্ত্ব মার্গে সমুচ্ছিন্ন হয়। (৩) দৃষ্টাসব (সংকায় দৃষ্টি বা অবিনশ্বর আত্মার ধারণা) ইহা স্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা রুদ্ধ হয়। (৪) অবিজ্ঞাসব—সমস্তের সহিত জড়িত। ইহা অর্হত্ত্ব মার্গদ্বারা ক্ষয় হয়। যাহার আসব ক্ষয় হইয়াছে তিনি অনাসব—৯৪, ১২৬, ৩৮৬, ‘খীণাসব’ ৮৯, ৪২০। আসবকুথয়—২৫৩, ২৭২; আশ্রবক্ষয়। আসব, ওষ, যোগ, ও গম্ব বস্তুত একই জাতীয় মনোবৃত্তি। (অভিধম্মথসংগহো)।

ইঞ্জিতং—২৫৫; চলন, কম্পন। বুদ্ধদের ‘অভিমত’ চির অচঞ্চল, তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান প্রভাবে গঠিত কিংবা বিচলিত নহে।

ইন্দ্রখীলুপমো—৯৫; ইন্দ্র দেবগণের রাজা, শ্রেষ্ঠ। যে স্তম্ভ আকার ও উচ্চতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই ইন্দ্রখীল। প্রধান স্তম্ভ সদৃশ।

ঐজুগত—১০৮; ঐজুগত। আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণের ঐজুপথ। এই পথে প্রতিপন্ন জীবমুক্ত গণ ‘ঐজুগত’। এই আর্ষ শ্রাবকদের প্রতি অভিবাদন বা কায়িক সম্মান প্রদর্শন জনিত কুশল-চেতনার ফল তুলনামূলক ভাবে উক্ত হইয়াছে।

উদয়বয়—১১৩, ৩৭৪; উদয়—উৎপত্তি; বৃদ্ধি। ব্যয়—হ্রাস, বিলয়। এই উদয়-ব্যয় অনুশীলনেই পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি হয়। ইহা অনিমিত্ত (৯২) বিমোক্ষের উপায়।

উপসম্পদা—১৮৩, (উপ+সং+পদ); গ্রহণ, অর্জন। বিশেষার্থে ভিক্ষুপদ গ্রহণ।

উন্মুখ—উন্মুখ, পঞ্চকামগুণ অব্বেষণকারী।

ওক—গৃহ ৫মী ওকা ৭৮ আগার হইতে; ওকমোকং ৯১ ওকং+ওকং দ্বিকল্পিত। কচিং উদক শব্দের সংক্ষিপ্তাকারে দৃষ্ট হয়। যথা “ওকমোকতো উত্ততো” ৩৪।

ওঘ—৪৭ বজ্রাশ্রোত; বিশেষার্থে আসবে উক্ত চতুর্বিধ

মনোবৃত্তি। ‘যসস্ সংবিজ্জন্তি তং বট্টস্মিং ওহনন্তি (ওসিদাপেত্তি) তি ওঘা,’ (অব+হন=হিংসায় অঃ সাঃ) যাহার মধ্যে ইহারা বিদ্যমান, তাহাকে সংসারাবর্তে ভাসাইয়া ডুবাইয়া প্রবাহিত করে। তজ্জগু ইহারা ওঘ। যাহারা ইহা অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারা ‘ওঘতীপ্প’ ৩৭০।

কসাব—১০; কষায়; পাপ। বস্তু কসাব—যাহার পাপ বসিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনিচ্ছসাবো ৯, তব্বিপরীত।

কাম—ইচ্ছা, কামনা, ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ, তৃষ্ণা, বিষয়াত্ত্বরাগ, কাম্য বস্তু। বস্তু কাম ও ক্লেশ কামভেদে ইহা দ্বিবিধ; রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ প্রভৃতি বস্তুকাম; এবং উহাদের প্রতি রাগ ঘেষাদি রিপুনিচয় ক্লেশকাম। কামকাম ৮৩ কামোর আশায়; কামরতি সস্থবং ২৭ আসঙ্গ-স্পৃহা; কাম-গুণ ৩৭১ কাম-বন্ধন। কামসুখ ৩৪৬; কামভব ৪১৫ কাম এবং ভব।

কাম্ম—সমূহ, দেহ। (রূপকায় ও নামকায়) অরূকায়—

১৪৭ ত্রণসমূহ। কাম্মেন সংবতো ২৩১, ২৩৪। কাম্মেন পসুসতি ২৫৯ নাম বা চেতন কাম্মে অর্থাৎ স্বীয় উপলব্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষ করে।

কোথ—ক্রোধ ২২৩, এই গাথায় উক্ত ক্রোধজয়ের নীতির

পরিপূরকরূপে ৫,৯৫,২২৫,৪০৬ গাথার অহিংস নীতি গ্রহণীয়।
ক্রোধ সত্য উপলব্ধির বাধা।

গম্ভা—২১১; গ্রন্থি, গিরা, বন্ধন। বিশেষার্থে—অভিধ্যা,
ব্যাপাদ, শীলব্রতপরামর্শ, ও ইহা সত্য্যভিনিবেশ। ‘ষস্
সংবিজ্জন্তি তং চুতিপটিসন্ধিবসেন বট্টটম্মিং গম্ভেস্তি (ঘটেস্তি)
তি গম্ভা। (গতি—গম্বনে) ষাহার নিকট ইহারা বিদ্যমান
তাহাকে চ্যুতি প্রতিসন্ধিবশে গ্রম্বন করে, বন্ধন করে, এই অর্থে
ইহারা গ্রন্থি। ওঘ দ্রষ্টব্য। গম্বপহীনস্ ৯০।

গোচর—গোচারণ ভূমি; কর্মে গোচরং ১৩৫। আলম্বন,
বিষয় ইন্দ্রিয়গণের চরণ-ভূমি :—৯২, ৯৩। ‘অরিযানং গোচরে
রতা’ শ্রোতাপন্নাদি আর্ষগণের বিষয়ে অর্থাৎ নবলোকোত্তর ধর্মে
ও সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মে রত।’ বুদ্ধের জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়
অনন্ত, সেই কারণে তাঁহাকে ‘অনন্ত গোচর’ ১৭৯ বলা হয়।

ছত্তিংসতি সোতা—৩৩৯; ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাশ্রোত;
চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন ছয় ইন্দ্রিয়, রূপ, শব্দ, গন্ধ,
রস, স্পৃষ্টব্য, ও ধর্ম ছয় বিষয়, এই দ্বাদশ আয়তনের
সংযোগজনিত বেদনা (অমুভূতি) হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি
হয়। কামতৃষ্ণা (Craving for sensual pleasures)

ভবতৃষ্ণা (craving connected with the view of Eternalism) ও বিভব তৃষ্ণা (and craving connected with the view of Nihilism) এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা দ্বারা গুণিত হইলে ইহা ৩৬ প্রকার ধারায় প্রবাহিত হয়।

ছন্দ—১১৭, ১১৮ ; রুচি, ইচ্ছা। ২১৮ ; সঙ্কল্প, অভিপ্রায়। ভোগের বা পাইবার তৃষ্ণাকেও ছন্দ বলে যথা কামচ্ছন্দ। এখানে নির্বাণ সম্বন্ধে জাতছন্দ পাওয়ার ও ভোগের ইচ্ছা নহে, নির্বাণ হইবার সঙ্কল্প। ইহার দার্শনিক পরিভাষা ‘কতুকামতা’।

ঝান—৩৭২ ; ধ্যান, একাগ্রতা দ্বারা চিন্তা-শুদ্ধি সম্পাদনের প্রণালী, উহা সমথ ও বিদর্শন ভেদে দ্বিবিধ। ক্রমোন্নত স্তর হিসাবে প্রত্যেক ধ্যান পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

তথাগত—২৫৪ ; পূর্ববর্তীগণ যথা আগত কিংবা গত ইহারাও তথাগত ; বুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষদের নামান্তর।

তণ্হা—১৮০, ৩৩৪,—তৃষ্ণা, কামনা, বিষয়-বাসনা, প্রলোভন। (তৃষ্ণার ‘হত্তিসতি সোতা’ দেখ।) তৃষ্ণা দুঃখের হেতু, দ্বিতীয় আর্ষদত্ত্য। পুনজন্মের অগ্রতর কারণ। অষ্টাঙ্গিক মার্গানুশাসী জীবন গঠন করিয়া ইহার ক্ষয় সাধনই বৌদ্ধ সাধনার লক্ষ্য।

ধম্ম—ধর্ম, গুণ, স্বভাব, অবস্থা, শীল, নীতি, ধর্মগ্রন্থ, জাগতিক বিধান, সত্য, চৈতন্যিক, পদার্থ, পুণ্য ; আচার, সমাধি, প্রজ্ঞা, মার্গ-ফল, নির্বাণ । বৌদ্ধ-সাহিত্যে ‘ধর্ম’ শব্দ বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত । ‘সক্কে ধম্মা অনত্তা’ ২৭৯ ; এখানে ‘ধর্ম’ কার্য-কারণ সম্বন্ধ জাত জড়-চেতন সমস্ত পদার্থকে এবং উহাদের অতীত অবস্থা নির্বাণকেও বুঝাইতেছে । ‘এস ধম্মো সনন্তনো’ ৫— এই নীতি সনাতন (পুরাতন) ; ‘ধম্মহি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ’ ২৬১, ৩৯৩ ; সত্য এবং সাধুতা (গুণ) ; চত্তারো ধম্মা ১০৯—চারি গুণ বা অবস্থা ; পাপকা ধম্মা ২৪২—পাপ আচার ; সতঞ্চ ধম্মো—১৫১ ; আর্য়গণের অধিগত নব লোকোত্তর ধর্ম (অবস্থা) চারি মার্গ, চারিফল ও নির্বাণ ; অথবা সাধুগণের লৌকিক ধর্ম মৈত্রী, কৰুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা জরায় উপনীত হয় না, কখনো হ্রাস পায় না । ‘একং ধম্মং অতীতস্স’ ১৭৬ একটি শীল বা নীতি লঙ্ঘনকারী ; ‘বিস্সং ধম্মং সমাদায়’ ২৬৬—বিষম নীতি গ্রহণ করিয়া ; এবং ধম্মানি স্তুত্বান ৮২—ধর্ম শাস্ত্র বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া ‘ধম্মং চরে স্ফুরিতং’ ১৬৯=পিণ্ডাচরণাদি ধুতাদ ব্রত উত্তমরূপে আচরণ করিবে । ‘কণ্ঠং ধম্মং’ ৮৭, কৃষ্ণ ধর্ম বা মন্দ আচার, ‘ধম্মঞ্চ সরণং গতো’ ১৯০ ধর্মকে আদর্শ

করিয়াছেন। ‘হীনং ধম্মং’ ১৬৭—হীন আচার, পঞ্চকামগুণ।
 করণ কারকে অসাহসেন ধম্মেন ২৫৭ নিরপেক্ষ নীতি দ্বারা।
 ‘ধম্মসু হোতি অমুধম্মচারী ২০ = নবলোকান্তর ধর্মের
 অমুগামী। ধম্মসু গুত্তো ২৩৭ = ধর্মের (জায়) রক্ষক।
 “বিরাগো সেট্টো ধম্মানং” ২৭৩ = সর্ব ধম্মানং নিক্কান সম্বাভো
 বিরাগো সেট্টো’ সমস্ত অবস্থার মধ্যে নির্বাণ নামক বিরাগই
 শ্রেষ্ঠ। সম্বতধম্মানং ৭০ = ধর্ম উপলক্ষিকারীদের। সন্বেসু
 ধম্মেসু ৩৫৩ = ত্রিলোকের যাবতীয় বিষয়ে। সম্মেসু— ধম্মেসু
 ৩৮৪ = শমথ ও বিদর্শনে।

ধম্মা মনোপুত্তমজমা—১, ২ ; এখানে ‘ধম্মা’ অর্থ মানসিক
 অবস্থাসমূহ অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের অন্তর্গত চৈতন্যিক
 বা মনোবৃত্তিসমূহ। মনকে পূর্বজন্ম অর্থাৎ প্রমুখ করিয়াই ইহারা
 মনের সঙ্গে যুগপৎ উৎপন্ন হয়, নিরোধ হয়, এবং একই বিষয় ও
 বাস্তব বলদ্বারা ও আশ্রয় করে। মনের সহযোগিতা ব্যতীত ইহারা
 উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু মন সদস্য বৃত্তি নিচয়ের এক
 জাতিকে বাদ দিয়া অপরকে নিয়া উৎপন্ন হইতে পারে ; সুতরাং
 মন ইহাদের প্রধান অগ্রণী ও পূর্বগামী। কিন্তু স্থান ও কাল
 হিসাবে পূর্বগামী নহে। এইরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা মনোময়

বা মনোগঠিত ; অজ্ঞাত নহে । মন ধর্মসমূহের উপর আধিপত্য করে এই অর্থে মন তাহাদের শ্রেষ্ঠ । উপনিষৎকার বলেন :—

মন এব মনুজ্ঞানং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ ।

বন্ধায় বিষয়াসক্তং মূর্ত্যো নির্বিষয়ম্ স্মৃতম্ ॥

মৈত্রায়নী ৪।১১

অর্থাৎ মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ । বিষয়াক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয় ।

বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর হইলে চিত্ত-বীথির ব্যবস্থাপন স্থানে কিম্বা মানস কল্পিত বিষয়ে মনোভারাবর্তন স্থানে মন স্বীয় গৃহীত আলম্বন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করে, তদনুসারে সং কিম্বা অসং বৃত্তি-নিচয় মনের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, জবিত বা ধাবিত হয়, নিকরুদ্ধ হয় । এইরূপে জীবের মনে সদসং কর্ম গঠিত হয় । কায় ও বাক্ সহযোগে অহুষ্ঠিত হওয়ায় কায়কর্ম, বাক্কর্ম নামে ও ব্যবহৃত হয় । এই কর্মই অহুগামীরূপে ভাবীকালে ভাল মন্দ ফলদানে সামর্থ্য রাখে ।

ন প্রণশস্তি কর্মানি কল্পকোটি শতৈরপি,

সামগ্রিং প্রাপ্য কালঞ্চ ফলস্তি খলু দেহীনং ।...

দেহীগণের কর্মরাশি শত কোটি কল্পেও বিনষ্ট হয় না, আত্মস্থায়ী প্রত্যয় সামগ্রী ও অবসর প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় ফলপ্রসূ হয়।

ধম্মপদ—৪৫, ৪৬ ; ধর্মমূলক গাথা, ধর্মোপলব্ধির উপায়।
অর্থকথা বলে :—সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম।

নন্দি—৩২৮ ; চর্মরজ্জু, বন্ধন ; তত্র তত্রাভিনন্দিনী অর্থে তৃষ্ণা। পাঠান্তরে ‘নন্ধি’—ক্রোধ, বন্ধবৈরী।

নন্দী-ভব—৪১৩ ; ভবের জন্তু নন্দী ; ভব-তৃষ্ণা ; কাম, রূপ ও অরূপভাবে জন্মের বাসনা। যাহার এ বাসনা ক্ষয় হইয়াছে তিনি ‘নন্দীভব পরিক্ষীণ’।

নহাতক—স্নাতক ; যিনি চিত্তের ক্লেশ ধুইয়া ফেলিয়াছেন।

নাথ—১৬০, ৩৮০, আশ্রয়, রক্ষক, ত্রাণকর্তা, প্রভু।
নিজেই নিজের উত্তম আশ্রয়, ত্রাণকর্তা। বৌদ্ধ মাত্রেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষাব্রতীর (জীবমুক্ত আর্ষগণের) শরণ গ্রহণ করেন। এই ত্রিরত্ন বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ, কিন্তু মুক্তি নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজের উপর।

নামরূপ—৩৬৭ চেতন ও জড় ; নাম=বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (৫০ চৈতসিক) এবং বিজ্ঞান (৮২ চিত্ত) স্বক্ক। রূপ—

দেহ, জড়পদার্থ; বৌদ্ধধর্মে ইহাকে ২৮ প্রকার গুণে বিভাগ করিয়া পারমাণ্বিকভাবে ‘রূপ স্কন্ধ’ আখ্যা দিয়াছে।

নিটুঠংগতো—৩৫২; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, লক্ষ্যে উপনীত, অর্হত্ব প্রাপ্ত।

নির্বান—নি+বান=অর্থাৎ বান বা তৃষ্ণা হইতে নির্গমন, নির্বাণ। চিন্তের তৃষ্ণা ক্ষয়ের অবস্থার নাম ক্লেশ (কারণের) নির্বাণ বা সউপাধিশেষ নির্বাণ; তৃষ্ণামুক্তের মৃত্যু স্কন্ধ (কার্যের) নির্বাণ বা অরূপাধিশেষ নির্বাণ, বৌদ্ধ সাধনার চরম লক্ষ্য। ধ্মপদে গুণবাচক প্রতিশব্দ—অমৃত ২১, যোগক্ষেম, ২৩, অনাকুখাত ২১৮, অগতংদিসং ৩২২, জাতিকুখয় ৪২৩।

নিরুন্ম—৩০৬, ৩১৫; (নি+অন্ম) সুখহীন অবস্থা—যে কোন জীবনে কিংবা জগতে। ইহা অনন্ত নহে, শাস্ত। যখন পাপকর্ম ইহজীবনে কিংবা জন্মান্তরে ফলপ্রসূ হয় তখন এ দুঃখময় অবস্থা বিকশিত হয় আর সেই প্রারব্ধ কর্মক্ষয়ে তজ্জনিত দুঃখের অবসান ঘটে।

নিরুক্তিপদকোবিদ—৩৫২; ব্যাকরণ সম্বত শব্দার্থে অভিজ্ঞ, বিশেষার্থে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভান এই চারি প্রতি-সম্বিদা বা বিশ্লেষণ জ্ঞানে দক্ষ।

নিরূপাধি—৪১৮ ; উপাধিহীন, বিশেষার্থে স্বক্ক, ক্লেশ, কর্ম ও কাম গ্রহীন। অর্হতের গুণবাচক শব্দ।

নীবরন—২২৫ (অল্পবাদে) ‘চিত্তং নীবরন্তীতি নীবরনা’ যে সকল মনবৃত্তি চিত্তশুদ্ধির আবরণ বা প্রতিবন্ধক তাহারা নীবরণ।
 উহারা পঞ্চবিধ—কামচ্ছন্দ (কাম লালসা) ব্যাপাদ (হিংসা)
 ধীনমিদ্ধ (আলস্য-জড়তা) উদ্ধচ্ছ-কুদ্ধচ্ছ (উদ্ধত্য-কৌরুত্য)
 বিচিকিচ্ছা (সংশয়)।

পঠবিং—পৃথিবী ৪৪, ৪৫,—রূপকার্থে ‘অন্তর্ভাব সঙ্খাতং পঠবিং’—এই জীবনরূপ পৃথিবী। অর্থাৎ নিজকে জয় করিবে ?

পমত্ত—প্রমত্ত, অসাবধান, ধর্ম জীবনে বিস্মৃত, বিষয় ভোগে নিমগ্ন।

পম্মিরূপাসতি—৬৪, পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, সঙ্গ করে

পর—অণু ১৬০, ২য় পরং ১৮৪, পরং গতং ২২০—পরলোক গত ব্যক্তিকে ; পরসম্ হেতু—অণুর জন্ম ; পরেসং ২৪৯।
 পরম্হি ১৬৮=পরলোকে ; প্রথমার বহুবচনে ‘পরে’ ৬—পণ্ডিত বাতীত অণু সকলে। পরং ২০২=উচ্চতর।

পরত্থ—১৭৭ পরত্ব, অণু স্থানে, পরলোকে। পরত্থেন ১৬৬=পরার্থ ; পরের জন্ম।

পরিণ্ণেত ভোজন—২২, আহার ও আহাৰ্য সম্বন্ধে
যথার্থ জ্ঞান। জাত, তীরণ ও গ্রহাণ ত্রিবিধ পরিজ্ঞা।

পাতিমোক্খ—১৫৮, ৩৭৫; প্রাতিমোক্খ। ভিক্ষু
ভিক্ষুগীদের প্রতিপালনীয় ২২৭ প্রকার প্রধান নিয়মাবলী।

পুথুজ্জন—৫০ পৃথকজন, প্রাকৃতজন, সাধারণ লোক।
যাহারা মুক্তি-মার্গের সন্ধান পান নাই তাহাদের সাধারণ নাম
পৃথকজন। তন্মধ্যে মার্গ অন্বেষণে নিরতদিগকে কল্যাণ পৃথকজন
আর সংসার মোহে আচ্ছন্নগণকে অন্ধ পৃথকজন বলে।

ভব—কর্ম; উৎপত্তি ভব, জীবনের অস্তিত্ব; কাম, রূপ, অরূপ
ভব। ‘ভবায়-বিভবায়’ ২৮২ = উৎপত্তির জন্ম ও ধ্বংসের জন্ম।

ভাবনা—অবিজ্ঞমান কুশলের উৎপাদন ও বিজ্ঞমান কুশলের
রক্ষণ ও সংগঠনই ভাবনা। সাধনা ইহার নামান্তর। একাগ্রচিত্তে
পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা ইহা সাধনা করিতে হয়। ‘ভাবনায়’
৩০১—মৈত্রী ভাবনায়। ‘অসতং ভাবনমিচ্ছেয়্য ৭৩—অবিজ্ঞমান
গুণসমূহের সম্ভাবনা ইচ্ছা করে। ভাবিতত্ত্বানং ১০৬—
ভাবিতাত্মকে, অর্থাৎ যিনি চিন্তকে ভাবনা বা সাধনা দ্বারা
সুগঠিত করিয়া ক্লেশমুক্ত হইয়াছেন।

মগ্গ— ২৭৩, ৪০৩, মার্গ, পথ, উপায়; ‘কিলেসে

মারেস্তো গচ্ছতীতি মগ্গো' ক্লেশকে মারিয়া গমন করে এই অর্থে মার্গ। ইহা আর্য সত্যের চতুর্থ সত্য। ইহার আট অঙ্গ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। অঙ্গসমূহ চতুর্বিধ লোকোত্তর মার্গচিহ্নেই পূর্ণতা লাভ করে।

মরীচিধম্ম—৪৬; মরীচিকা স্বভাব, মৃগতৃষ্ণিকাবৎ এই দেহ যথার্থ সারহীন।

মার—৭, রাগ-দ্বेष-মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি বা রিপুসমূহ ক্লেশ মার। নব নব কর্ম সম্পাদন দ্বারা পুনর্জন্ম গঠনকারী পঞ্চ স্কন্ধকে স্কন্ধমার; এবং 'পরিনিম্নিত বসবর্ত্তী' (৬ষ্ঠ) স্বর্গের অংশ বিশেষের অধিপতি শক্তিশালী দেবতাকে দেব পুত্র-মার বলা হয়। ইনি ইন্দ্রের উর্দ্ধে এবং ব্রহ্মার নীচে অবস্থিত। তাহার প্রভাব সর্বত্র। কণ্ণহ (কৃষ্ণ) অন্তক (৪৮) নমুচি, পমত্ত বন্ধু, কন্দর্প, পাপিমা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। রতি, অরতি, তৃষ্ণা নাম্নী তিন কত্তা ও কাম ক্ষুৎপিপাসা আদি অগণিত সৈন্ত-সামন্ত কল্লিত হয়। মারধেয়া—৩৪; মারের রাজ্য—ক্লেশ-বৃত্ত অর্থাৎ অবিজ্ঞা-তৃষ্ণা উপাদান। মর-বন্ধন—৩৭, ২৭৬, ৩৫০, কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোকই মারের বন্ধনাগার।

মৈত্রী বিহারী—৩৬৮; যিনি মৈত্রী ভাবনায় কালাতিপাত করেন। নিজের ত্রায় পরের ও হিতসুখ কামনা মৈত্রী। চিন্তে মৈত্রীর অনুশীলন মানব মাত্রেই কর্তব্য।

যিটুঠ—১০৮; যজ্ঞিত, ইষ্ট—উৎসর্গীত, প্রদত্ত। উৎসব অনুষ্ঠানে যাহা প্রদত্ত হয়। (অটুঠকথা)

যোগ—২৩, সাধারণ অর্থ সংযোগ; সম্বন্ধ; ‘মানুসকং যোগং’ মনুষ্য লোকের সহিত সম্বন্ধ; দিবং যোগং—দেব লোকের সহিত সম্বন্ধ; ৪১৭। বিশেষার্থঃ—“বট্টটস্মিং যোজ্যেস্তী”তি যোগা—সংসারাবর্তে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত করে এই অর্থে যোগ। কায় ভব, ভ্রান্তদৃষ্টি ও অবিজ্ঞা এই চারি যোগ। সর্ব যোগ বিসংযুক্তং ৪১৭—সর্ববিধ যোগমুক্ত। যোগক্কেম—যোগ-মুক্ত অর্থাৎ নির্বাণ। অপর অর্থ মনঃসংযোগ অর্থাৎ ধ্যান-সাধনা—যোগাবে জায়তী ভূরী ২৮২, যোগ বা সাধনা হইতে জ্ঞান জন্মে।

বর—১৭৮, শ্রেষ্ঠ, উত্তম। ‘বরমাদায়’ ২৬৮—শ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শীল, সমাধি, স্ত্রজ্ঞা প্রভৃতি উত্তম গুণ গ্রহণ করিয়া। বরত্তং—৩২৮; = বরত্রা, হস্তীর কক্ষ রজ্জু, রূপকার্থে আসক্তি।

বিজ্ঞাচরণা—১৪৪; বিজ্ঞাও আচরণ। ত্রিবিজ্ঞা পূর্ব-

জন্মের স্মৃতি, সত্তগণের জন্মমৃত্যু জ্ঞান, ও স্বীয় আশ্রব ক্ষয়জ্ঞান ।
ইন্দ্রিয় সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, জাগ্রতসাধনা প্রভৃতি
আচরণ ।

বিপ্লবসীদন্তি—৮২; অতিশয় প্রসন্ন হন । অর্থাৎ অর্হৎ
লাভ করেন ।

বিবেক—৭৫, ৮৭; বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা, নির্বাণ । কায়-
বিবেক—গণবর্জন; লোকালয় হইতে দূরে বাস । চিত্ত-বিবেক =
চিত্তের ক্লেশ-বর্জন । উপধি বিবেক—সংস্কার বর্জন, নির্বাণ ।
ত্রিবিধ বিবেক পরম্পরের পূরক ও পরিপোষক ।

বিমোক্ষে—৯২, ৯৩; বিমোক্ষ নির্বাণ । রাগ-দেব-
মোহ-মুক্তি ।

বিঞ্ঞানসুস নিরোধেন তণ্হাক্কথয় বিমুক্তিনো,
পজ্জাতসুসবে নিক্কানং বিমোক্ষেথা হোতি চেতসো ।

(দীঃ নিঃ)

তৈলহীন প্রদীপ নির্বাণের জ্বায় তৃষ্ণাক্ষয় (হেতু) বিমুক্তের
চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয় । (‘অনিমিত্ত’
দেখুন ।)

সগ্গাপায়—৪২৩; স্বর্গ ও নরক; জীব স্থিতির স্তর

বিশেষ। ‘বিশুদ্ধি মগ্গে’ লোকচক্রবাল ৩১ স্তরে বিভক্ত হইয়াছে :—৪ অপায় ভূমি, ১ মহুয়লোক, ৬ দেবলোক, ১৬ সাকার ব্রহ্ম ও ৪ নিরাকার ব্রহ্মলোক। কর্মের তারতম্য হিসাবে ইহাতে জীবের জন্ম হয়, এবং সেই কর্ম ক্ষয় হইলে ভোগের সাথে ভোগীর ও জীবনাবসান ঘটে। স্তুরাং উহাদের হইতে জীবের উদ্ধার ও পতন সম্ভব। এ ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও নরক স্বীকৃত নহে।

ন সব্ব কালিকা এতে বুদ্ধঘোসেন ভাসিতা,

যতো বিনস্‌সতি ভোগো সহেবেথ ভোগিনা।

সঙ্কস্বরং ব্রহ্মচরিয়ং—৩১২ ; শঙ্কা-স্বরণীয়। ‘সঙ্কায় সরিতবং অন্তনো আসঙ্কাহি সরিতং।’ সভয় স্বরণীয়, স্বীয় আশঙ্কার সহিত স্মৃত অর্থাৎ যাহা স্বরণ করিলে ক্রটি-বিচ্যুতির জগ্ন মনে আশঙ্কা জন্মে তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য।

সঙ্ঘাত-ধম্মানং—৭০ ধর্ম সংস্কৃত, আবিষ্কৃত, প্রত্যক্ষভূত হইয়াছে যাহাদের। অর্থাৎ যাহারা চতুর্বিধ আর্য়সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই আর্য়দের। (অর্থকথা) সঙ্ঘাত, সমবায়ে কৃত। প্রত্যয়োৎপন্ন ; তদ্বিপরীত ‘অসঙ্ঘাত’ অসংস্কৃত, যাহা নির্বাণের নামান্তর। সঙ্ঘায়তি ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন ‘সঙ্ঘাত’ শব্দের

অর্থ সংখ্যা করা তুলনা করা, পরীক্ষা করা। সম্ব্যাতুং ১২৬ = পরিমাণ করিতে।

সঙ্খার—সংস্কার; যাহা প্রত্যয় জাত, সমবায়ে উৎপন্ন; বহুবচনে ‘সম্বারা’। প্রতীত্য সমুৎপাদে ‘অবিজ্জা-পচ্ছয়া সম্বারা—অবিজ্ঞা হইতে ভাল মন্দ সংস্কার বা কর্ম জাত হয়। সংস্কার স্বল্প বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত ৫০ প্রকার চৈতসিক। ‘সক্কে সম্বারা অনিচ্চা’ ২৭৭, ‘সক্কে সম্বারা দুকথা’ ২৭৮; এখানে নির্বাণ ব্যতীত বিশ্বের জড়-চেতন সমস্ত উপকরণ, যাহাতে কার্যকারণ প্রবাহ অটুট থাকে তাহাই সংস্কার।

সঙ্গ—৩৪২; বন্ধন, আসক্তি। “উভো সঙ্গং” ৪১২ = পাপ-পুণ্য উভয় পুনঃ জন্মের ও অনিয়ত গতির কারণ সুতরাং বন্ধন। পঞ্চসঙ্গাতিগো ১৭০ = রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও দৃষ্টি এই পঞ্চ সঙ্গের (বন্ধনের) অতিক্রমকারী।

সঙ্ঘ—দল, গণ, সমূহ। “সঙ্ঘঞ্চ সরণো গতো” ১৯০ যিনি সঙ্ঘের শরণাগত, অর্থাৎ সঙ্ঘজীবন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ‘সঙ্ঘগতা সতি’ ২৯৮ = আর্য সঙ্ঘের ‘সুপ্রতিপন্ন’ আদি গুণে নিযুক্ত স্থিতি। ইহা সঙ্ঘানুস্থিতি ভাবনা।

সঞ্বেণোজ্জন—৩১, বন্ধন। দার্শনিক অর্থ ‘বসু সংবিজ্জন্তি

তং পুণ্ণং লং বট্টটস্মিং সংযোজেন্তি (বন্ধন্তি)'তি সঞ্ঞোজনা ;' বাহার নিকট এইসব মনোবৃত্তি বিদ্যমান তাহাকে সংসার-চক্রে যুক্ত করে, বন্ধন করে এই অর্থে সংযোজন। তন্মধ্যে সংকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ নিম্ন-ভাগীয় ; রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিজ্ঞা উর্ধ্বভাগীয়। স্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা প্রথম তিন সংযোজন সমুচ্ছেদ হয়, সকুদাগামী মার্গ কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ করে, অনাগামী মার্গে উহার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং অহং মার্গে অবশিষ্ট সংযোজন সমুচ্ছেদ হয়।

সঙ্ক্কা—৩৩৩ ; শ্রদ্ধা, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস নহে।
অসুসঙ্ক্কা ৯৭—যিনি শ্রদ্ধার অতীত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী ;
অহং ৬।

সম্মিচরো—৯২ ; সঞ্চয় ; দ্বিবিধ সঞ্চয়—(১) ভোগ সম্পত্তি ;
(২) কুশলাকুশল কর্ম।

সমংচরেন্নয়্য—১৪২ ; শাস্তভাবে জীবন যাপন করে।

সম্বোধি—৮৯ ; বোধি, লোকোত্তর মার্গজ্ঞান। বোধির
সপ্ত অঙ্গ :—স্মৃতি, ধর্মবিচয় (প্রজ্ঞা), বীৰ্য, প্রীতি, প্রশান্তি
সমাধি ও উপেক্ষা।

সম্মসত্তি—৩৭৪ ; সংমর্শন করে ; বার বার ভাবনা করা ;
ক্রিয়াপদ । **সম্মাসত্তি**—সম্যক স্মৃতি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা ।

সম্মাপগিহিত—৪৩ ; দশ কুশল কর্মে নিযুক্ত :—দান, শীল,
ভাবনা, সম্মান, সেবা, পুণ্যদান, পুণ্যানুমোদন, ধর্মশ্রবণ, ধর্মপ্রচার
ও সম্যকদৃষ্টি ।

সহমুক্কম—৩৯৮ ; সহ + অমুক্কম ; বল্গা ; তুষার অমুশয়াদি
অমুচর । **পলিষ** = অর্গল ; রূপকার্থে অবিজ্ঞা ।

সহসা—২৫৬ ; প্রভাবিত হইয়া ; লোভ, দ্বেষ, মোহ ও
ভয়ে বশীভূত হইয়া ।

সার—১১ ; সত্য ; শীল, সমাধি প্রজ্ঞা, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন
এবং পরমার্থ নির্বাণ । ইহা ব্যতীত সমস্তই অসার ।

সেখো—৪৫ ; শৈক্ষ্য ; শিক্ষাব্রতী ; যিনি লোকোত্তর মার্গ
লাভ করিয়াছেন, এখনও অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায়
রত । শৈক্ষ্য উপলব্ধি করেন ‘যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সস্বং
তং নিরোধধম্মং’ যে পদার্থের উদয় আছে তাহার বিলয়
অবশ্যজ্ঞাবী । অর্হতের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন তিনি অশৈক্ষ্য ।

সোতাপত্তি—১৭৮ ; নির্বাণমুখী শ্রোত প্রাপ্তির অবস্থা ।

ত্রিবিধ সংযোজন সমুচ্ছেদ করিয়া শ্রোতাপন্ন হয়। জীবশুক্তের প্রথম স্তর।

হংস—২১, হাঁস। আদিচ্চ পথে ১৭৫, আদিত্য পথে। ভগবদগীতায় মুক্ত পুরুষকে হংস বলা হইয়াছে। তিনি দেহান্তে সূর্যলোকে গমন করেন আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে, মন কর্মমুক্ত হইলে সূর্যলোক প্রাপ্ত হয়।

হতাবকালো—২৭; যাহার পাপ-পুণ্য সর্ববিধ কর্মোৎপত্তির অবকাশ (সুযোগ) হত হইয়াছে।

হিরী—হ্রী; লজ্জা, শ্লীলতা। হিরীনিসেধো ১৪৩=হিরী হইয়াছে নিষেধ অর্থাৎ বাধা যার। হিরীমতা ২৪৫=কুকর্মে লজ্জাশীল। আত্ম-মর্যাদা জ্ঞান বলে যিনি কুকর্মে বিরত, তিনিই হ্রীমান বা লজ্জাশীল।

ছতং—১০৮; আছতি। কর্ম ও কর্মফলে শ্রদ্ধা দ্বারা অতিথিকে কিম্বা অগ্র উপায়ে যাহা উৎসর্গিত। (অর্থকথা)

ছরং—২০; অগ্রত্ব; অগ্র জীবনে। ছরাছরং ৩৩৪ জন্ম হইতে জন্মান্তরে।

গাথা সূচী

[বর্ণানুক্রমিক]

অকক্সং বিঞ্ঞাপনিং	৪০৮	অত্তাহি অন্তনো	৩৮০, ১৬০
অকতং দুকতং	৩১৪	অথম্হি জাতম্হি	৩৩১
অক্কোচ্ছি মং	৩, ৪	অথ পাপানি	১৩৬
অক্কোধনং বতবন্তং	৪০০	অথব'সুস অগারানি	১৪০
অক্কোধেন জিনে	২২৩	অনবট্ঠিত চিত্তসু	৩৮
অক্কোসংবধবন্ধংচ	৩৯৯	অনবসুসুত চিত্তসু	৩৯
অচরিত্তা ব্রহ্মচরিয়ং	১৫৫, ১৫৬	অনিব্বসাবো কাসাবং	৯
অচিরং বত' যং	৪১	অনুপুসেন মেধাবী	২৩৯
অঞ্ঞাহি লাভুপনিসা	৭৫	অনুপবাদো	১৮৯
অট্ঠীনং নগরং	১৫০	অনেক জাতি সংসারং	১৫৩
অত্তদথং পরথেন	১৬৬	অন্ধভূতো অয়ং লোকো	১৭৪
অত্তনা চোদয়ত্তানং	৩৭৯	অপি দিব্বেসু কামেসু	১৮৭
অত্তনা'ব কতংপাপং	১৬১, ১৬৫	অপুঞ্ঞ লাভো চ	৩১০
অত্তানঞ্চে তথাকস্মিরা	১৫৯	অপ্পকা তে মহুসুসেসু	৮৫
অত্তানঞ্চে পিয়ং জঞ্ঞা	১৫৭	অপ্পমত্তো অয়ংগক্কো	৫৬
অত্তানমে'ব পঠমং	১৫৮	অপ্পমত্ত পমত্তেসু	২৯
অত্তা হবে জিতং সেয়্যা	১০৪	অপ্পমাদরতা হোথ	৩২৭

অপ্সমাদবতো ভিক্খু	৩১, ৩২	অসংসৃষ্টং গহট্টেহি	৪০৪
অপ্সমাদেন মঘবা	৩০	অসারে সারমতিনো	১১
অপ্সমাদো অমতপদং	২১	অসাহসেন ধম্মেন	২৫৭
অপ্সম্পি চে সহিতং	২০	অসুভানুপস্সিং	৮
অপ্সলাভো পি চে ভিক্খু	৩৬৬	অস্মক্কো অকতঞ্ঞ	৯৭
অপ্সসুতা'য়ং পুরিসো	১৫২	অস্মো যথা ভজ্জো	১৪৪
অভয়ে চ ভয়দস্সিনো	৩১৭	অহং নাগো'ব সঙ্কামে	৩২০
অভিখরেথ কল্যাণে	১১৬	অহিংসকা য়ে মুনয়ো	২২৫
অভিবাদনসীলস্	১০৯	আকাসে চ পদংনথি	২৫৪, ২৫৫
অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি	৩০৬	আরোগ্য পরমা লাভা	২০৪
অয়সা'ব মলং সমুট্ঠিতং	২৪০	আসা যস্	৪১০
অযোগে যুজ্জমত্তানং	২০৯	ইদং পুরে চিত্তমচারি	৩২৬
অলঙ্কতো চেপি	১৪২	ইধ তপ্পতি	১৭
অলঙ্জিতায়ে লঙ্জন্তি	৩১৬	ইধ নন্দতি	১৮
অবজ্জে বজ্জ মতিনো	৩১৮	ইধ মোদতি	১৬
অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেহু	৪০৬	ইধ বস্	২৮৬
অসজ্জায়মলা মস্তা	২৪১	ইধ মোচতি	১৫
অসতং ভাবনমিচ্ছেয়া	৭৩	উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো	২৮৫

উট্টান কালম্হি	২৮০	এবং সম্ভারভূতেষু	৫৯
উট্টানবতো সতিমতো	২৪	এসোব মগ্গো	২৭৪
উট্টানেন'প্লমাদেন	২৫	ওবদেয়ান্নসাসেয়া	৭৭
উত্তিট্টে নপ্পমজ্জিয়া	১৬৮	কণ্ণহং ধম্মং বিপ্পহায়	৮৭
উদকংহি	৮০, ১৪৫	করিয়াচে কয়িরাথেনং	৩১৩
উপনীতবয়ো	২৩৭	কামতো জায়তে সোকো	২১৫
উষ্যপ্পন্তি সতীমন্তো	৯১	কায়প্পকোপং রক্খেয়া	২৩১
উসভং পবরং বীরং	৪২২	কায়েন সংবরো সাধু	৩৬১
একং ধম্মং অতীতস্	১৭৬	কায়েন সংবুতা ধীরা	২৩৪
একস্ চরিতং সেয়ো	৩৩০	কাসাবকণ্ঠা বহবো	৩০৭
একাসনং একসেয়াং	৩০৫	কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো	১৮২
এতং থো সরণং থেমং	১৯২	কিং তে জটাহি	৩৯৪
এতং দল্হং বন্ধনমাছ	৩৪৬	কুত্তুপমং কায়মিমং	৪০
এতমথবসং ঞ্জা	২৮৯	কুসো যথা দুগ্গহিতো	৩১১
এতং বিসেসতো ঞ্জা	২২	কো ইমং পঠবিং	৪৪
এতং হি তুম্হে পটিপন্ন	২৭৫	কোথং জহে	২২১
এথ পস্সথিমং লোকং	১৭১	কো নু হাসো	১৪৬
এবংতো পুরিস, জানাহি	২৪৮	খন্তী পরমং তপো	১৮৪

গতঙ্কিনো বিসোকস্	৯০	জীরস্তি বে রাজরথা	১৫১
গতুমেকে উগ্গজ্জন্তি	১২৬	ঝায় ভিক্খু	৩৭১
গম্ভীর পঞ্ঞং মেধাবীং	৪০৩	ঝায়িং বিরজ্জমাসীনং	৩৮৬
গহকারক, দিট্ঠোসি	১৫৪	তঞ্চ কস্মং কতং সাধু	৬৮
গামে বা যদি বা	৯৮	তণ্হায় জায়তে সোকো	২১৬
চক্খুনা সংবরো সাধু	৩৬০	ততো মলা মলতরং	২৪৩
চস্তারি ঠানানি	৩০৯	তত্রাভিরতিমিচ্ছেয়া	৮৮
চন্দনং তগরং	৫৫	তত্রায়মাদি ভবতি	৩৭৫
চন্দং'ব বিমলং	৪১৩	তথেষ কত পুঞ্ঞস্শি	২২০
চরঞ্চে নাধিগচ্ছেয়া	৬১	তং পুত্ত-পত্তসম্মত্তং	২৮৭
চরস্তি বালা দুম্মেধা	৬৬	তং বো বদামি	৩৩৭
চিরপ্লাবাসিং	২১৯	তসিণায় পুরক্খতা	৩৪২, ৩৪৩
চুতিং যো বেদি	৪১৯	তস্মাপিয়ং ন কয়িরথা	২১১
ছন্দজাতো অনক্খাতে	২১৬	তস্মা হি ধীরঞ্চ পঞ্ঞঞ্চ	২০৮
ছিন্দসোতং পরকস্ম	৩৮৩	তিণদোসানি	৩৫৬—৫৯
ছেত্বা নন্দিং	৩৯৮	তুম্হে হি কিচ্চং আতপ্পং	২৭৬
জয়ং বেরং পসবতি	২০১	তে ঝায়িনো সাততিকা	২৩
জিঘচ্ছা পরমা রোগা	২০৩	তে তাদিসে পূজয়তো	১৯৬

তেসং সম্পন্নসীলানং	৫৭	ন কহাপণ	১৮৬
দদাতি বে যথা সদ্ধং	২৪৯	নগরং যথাপচ্ছত্তং	৩১৫
দন্তং নয়ন্তি সমিতিং	৩২১	ন চাহং ব্রাহ্মণং	৩২৬
দিবা তপতি আদিচ্চো	৩৮৭	ন চাহ ন চ ভবিস্সতি	২২৮
দিসো দিসং যন্তং কয়িরা	৪২	ন জটাহি ন গোত্তেহি	৩৯৩
দীঘা জাগরতো রত্তি	৬০	ন তং কস্মং কতং সাধু	৬৭
দুক্ষং দুক্ষসমুপ্পাদং	১৯১	ন তং দল্লং বন্ধনমাছ	৩৪৫
দুন্নিগ্গহস্স লহ্নো	৩৫	ন তং মাতা-পিতা কয়িরা	৪৩
দুপ্পব্বজ্জং দুৱভিরমং	৩০২	ন তাবতা ধম্মধরো	২৫৯
দুপ্পভো পুরিসাজ্ঞ্‌ঞো	১৯৩	ন তেন অরিয়ো হোতি	২৬০
দুৱজ্জমং একচরং	৩৭	ন তেন পণ্ডিতো হোতি	২৫৮
দুৱে সন্তো পকাসেস্তি	৩০৪	ন তেন ভিক্ষু সো হোতি	২৬৬
ধনপালো নাম কুঞ্জরো	৩২৪	ন তেন হোতি ধম্মট্টো	২৫৬
ধম্মং চরে	১৬৯	নথি বানং অপঞ্‌ঞস্স	৩৭২
ধম্মপীতি	৭৯	নথি রাগসমো অগ্গি	২০২,
ধম্মারামো	৩৬৪		২৫১
ন অন্তহেতু	৮৪	ন নগ্গচরিয়্যা	১৪১
ন অন্তলিক্কে	১২৭, ১২৮	ন পরেসং বিলোমানি	৫০

গাথা সূচী

১৮৫

ন পুংগক্ষো	৫৪	নেব দেবো ন গন্ধবো	১৫৫
ন ব্রাহ্মণস্ পহরেয়া	৩৮৯	নো চ লভেথ নিপকং	৩২৯
ন ব্রাহ্মণস্ সেতদকিক্কি	৩৯০	পঞ্চ ছিন্দে	৩৭০
ন ভজে পাপকে	৭৮	পটিসম্বারবুত্তস্	৩৭৬
ন মুণ্ডকেন	২৬৪	পঠবীসমো নো বিরুজ্জ্বতি	৯৫
ন মোনেন মুনি	২৬৮	পাণ্ডু পলাসো'ব	২৩৫
ন বাকরণমন্তেন	২৬২	পথব্যা একরজ্জেন	১৭৮
ন বে কদরিয়া	১৭৭	পমাদং অল্পমাদেন	২৮
ন সন্তিপুত্তা	২৮৮	পমাদমমুঘুঞ্জন্তি	২৬
ন সীলক্সতমন্তেন	২৭১	পরদুক্ষু পদানেন	২৯১
ন হি এতেহি যানেহি	৩২৩	পরবজ্জামুপস্ সিস্	২৫৩
ন হি পাপং	৭১	পরিজিগ্মমিদং রূপং	১৪৮
ন হি বেৱেন	৫	পরে চ ন বিজানন্তি	৬
নিট্ঠং গতো	৩৫১	পবিবেকরসং পীত্বা	২০৫
নিধায় দণ্ডং	৪০৫	পংস্কুলধরং জন্তং	৩৯৫
নিধীনং'ব পবত্তারং	৭৬	পস্ চিত্তকতং বিম্বং	১৪৭
নেক্থং জম্বোনস্ সেব	২৩০	পাণিম্ হি চে বনো	১২৪
নেতং থো সরণং	১৮০	পাপকে পুরিসো	১১৭

পাপানি পরিবজ্জতি	২৬৯	মহুজস্ পমত্তচারিনো	৩৩৪
পাপোপি পস্‌সতি ভদ্রং	১১৯	মনোপকোপং রক্‌থেয়া	২৬৩
পামোজ্জ বহ্লো ভিক্‌খু	৩৮১	মনো পুস্সমা ধম্মা	১, ২
পিয়তো জায়তে সোকো	২১২	মমেব কত মঞ্‌ঞত্ত	৭৪
পুঞ্‌ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা	১১৮	মলিথিয়া দুচ্‌চারিতং	২৪২
পুত্তামথি ধনস্সথি	৬২	মাতরং পিতরং হস্তা	২৯৪, ২৯৫
পুপ্পানি হেব পচিনন্তং	৪৭, ৪৮	মা পমাদ মহুযুজ্জেথ	২৭
পুস্সেনিবাং যো বেদি	৪২৩	মা পিয়েহি সমাগচ্ছি	২১০
পুজারহে পুজয়তো	১৯৫	মা'বমঞ্‌ঞেথ পাপস্স	১২১
পেমতো জায়তে সোকো	২১৩	মা'বমঞ্‌ঞেথ পুঞ্‌ঞস্স	১২২
পোরাণমেতং অতুল	২২৭	মা' বোচ ফরুসং	১৩৩
ফন্দনং চপলং চিত্তং	৩৩	মাসে মাসে কুসগ্‌গেন	৭৭
ফুসামি নেক্‌খস্সস্সং	২৭২	মাসে মাসে সহস্সেন	১০৬
ফেণুপমং কায়মিমং	৪৬	মিচ্ছী যদা হোতি	৩২৫
ভদ্বোপি পস্‌সতি পাপং	১২০	মুঞ্চ পুরে	৩৪৮
মগ্‌গানট্‌ঠজ্জিকো সেট্‌ঠো	২৭৩	মুহত্তমপি	৬৫
মত্তাস্সপরিচ্চাগা	২৯০	যেত্তাবিহারী	৩৬৮
মধু'ব মঞ্‌ঞতি	৬৯	যং এসা সহতি জস্সী	৩৩৫

যং কিঞ্চি ষিট্ঠং	১০৮	যস্স অচ্ছত্ত্বদুস্সীলং	১৬২
যং কিঞ্চি সিথিলং কন্মং	৩১২	যস্স কায়েন	৩৯১
যঞ্জে বিঞ্ঞ পসংসন্তি	২২৯	যস্স গতিং	৪২০
যতো যতো সম্মসতি	৩৭৪	যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং ২৫০, ২৬৩	
যথাগারং দুচ্ছন্নং	১৩	যস্স ছত্ত্বিসতি সোতা	৩৩৯
যথাগারং সুচ্ছন্নং	১৪	যস্স জালিনী	১৮০
যথা দণ্ডেন গোপালো	১৩৫	যস্স জিতং	১৭৯
যথাপি পুপ্পরাসিম্হা	৫৩	যস্স পাপং	১৭৩
যথা পি ভমরো	৪৯	যস্স পারং অপারং	৩৮৫
যথা পি মূলে	৩৩৮	যস্স পুরে চ	৪২১
যথা পি রহদো	৮২	যস্স রাগো চ	৪০৭
যথা চি রুচিরং	৫১, ৫২	যস্সালয়া নবিজ্জন্তি	৪১১
যথা বুদ্ধুলকং	১৭০	যস্সাসবা	২৩
যথা সঙ্কারধানন্নিং	৫৮	যস্সিদ্দিয়ানি	৯৪
যদা য়েস্তু ধম্মেস্তু	৩৮৪	যানি' যানি	১৪৯
যম্হা ধম্মং বিজ্ঞানেয়া	৩৯২	যাবজ্জীবম্পি	৬৪
যং হি কিচ্চং	২৯২	যাবদেব অনথায	৭২
যম্হি সচ্চং চ	২৬১	যাবং হি বনথো	২৮৪

যে চ খো	৮৬	যো দুক্খস্স	৪০২
যে ঝান-পস্তু	১৮১	যো' ধ কামে	৪১৫
যে রাগ রত্তা	৩৪৭	যো' ধ তণ্হং	৪১৬
যেসঞ্চ সুসমারদ্ধা	২৯৩	যো' ধ দীঘং	৪০৯
যেসং সন্নিচয়ো	৯২	যো' ধ পুঞ্ঞংচ	২৬৭, ৪১২
যেসং সঙ্ঘোধি	৮৯	যো নিব্বনথো	৩৪৪
যো অঙ্গহুট্টস্স	১২৫	যো পাণমতি পাতেতি	২৪৬
যো ইমং পলিপথং	৪১৪	যো বালো	৬৩
যোগা বে জায়তী	২৮২	যো মুখসঞ্ঞতো	৩৬৩
যো চ গাথা	১০২	যো বে উপ্পত্তিতং	২২২
যো চ পুবে পমজ্জিত্বা	১৭২	যো সহস্সং	১০৩
যো চ বুদ্ধঞ্চ	১৯০	যো সাপনং	১৬৪
যো চ বস্তুকসাব	১০	যো হবে দহরো	৩৮২
যো চ বস্সসতং জন্তু	১০৭	রতিয়া জায়তে	২১৪
যো চ বস্সসতং জীবো	১১০-১৫	রমণীয়ানি অরঞ্ঞানি	৯৯
যো চ সমেতি	২৬৫	রাজতো বা উপসগ্গং	১৩৯
যো চেতং সহতী	৩৩৬	বচী পকোপং	২৩২
যো দণ্ডেন	১৩৭	বজ্জঞ্চ বজ্জতো	৩১৯

গাথা সূচী

১৮৯

বনং ছিন্দধ	২৮৩	সদা জাগরমানানং	২২৬
বরং অসুতরা দন্তা	৩২২	সদ্ধো সীলেন সম্পন্নো	৩০৩
বসুসিকা বিয়	৩৭৭	সন্তকায়ো	৩৭৮
বহুস্পি চে সহিতং	১৯	সন্তং তসু মনং	৯৬
বহুং বে সরণং	১৮৮	সব্বথ বে সপ্পুরিসা	৮৩
বাচান্নরকুখী	২৮১	সব্বদানং ধম্মদানং	৩১৪
বাণিজ্জো' ব	১২৩	সব্বপাপসু অকরণং	১৮৩
বারিজ্জো'ব	৩৪	সব্ব সঞ্জোজ্ঞনং	৩৯৭
বারি পোকুথরপত্তে'ব	১৪১	সব্বসো নামরূপস্মিং	৩৬৭
বাল সন্ততচারী হি	২০৭	সব্বাভিভু সব্ববিদু	৩৫৩
বাহিতো পাপো	৩৮৮	সব্বো তসন্তি	১২৯, ১৩০
বিতকুপমথিতসু	৩৩৯	সব্বো ধম্মা অনত্তা	২৭৯
বিতকুপনমে চ	৩৫০	সব্বো সঙ্খারা	২৭৭, ২৭৮
বীত তনুহো অনাদানো	৩৫২	সরিতানি সিনেহিতানি	৩৪১
বেদনং ফরুসং	১৩৮	সলাভং নাতিমঞ্জোজ্ঞা	৩৬৫
সচে নেরেসি	১৩৪	সবন্তি সব্বধি	৩৪০
সচে লভেথ	৩২৮	সহসুস্পি চে গাথা	১০১
সচ্চং ভণে	২২৪	সহসুস্পি চে বাচা	১০০

সাধুদসনমরিয়ানং	২০৬	সুরামেরয়পানঞ্চ	২৪৭
সারঞ্চ সারতো	১২	সুসুখং বত	১৯৭—২০০
সিঞ্চ ভিক্ষু	৩৬৯	সেখো পঠবিং	৪৫
সীলদসন সম্পন্নং	২১৭	সেয়ো অয়ো	৩০৮
সুক্রানি অসাধুনি	১৬৩	সেলো যথা	৮১
সুখ কামানি	১৩১, ১৩২	সো করোহি	২৩৬, ২৩৮
সুখং যাব জরা সীলং	৩৩৩	হথসঞ্ঞতো	৩৬২
সুখা মত্তেয়্যতা	৩৩২	হনন্তি ভোগা	৩৫৫
সুখো বুদ্ধানমুপ্পাদো	১৯৪	হংসাদিচ্চ পথে	১৭৫
সুজীবং অহিরীকেন	২৪৪	হিত্বা মাত্তসকং	৪১৭
সুঞ্ঞাগারং	৩৭৩	হিত্বা রতিং	৪১৮
সুদসং	২৫২	হিরীনিসেধো	১৪৩
সুদুদসং	৩৬	হিরীমতা চ	২৪৫
সুভাত্তপসিং	৭	হীনং ধম্মং	১৬৭

